বেদের ঐতিহাসিকতা

রাজসাহী বারেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটীর মেম্বার, ২০

"সচিত্র দার্জ্জিলিংএর পার্ব্বত্যজাতি"

প্রণেতা

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার, বি. এ, এম্. আর. এ. এস্, (লণ্ডন)

বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবিনোদ, প্রণীত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য— দুই টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

B9743

শ্রীসরস্বতী প্রেস
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৫। ধর্ম্মাচরণ :—

(১) অগ্নিহোত্র ও পশু যাগ ,, ১৭৫-১৮২

(২) সোমযজ্ঞ, সোমপান ও সমুদ্র মন্থনের ইতিহাস ,, ১৮৩-১৯৩

(৩) পঞ্চ মহাযজ্ঞ, যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও হবিঃশেষ পান ,, ১৯৪-২০১

(৪) অতিথি সৎকার ,, ২০২-২০৩

(৫) দেবতাতত্ত্ব বা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ,, ২০৪-২২০

৬। সৃষ্টিতত্ত্ব :— ,, ২২১-২২৯

অবতার বাদ ,, ২৩০-২৩২

৭। গ্রহতত্ত্ব ও জ্যোতিষ :—

(১) গ্রহগণের উৎপত্তি ও সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষ ,, ২৩৩-২৪০

(২) কাল নিরূপণ ও ঋতু গণনা ,, ২৪১-২৪৬

(৩) বর্ষ ও যুগ বিভাগ, ত্রিশিরাবধ ও বৃত্রসংহারের ইতিহাস, শুনঃশেপের মুক্তি, ও বলির বামন ভিক্ষা। ,, ২৪৭-২৫৭

৮। চিকিৎসা বিদ্যা ও অস্ত্রোপচার, ,, ২৫৮-২৬০

৯। যাদুবিদ্যা ,, ২৬১-২৬২

১০। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও রসায়ন চর্চ্চা ,, ২৬৩-২৬৭

১১। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও জন্মান্তর বাদ। ,, ২৬৮

তৃতীয় খণ্ডের সূচীপত্র।

(শাসন প্রণালী)

১। রাজা :—

(১) নির্ব্বাচন ও অভিষেক ,, ১৭৫-১৮০

(২) রাজঐশ্বর্য্য, রাজসভা ও মন্ত্রীপরিষদ ,, ২৮১-১৮৪

(৩) কর ও রাজস্ব ,, ২৮৫-১৭৬

(৪) প্রজা পালন ,, ২৮৭-২৮৯

২। সভা ও সমিতি ,, ২৯০-২৯১

৩। বিচার ও দণ্ডবিধি
(জুরীর সাহায্যে বিচার)
Judiciary ও Executive পৃথক ,, ২০২ ২৯৬

৪। রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ ,, ২৮৭-৩০০

৫। পৌর জানপদ ,, ৩০১-৩০৬

৬। গণতন্ত্র শাসন পদ্ধতি
(Vote by Ballot) ,, ৩০৭-৩১১

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী

স্নেহ-পীযূষ-ক্ষরিণী

মাতৃদেবীর

চরণে

উৎসর্গ করিলাম।

ইতি—

নলিনীকান্ত।

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রাচীন ভারতের বিশ্বস্ত বিবরণ সম্বলিত ঐতিহাসিক পুস্তকের অভাব বহুকাল হইতেই শিক্ষিত সমাজে অনুভূত হইয়া আসিতেছে।

ভারতের স্কুল ও কলেজ সমূহে ইতিহাস শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল পুস্তক নির্দ্ধারিত আছে, তৎসমুদয় ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যের সন্ধান প্রদানে সমর্থ হয় না।

বঙ্গসাহিত্যে যে যৎকিঞ্চিৎ ইতিহাসচর্চ্চা হয় তাহা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ভারতের ইতিহাস, ও পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট. এ. স্মিথ সাহেব কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল পুস্তকে, সামরিক শৌর্য্যবীর্য্যহীন, বণভীরু ভারতবাসীর অসহায় অবস্থার বর্ণনা ব্যতীত বিশেষ কোন নূতন তথ্যের সন্ধান লাভ করা যায় না।

"রাজা হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ভারতের যে বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার এক অপ্রকৃত বর্ণনায় মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ, ইংরাজের হিতকর অবাধ প্রভুত্ব অভাবে উত্তর পশ্চিম প্রদেশাগত বৈদেশিক আক্রমণকারীর হস্তে ভারতের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে তাহাই পুনঃ পুনঃ ভাবে ব্যক্ত

করিয়াছেন, এবং সত্তর পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারতাভিযান বর্ণনা করিলেও ভারতের বাহিরে ভারতীয়গণের রাজশক্তি ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই।*

এই সকল কারণে ভারতীয় ছাত্রগণ, দেশ বিদেশের ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদিগের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে না, এবং শিক্ষাও জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে সহায়কারী হয় না।

জাতীয় জীবন গঠনে বর্ত্তমান শিক্ষার এ ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ভাইস্-চ্যানসেলর স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে টি, ডি এল্, সরস্বতী মহোদয়, এ অভাবপূরণ মানসে কয়েকবৎসর পূর্ব্বে পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা বিভাগের ইতিহাস শ্রেণীর সহিত "ভারতের প্রাচীন শিক্ষা সভ্যতার ইতিহাস" (Anci Indian history and culture) শিক্ষার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র শাখা উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তদবধি উক্ত বিভাগে এ বিষয়ে অধ্যাপনা ও অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগও কিয়ৎকাল মধ্যে এ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাধারণের অধি-

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ, পি. আর. এস্ কর্ত্তৃক মাজু সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত অভিভাষণ হইতে।

গম্য একখানি উপযুক্ত পুস্তকাভাবে অনেকেই এ সম্বন্ধে কিছু পরিজ্ঞাত নহেন।

এ নিমিত্ত, রাজসাহী বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে সংগৃহীত নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে ভারতে আর্য্য সভ্যতার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক তৎসহ প্রাচীন যুগের শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ ধর্ম্ম ও শাসন প্রণালীর বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থে বঙ্গভাষায় এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। by

একার্য্য যেরূপ দুরূহ তাহাতে সাফল্য লাভের পরিবর্ত্তে

"মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

(রঘুবংশ, ১ম সর্গ। ৩)

বৃহৎ তরুশাখায় লম্বিত ফল লাভে উত্তোলিতবাহু বামনের ন্যায়, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমাকে লোক সমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশা করি যে, ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে আত্মবিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত আর্য্য সন্তানগণকে প্রাচীন মহত্ব ও গৌরবের নেশায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহা বিবেচনায় সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ ইহার সকল দোষ ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

পুস্তকখানিকে, Ancient Indian History and,

culture বিষয়ে এম, এ, পরীক্ষার্থিগণের কথঞ্চিৎ উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে অনেকস্থলেই বেদসূক্তোদ্ধৃত শ্লোক সমূহের নিম্নে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত মিঃ আর, টি, এইচ্ গ্রীফিত্, এম. এ. সি আই. ই, মহোদয় কৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রদান করিয়াছি।

এ পুস্তক রচনায় যে সকল গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, আমি এতদ্বারা তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিতচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম. এ, এবং বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক কাঁঠালপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাম সহায় বেদান্ত শাস্ত্রী মহাশয় এ পুস্তক প্রণয়নে আমাকে উৎসাহিত ও নানাভাবে সাহায্য করায় তাঁহাদিগকেও আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। নিবেদন ইতি—

পোঃ নৈহাটী, জিলা ২৪ পরগণা	}	বিনীত
১লা শ্রাবণ ১৩৩৬।	}	শ্রীনলিনীকান্ত দেবশর্ম্মণঃ

সূচীপত্র।

(প্রথম খণ্ড)

ভারতে আর্য্য সভ্যতার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, ও বিস্তৃতির বিবরণ।

১।	ভারতের অতীত ইতিহাস	”	১-৬
২।	ভারতের ইতিহাস ও বেদ	”	৭-১২
৩।	প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর ভৌগলিক বিবরণ	”	১৩-২১
৪।	আর্য্য সভ্যতার আদি উদ্ভব ক্ষেত্র	”	২২-৩৬
৫।	ভারতে আর্য্য সভ্যতার ক্রমবিকাশ	”	৩৭-৫০
৬।	ঋগ্বেদের দস্যু ও আর্য্য	”	৫১-৫৯
৭।	ঋগ্বেদের দস্যু কাহারা ?	”	৬০-৬৩
৮।	আর্য্য সভ্যতার বিস্তার, ও বিদেশীয় ইতিহাসে ইহার প্রভাব	”	৬৪-৭৬
৯।	বেদের বয়স কাল, বা আর্য্যসভ্যতা কত প্রাচীন	”	৭৭-৮৫

দ্বিতীয় খণ্ড

(সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্ম)

১। প্রাচীন ভারতে জীবন যাপন প্রণালী :—

(১)	গ্রাম ও বাসগৃহ	”	৮৯-৯২
(২)	তৈজস পত্র	”	৯৩-৯৪

(৩) বেশভূষা „ ৯৫-৯০

(৪) কৃষি ও দুর্ভিক্ষ „ ৯৮-১০১

(৫) গৃহপালিত পশু „ ১০৩-১০৫

(৬) খাদ্য ও আহার „ ১০৬-১০৭

(৭) যানবাহন „ ১০৮-১১১

(৮) আমোদ প্রমোদ „ ১১০-১১৫

(৯) ব্যবসা বাণিজ্য „ ১১৬-১২০

(১০) ঋণদান „ ১২১

২। জাতিভেদ :— „ ১২২-১২৭

(১) কর্ম্ম ত্রিভাগ ও চাতুর্ব্বণ্য সমাজের উৎপত্তি

(২) ব্রাহ্মণ „ ১২৮-১৩৪

৩। শিক্ষা :—

(১) ভাষার উৎপত্তি ও বাক্ „ ১৩৫-১৩৮

(২) গুরুগৃহ বাস ও শিক্ষা „ ১৩৯-১৪

(৩) ব্রহ্মযজ্ঞ „ ১৪৪-১৪৫

৪। বিবাহ সংস্কার :—

(১) বিবাহ প্রথার উৎপত্তি, বিবাহের প্রকার ভেদ ও বিবাহের উদ্দেশ্য „ ১৪৬-১৫৩

(২) পুংসবন, দত্তক গ্রহণ ও নিযুক্তি „ ১৫৪-১৫৮

(৩) বাল্যবিবাহ ? „ ১৫৯-১৬০

(৪) বৈধব্য ও সতীদাহ প্রথা „ ১৬১-১৬৪

(৫) প্রাচীন সমাজে নারীর আসন „ ১৬৫-১৭৪

বেদের ঐতিহাসিকতা

ভারতের অতীত ইতিহাস

"Last is ourselves, what we are and shall be,
Last is our secret, promulgated by the Voice
of years"
—Materlink, 'Buried Temple.'

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইতিহাস-বিদ্যা ভারতে বিশেষ আদর ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তে আমরা সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ইতিহাস, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান ও অনুব্যাখ্যান প্রভৃতির ন্যায় সেই মহান্ ভূতের নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (১)

(১) "স যথা আর্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ ধূমা বিনিশ্চরন্তি,
এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্।

অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যজ্ঞের হোতা, দশদিনে যে দশটি বিদ্যার আলোচনা করিতেন, ইতিহাস তাহার অন্যতম।

শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে, বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, আখ্যানবলী, পুরাণ ও খিলসমূহের ন্যায় "ইতিহাস" পাঠ করিয়া শুনান হইত। (২)

বস্তুতঃপক্ষে ইতিহাস, প্রাচীনকালে একটি বিশিষ্ট বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা "পঞ্চমবেদ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রাচীন ইতিবৃত্তকারগণ, জনপ্রবাদ, কিংবদন্তী, গল্প-উপন্যাস প্রভৃতিকে ইতিহাস মধ্যে স্থান দান করিয়া ও ঐতি-

---

যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম বেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং
বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রান্যনুব্যাখ্যানানিব্যাখ্যানানি
অস্যৈব এতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি।

—বৃহদাঃ ২।৪।১০, ও শতপ
১৪।৬।১১।৬

অর্থাৎ, আর্দ্র কাষ্ঠে উৎপন্ন অগ্নি হইতে যেমন পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই মহান্ ভূতের নিঃশ্বাস হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, ও অনুব্যাখ্যান হইয়াছে—এই সমস্তই ইহার নিশ্বাস।

(২) স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রানি চৈবহি
আখ্যানানীতিহাসাশ্চ পুরাণাণি খিলানি চ॥

—মনু ৩।২৩২

হাসিক ঘটনাসমূহকে কল্পনার আবরণে আবৃত করিয়া প্রকৃত সত্যকে অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। এ নিমিত্ত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ আর্য্যগণ-রচিত সমুদয় ইতিহাসকে, এমন কি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুস্তককেও ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পুরাণ প্রভৃতিতে ভবিষ্যদ্ ঘটনাবলীর সন্নিবেশহেতু, তাঁহারা পুরাণোক্ত সকল বিবরণকেই একেবারে অবিশ্বাস্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইহার পরবর্ত্তীকালে, ভারতে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিলেও, দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের কেহই ভারতের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন নাই।

ফলে আজ আমাদিগকে, একখানি নিজস্ব ইতিহাস অভাবে, বৈদেশিকগণ-রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডারের শূন্যতা পূরণ করিতে হইতেছে।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ আর্য্যসভ্যতার দীপ্তদিনগুলিকে অতীতের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে অপসারিত করিয়া, যে সময় প্রতীচ্যে গ্রীস্ যশঃ-ঐশ্বর্য্যের সুউচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল ও রোম তাহার সুদূর বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপনে তৎপর হইয়াছিল এবং প্রাচ্যে পারস্যচমূ সিন্ধু হইতে আটক পর্য্যন্ত আর্কিমেনিডিসের জয়ধ্বনিতে দিক্ প্রকম্পিত করিতেছিল, সেই খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতাব্দী হইতে ভারত ইতিহাসের পর্ব্বারম্ভ করিয়াছেন।

অতীতের সহিত ধারা-সম্পাত-বিহীন এ কঙ্কালসার ইতিহাস, ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞানকে আদৌ সম্প্রসারিত করেনা, এবং জাতীয় জীবন গঠনোপযোগী প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান প্রদানে সমর্থ হয় না।

অতীতের প্রাচীনতম যুগে, যখন পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যদেশসমূহ, অজ্ঞানান্ধকারের গাঢ় তিমিরাবরণে আচ্ছন্ন ছিল, তখন ভারতের সপ্তসিন্ধু-প্রদেশ জ্ঞানের উজ্জ্বল কিরণে

"'The Curtain of historic India rises on the threshold of the 6th century B. C., when in the west historic Greece was nearly in the full blaze of her glory, and Rome laying the foundations of her far-flung empire; while, in the East, the hosts of Persia blazoned forth the dreaded name of the Archimenides from the Indus to Attica.'

Such is the humble beginning of the history of India that an Indian is taught to learn from his childhood. All that went before this, is at once thrust unceremoniously to that murky background wherein swallowed up are the ill-defined lineaments of the shadowy Vedic and Ephemeral Epic Ages. Yet, these very ages witnessed the close of one and the beginning of another great culture and the ultimate fusion of the two as well, which resulted in the rise of the great Indian culture complex that was already leavened with age, when the curtain rises on the threshold of the 6th century B. C.—" Asura India.

(Forward, May 29, 1928)

সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং বেদগানরত আর্য্যঋষিগণ, যজ্ঞ-ধূম-পরিব্যাপ্ত গগণ-তলে মনুষ্য-সভ্যতার অক্ষয় সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন! তৎকালে, ভারতে সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান, রাজনীতি, জ্যোতিষ প্রভৃতির চর্চ্চা পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং সৃষ্টির জটিল তত্ত্ব মীমাংসায় ধর্ম্মের সারসূত্রসকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল! নানা বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার মধ্যে একতার দর্শন সেই আদিম যুগের প্রাচ্য ঋষিগণই লাভ করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে এই প্রাচ্যধর্ম্ম হইতেই পৃথিবীর সকল ধর্ম্মমতগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন মিশর, বাবিরুষ, গ্রীস্, রোম প্রভৃতির ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সভ্যতা ভারতের ভাব ও আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং প্রতীচ্যের নানা শাখা-প্রশাখাযুক্ত বর্ত্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্রও ভারতের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

ফরাসী দার্শনিক কজিনস্, এ সম্বন্ধে তৎপ্রণীত গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন "গ্রীস্ ও রোমের জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল নিঃসন্দেহে প্রাচ্যদেশ ও তাহাদিগের ভাষা, বর্ণমালা, ভাব, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির ধারা ও পদ্ধতি, কারিগরীর প্রথা, শাসন প্রণালী, কলাশিল্পের আকৃতি-প্রকৃতি, ধর্ম্মের দেবদেবী, শাস্ত্রপুরাণ সমস্তই প্রাচ্যের আদর্শে গঠিত, প্রাচ্যের অনুরূপ বলিলেই হয়। আমরা যখনই প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কাব্য, পুরাণ, দর্শন বিজ্ঞানাদির গ্রন্থ পাঠ করি, তখনই তৎ-সমুদয়ে এমন গভীর ও আশ্চর্য্য সত্যের ও জ্ঞানের

সন্ধান পাই, যাহার তুলনা প্রতীচ্যে নাই, বরং তাহার তুলনায় প্রতীচ্যের ভাব অতি তুচ্ছ, নগণ্য বলিয়া বোধ হয়। তখনই আমাদিগের জানু আপনিই প্রাচ্যের জ্ঞানের সম্মুখে নত হইয়া আইসে"।*

কিন্তু আজ জাতীয় ইতিহাস চর্চ্চাভাবে ভারতের এ গৌরবময় যুগের কথা দূর স্বপনের অলীক কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইতে বসিয়াছে এবং আমরা, আমাদিগের অতি নিজস্ব পুরাতন শিক্ষা সভ্যতা হারাইয়া "ওডিসি" গ্রন্থের Lotus Eaters বা মৃণালসেবীগণের ন্যায় ক্রমশঃ আত্মবিস্মৃতির অতল-জলে নিমজ্জিত হইতেছি।

দেশের এ নবজাগরণের দিনে বহু শতাব্দীর সুপ্ত এ জাতিকে ভারতের অতীত শিক্ষা-সভ্যতার গৌরবময় ইতিহাসের পুনরুদ্ধার দ্বারা প্রাচীন মহত্ত্ব ও গৌরবের নেশায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

ভারতের ইতিহাস ও বেদ

"One thing is certain; there is nothing more ancient and primitive, not only in India but in the whole Aryanworld than the hymns of Rig-Veda"

—Maxmuller, 'Origin and Growth of Religion'

বেদ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, ইহা অপৌরুষেয় এবং ইহার মন্ত্রগুলি আর্য্যঋষিগণের মুখপদ্ম হইতে স্বত: নিঃসৃত হইয়াছিল।

প্রত্যেক মন্ত্রেরই এক এক জন ঋষি আছেন, এবং তাঁহাদিগকে সেই সেই মন্ত্রের "দ্রষ্টা" বলে।

আয়ু, যশঃ, বল, স্বাস্থ্য, সিদ্ধি, পুত্র, প্রভৃতি লাভের নিমিত্ত ইহার মন্ত্রগুলি দেবগণোদ্দেশে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সকল কথা রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ সমগ্র বেদমন্ত্রকে তাচ্ছিল্যভরে "Peasants' song" বা 'চাষার গান' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে, নানা বিসদৃশ বিষয়ের একত্র সমাবেশ ও অস্পষ্ট বর্ণনা বেদমন্ত্রগুলিকে স্থানে স্থানে এরূপ দুর্ব্বোধ্য করিয়াছে যে বেদ পাঠ কালে ধৈর্য্য ধারণ ও সহিষ্ণুতা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং বিরক্তিভরে বেদ সংহি-

তাকে অর্থহীন "চাষার গান" বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু পণ্ডিত মোক্ষমূলারের কথায় বলিতে গেলে বেদাপেক্ষা নীরস ও বিরক্তিকর আর কিছু নাই, অথচ বেদ অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও কৌতুহলোদ্দীপকও আর কিছু নাই। তিনি বলিয়াছেন—'What can be more tedious than the Veda, and yet what can be more interesting, if once we know that it is the first word spoken by the Aryan Man ?"

The Veda has a two-fold interest, it belongs to the history of the world and to the history of India…"

বেদের আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির বর্ণনা যেরূপ একপক্ষে শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুর অন্তরে যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক করে, অপর পক্ষে বৈদিক ঋষিগণের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, ভয় ও আশা-নিরাশার বর্ণনাও তদ্রূপ সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের চিত্ত আকর্ষণ করে।

"In this strange collection of heterogeneous materials there is much that is obscure, much that is unintelligible, much that is intolerably tedious, and not a little that is in-offensive and disgusting to European taste.

Yet the spiritual portions of the work have sometimes a strange beauty and grandeur of their own, which attracts and fascinates the orthodox Hindu, while the occasional glimpses of light, which it throws upon the daily life, the toils and pleasures, the hopes and fears, the

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ টেইন সাহেব, তৎপ্রণীত পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে "যে কোন সাহিত্য গ্রন্থ অনুশীলন করিলে উহা, গ্রন্থ-রচয়িতার নিজ মনোবৃত্তি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জীবনযাপন প্রণালী ব্যতীতও জাতির প্রাচীন সংস্কার, সমাজ ও সভ্যতার অবস্থা এবং সমসাময়িক কালের চিন্তা ও কর্ম্মধারার পরিচয় প্রদান করে। তাঁহার মতে সকল সাহিত্য গ্রন্থই, রাসায়নিক দ্রব্য-পরীক্ষার সূক্ষ্ম যন্ত্র বিশেষের ন্যায় ঐতিহাসিক ও সমালোচকগণকে জাতির মনস্তত্ব ও সমাজতত্বের বিশ্লেষণে সহায়তা করে।

joys and sorrows of the average man, invests it, I think, for the European Reader with greater and more human interest than is possessed by the more ancient Veda"—
Maxmuller.

Mr Tayne, in his exposition of the theory on which he wrote his History of English literature, says that any considerable literary work will exhibit under careful analysis, not only the writer's state of mind his experiences and ways of life, but also the long descended influences of race and tradition, the temper of his time and the general intellectual condition of his nation.

According to him literature in short, may be employed by the critic and the historian as a delicate instrument for analysis, for investigating the psychology of the man and of his period, for laying bare the springs of thought and action which underlie and explain history."

প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের সমাজ ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথাই বেদমন্ত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং বেদসূক্ত-মাঝে, যে অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি নিহিত আছে, যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে তাহা চয়ন করিতে পারিলে তৎসাহায্যে প্রাচীন ভারতের এক অপূর্ব্ব ইতিহাস রচিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা অতি দুরূহ কার্য্য ; ইহাতে সাফল্য লাভের নিমিত্ত একাধারে প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ন্যায় গভীর সংস্কৃত জ্ঞান ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ন্যায় ব্যাপক জ্ঞান এবং তৎসহ বৈজ্ঞানিক বিচার-ক্ষমতার প্রয়োজন। যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃতেরই চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাহাদিগের জ্ঞান গভীর ও স্ব স্ব বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদশূন্য হইলেও আধুনিক জগতের জ্ঞানদ্বারা উদ্ভাসিত নহে।

অপর পক্ষে, ভারত-পুরাতত্ত্বের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বদ্ধমূল প্রতিকূল সংস্কার ও ভারতীয় জীবনযাপন প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাভাব, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পক্ষেও এ কার্য্য সুচারুভাবে সম্পাদনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে,সন্দেহ নাই।

"এককালে এসিয়ার প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড ও দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। জাপানের কোন কোন মঠে, ভারতে দুষ্প্রাপ্য অনেক সংস্কৃত পুস্তকের সন্ধান লাভ করা যায়। তিব্বতীয় ও চীন ভাষায় এমন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ দৃষ্ট হয়, যাহার মূল ভারতবর্ষ হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মধ্যএসিয়ার বালুকাচ্ছন্ন ভূগর্ভ-প্রোথিত বহু নগরে ও

জনপদে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত সাহিত্য ও শিল্পের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তথায় এখনও এমন আর্য্য ভাষার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা এখন পৃথিবী হইতে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতিতে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পের নিদর্শনের অভাব নাই। ফিলিফাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীনতম বর্ণমালা ভারতীয়, এবং আনাম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগে ইউরোপীয় দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব পতিত হইয়াছিল এবং ভারতীয় জ্যোতিষের উপরও বিদেশী জ্যোতিষের প্রভাবচিহ্ন লক্ষিত হয়। অপরপক্ষে বিদেশীয় গণিত, ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের কোন কোন শাখার নিকট ঋণী।

ভারতের চিকিৎসাবিদ্যা, আরবগণ কর্ত্তৃক ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক সংমিশ্রণের ফলে পৃথিবীর সকল দেশের ভাষা, সাহিত্য ও বিদ্যা পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল।

সুতরাং, যিনি এইরূপ বিবিধ বিষয়ের চর্চ্চা ও অনুশীলনে সক্ষম এবং যাঁহার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা-প্রণালী, প্রাচীন গ্রন্থাদির কালনিরূপণ-রীতি, প্রক্ষিপ্ত ও মূলের বিচার ক্ষমতা ও প্রাচীন গ্রীস্, রোম, চীন, তিব্বত জাপান মিশর, আসীরিয়া, বাবিরুষ, পারস্য প্রভৃতি দেশের সভ্যতা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, প্রভৃতির সাহায্যে ভারতের অতীত

সম্বন্ধে জ্ঞান উজ্জ্বলতর করিবার তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, এইরূপ কোন পণ্ডিতকুল-তিলক বেদ-বারিধি-মন্থন ভার গ্রহণ করিলে ভারতের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পাবে।”

(১) প্রবাসী—কার্ত্তিক ১৩৩৫

প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর ভৌগোলিক বিবরণ

প্রাচীন সপ্তসিন্ধু প্রদেশ, ভারতে আর্য্যসভ্যতার আদিম লীলাভূমি বলিয়া খ্যাত।

বেদ ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই দেশকেই আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

আর্য্যগণাধ্যুষিত এই দেশভাগের ভৌগলিক বিবরণ সম্বন্ধে বেদে কোন কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলেও বেদসূক্তে উপমাদিচ্ছলে প্রযুক্ত শব্দ ও বর্ণনা প্রভৃতি হইতে ইহার সীমা, প্রাকৃতিক অবস্থান প্রভৃতির বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বেদ রচনাকালে আর্য্যাবর্ত্ত, পূর্ব্বে কীকট, পশ্চিমে গান্ধার, উত্তরে ত্রিককুদযুক্ত হিমবন্ত পর্ব্বত ও দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। *

ঋগ্বেদের সোমসূক্তে চতুঃসমুদ্র ও সূর্য্যসূক্তে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে বেদ রচনাকালে সপ্তসিন্ধু প্রদেশ সমুদ্র-প্রাকার-বেষ্টিত ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্-

(১) কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো না শিরং দুহে ন তপন্তি ঘর্ম্মম্। ঋঃ ৩।৫৩।১৪

(২) গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।
প্রৈষ্যন্ জনমিব শেবধিং তক্মানং পরি দদ্মসি।

—অঃ ৫।২২।১৪

গণের বিশ্বাস যে পূর্ব্বকালে এক সুবিস্তীর্ণ জলভাগ সপ্তসিন্ধু প্রদেশকে পূর্ব্বে আসাম ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অবস্থিত ছিল, এবং আরবসাগরের এক শাখা সিন্ধু-দেশের উপর দিয়া ইহার পশ্চিম পার্শ্ব বেষ্টন করিয়াছিল।•

উত্তরে, মধ্যএসিয়া খণ্ডের যথায় অধুনা কৃষ্ণসাগর, আরল সাগর, বলখাস হ্রদ প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, পূর্ব্বে

সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা।

—ঋঃ ১।১২৬।৭

(৩) যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

ঋঃ ১০।১২১।৪

যদাঞ্জনং ত্রৈককুদং জাতং হিমবতস্পরি।
যাতূংশ্চ সর্ব্বাঞ্জম্ভয়ত্সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যঃ॥

—অঃ ৪।৯।৯

(৪) একাচেতৎসরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।

—ঋঃ ৭।৯৫।২

(১) রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণঃ।

—ঋঃ ৯।৩৩।৬

From every side, o Soma, for our profit pour thou forth four seas,

(২) স্বায়ুধং স্ববসং সুনীথং চতুঃ সমুদ্রং ধরুণং রয়ীণাম্।

—ঋঃ ১০।৪৭।২

তথায় উত্তর মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত এক বিশাল মধ্য এসিয়া সাগর বিরাজমান ছিল।

কালক্রমে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে বোসফোরাস্ প্রণালীর উৎপত্তি হেতু ঐ জলরাশি, লবনর হ্রদকে ইহার চিহ্নাবশিষ্ট মাত্র রাখিয়া বর্ত্তমান ভূমধ্যসাগরে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। *

বেদে, দক্ষিণাত্যের কোন নদ নদী, নগর-জনপদ, পর্ব্বত প্রভৃতির কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রশান্ত মহাসাগর মধ্যে অবস্থিত কতিপয় দ্বীপপুঞ্জ ও অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম-দক্ষিণাংশ-দেশবাসিগণের সহিত দ্রাবিড় জাতীয় মাদ্রাজ-উপকূলবাসী ধীবরগণের ভাষায় ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম শব্দের সৌসাদৃশ্য দর্শনে অনুমান হয় যে প্রাচীনকালে দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ হইতে পূর্ব্ব আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক মহাদেশের সহিত সংযোজিত ছিল।

Indra sprang from 4 seas.

(৩) উভৌ সমুদ্রাবা ক্ষেতি যশ্চ পূর্ব্ব উতাপরঃ।

ঋঃ ১০।১৩৬।৬

The............In both the oceans hath his home, in Eastern and in Western

* Dr Well's outlines of History.

Uttarpara Jaikrishna Public Library—Rigvedic India.

Accn. No. ৯৭৪৩ Date ২৭.১.৭৬

প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর ভৌগলিক বিবরণ, আর্য্যসভ্যতার মূল ক্ষেত্রানুসন্ধানে যথেষ্ট সহায়তা করে ও ভারতের অতীত ইতিহাসেব উপর প্রচুব আলোক নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, বিলাতে ভারতের শিক্ষা-সভ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত যে সকল Indologist বা ভারততত্ত্বজ্ঞগণ আছেন তাঁহাবা কেহই প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর ভৌগলিক বিবরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই।

তাঁহারা, প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের সমুদ্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না এবং তাঁহাবা সিন্ধুনদের সুবিস্তীর্ণ বিশাল জলরাশিকেই সমুদ্র আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন এরূপ প্রতিকূল যুক্তি আবোপ দ্বারা বেদসূক্তোল্লিখিত সমুদ্রকে "Sea of air" বা শূন্যমণ্ডল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। এবং এইরূপ ভাবেই, প্রাচীন ভারতবর্ষকে বর্ত্তমান কালেব ন্যায় আকার-প্রকারবিশিষ্ট কল্পনা কবিয়া ভাবতইতিহাসকে বিকৃত বর্ণে রঞ্জিত কবিয়াছেন।

বেদে, নদীসমূহের সমুদ্রে পতন, সমুদ্রের অতল গভীরতা, সমুদ্রযাত্রা, দ্বীপ, শতদাঁড় বিশিষ্ট সুবিশাল জলযান, প্রবল সমুদ্রতরঙ্গে অর্ণবপোতের দোদুল্যমান অবস্থা প্রভৃতির দেদীপ্যমান বর্ণনা, ও "সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ" প্রভৃতি সমুদ্র ও সিন্ধুর পার্থক্যবোধক শব্দ ব্যবহার, বেদ-রচয়িতা আর্য্যঋষিগণের

সমুদ্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদান করে

(১) অগ্নিং বিশ্বা অভি পৃক্ষঃ সচন্তে সমুদ্রং ন স্রবতঃ সপ্ত যহ্বীঃ।

—ঋঃ ১।৭১।৭

All sacrificial viands wait on Agni as the seven mighty Rivers seek the ocean,

(২) সো অর্ণবো ন নদ্যঃ সমুদ্রিয়ঃ প্রতি গৃভ্ণাতি বিশ্রিতা বরীমভিঃ।
ইন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে বৃষায়তে সনাৎ স যুধ্ম ওজসা পনস্যতে।

—ঋঃ ১।৫৫।২

Like as the watery ocean, so doth he receive the rivers spread on all sides in their ample width,
He bears him like a bull to drink of Soma juice, and will, as Warrior from of old, be praised for might.

সূর্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাং
সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ।
বাতস্যেব প্রজবো নান্যেন
স্তোমো বসিষ্ঠা অন্বেতবে বঃ॥ ঋ : ৭।৩৩।৮

Like the sea's is their unfathomed greatness

(৪) অগ্নিশ্চিদ্ধি স্মাতসে শুশুকানাপো ন দ্বীপং দধতি প্রয়াংসি॥

—ঋ : ১।১৬৯।৩

The Viands hold him as floods hold an island

(৫) অনারম্ভণে তদবীরয়েথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে। যদশ্বিনা উহথুর্ভুজ্যমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্। ঋঃ ১।১১৬।৫

আর্য্যগণ সমুদ্র যাত্রা বিমুখ ছিলেন এই ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ ঐতিহাসিকগণ, এতদিন এক কৃত্রিম গণ্ডীরেখা টানিয়া তাঁহাদের গতির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, এবং আর্য্যগণ, পঞ্চনদ হইতে পূর্ব্বে কামরূপ ও দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত

You wrought that hero exploit in the ocean which giveth no support or hold or station. What time ye carried Bhujju to his dwelling, borne in a ship with hundred oars, o Asvinis.

(৬) এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ।
ন বর্ত্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ কিংযুর্বিপ্রো নদ্যো জোহবীতি॥
ঋঃ ৩।৩৩।৪

We two who rise and swell with billowy waters, move forward to the home which Gods have made us.

(৭) আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরযাবমধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেঙ্খ ঈঙ্খযাবহৈ শুভে কম্॥
ঋঃ ৭।৮৮।৩

When we ride over ridges of the waters—will swing in that swing and there be happy,

(৮) উর্ম্মিন নাবমা বধীৎ॥ ঋঃ ৮।৭৫।৯

As billows smite a ship,

(৯) যত্তে সমুদ্রমর্ণবং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥ ঋঃ ১০।৫৮।৫

As a ship through billows so through regions of air, with blessings, through all toils and troubles.

কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাই ভারত ইতিহাসের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু ইহা তাঁহাদের অগ্রসর গতির এক অংশ মাত্র; মণিপুরের পর্ব্বত মালা অথবা সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশি তাঁহাদিগের গতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই।

(১০) সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।
সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ॥ ঋঃ ৮।৬৪

Before his hot displeasures all the peoples, all the men, bow down,
As rivers bow them to the Sea.

(১১) ঋঃ ১০।৬৫।১১

পাবীরবী তন্যতুরেকপাদজো দিবো ধর্ত্তা সিন্ধুরাপঃ সমুদ্রিয়ঃ
বিশ্বে দেবাসঃ শৃণবন্বচাংসি মে সরস্বতী সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা॥

Thunder, the lightning's daughter, Aja Ekapada, heaven's bearer, Sindhu and the water of the sea,
Hear all the gods my words, Saraswati give ear together with Purandhi and with holy thought

(১২) ঋঃ ১০।৬৬।১১

সমুদ্রঃ সিন্ধু রজো অন্তরিক্ষমজ একপাত্তনয়িত্নুরর্ণবঃ।
অহির্বুধ্ন্যঃ শৃণবদ্বচাংসি মে বিশ্বে দেবাস উত সূরয়ো মম॥

Sindhu, the Sea, the region and the firmament the thunder and the ocean, Aja Ekapada.
The dragon of the deep, shall listen to my words and all the deities.

ভারত হইতে দূরে অবস্থিত ইণ্ডো-চীন, ফার্দার ইণ্ডিয়া ইণ্ডোনেসীয়া প্রভৃতি এখনও নামের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের সহিত আপনাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও স্মৃতি অব্যাহত রাখিয়াছে। যাঁহারা যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, প্রাচীন চম্পা কাম্বোজ ও শ্যাম প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে এই সমুদয় দেশের প্রত্ন সম্পদ প্রত্যক্ষ করিলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এক নূতন দিক আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যবদ্বীপ অথবা কাম্বোজে যে সমুদয় বিশাল স্তূপ মন্দির প্রভৃতি দেখা যায় তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে এমন কিছু যে প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল এখনও তাহার কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মও যে অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে তাহাও এই সমুদয় দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়। (১) মধ্য এসিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান ইন্দোচীন ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং উদ্যমহীন সমুদ্রলঙ্ঘনবিমুখ শাস্ত্রের নিগড় বন্ধনে বদ্ধ বর্ত্তমান হিন্দুগণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মাজু অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ হইতে সংগৃহীত।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত না হইয়া ভারত ইতিহাসের প্রকৃত তথ্যের সন্ধান লাভ জন্য হিমালয় ও কুমারিকা মধ্যে আবদ্ধ ভূখণ্ড হইতে দূরে বৃহত্তর ভারতের দিকে আমাদিগের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

আর্য সভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ, বহুকাল হইতে, ভূগর্ভ খনন প্রাচীন মুদ্রা, তাম্র শাসন ও ফলক লিপির পাঠোদ্ধার বিভিন্ন দেশীয় প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রভৃতি দ্বারা আর্য্য সভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য নির্ণয়ে প্রয়াস করিয়া আসিতেছেন। এ পর্য্যন্ত একে একে মিশর, গ্রীস্, রোম, মধ্যইউরোপ, নীলনদের বালুকাময় তট, উত্তর মহাসাগরের প্রান্তবর্ত্তী দেশভাগ প্রভৃতি অনেক স্থলকেই তাঁহারা আর্য্যসভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তকেই চরম বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছেন না।

ভারতে ইণ্ডো-জার্ম্মেনীক ভাষার সূত্র অবলম্বনে এক দল ঐতিহাসিক "কার্পেথিয়া" ও নিম্ন-দানীয়ুবের উত্তর ভাগ হইতে মধ্য এশিয়ার আলতাই ও তিয়ান-সিয়ান্ পর্ব্বতমালার পাদমূল, এবং কৃষ্ণ ও কাস্পীয় সাগরের প্রান্তদেশ হইতে দক্ষিণে ককেশীয় পর্ব্বত ও পারস্যের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশভাগকেই গৌরবর্ণ নীলচক্ষু, দীর্ঘাকৃতি, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আর্য্যজাতির আদিম বাসভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে, খৃঃ পূঃ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রলয়ের ঝঞ্ঝা প্রবাহে মধ্য

এসিয়ার সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র সমূহ বিরাট বালুকাময় মরু প্রান্তরে পরিণত হইলে, তথাকার যে সকল পশুপালনশীল আদিম অধিবাসীগণ নব-চারণ-ভূমির সন্ধানে পশ্চিমে এসিয়া মাইনর, মিশর, বাবিরুষ, মেসোপোটামিয়া ও পূর্ব্ব-দিকে বক্ত্রিয়া ও ইরান প্রভৃতি দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান ইউরোপ ও ভারতের ইণ্ডো-জার্ম্মেনীক ভাষী জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষ।

যাঁহারা পশ্চিমদিকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন কালে তাঁহাদিগের দ্বারাই, মিশর, বাবিরুষ, গ্রীস্ ও রোমের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সভ্যতা গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহারাই ইতিহাসে ইণ্ডো-ইয়ুরোপীয়ান নামে খ্যাত হইয়াছেন।

যাঁহারা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহারাই বর্ত্তমান পারসীক ও ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষ।

ইঁহারা ইরান প্রদেশে প্রায় পাঁচ সাত শত বৎসর একত্র পাশাপাশি ভাবে বাস করিয়াছিলেন, এবং তথায় বসতিকালে ইঁহাদিগের মধ্যে অগ্নিপূজা, সোমরস পান ও কৃষিকার্য্যের প্রবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। *

খৃঃ পূঃ প্রায় ১৭০০ শতাব্দীতে ইঁহাদিগের এক শাখা এথা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতের সপ্ত সিন্ধু প্রদেশে প্রবেশ-

---

* Life in Ancient India—p. 102

লাভ পূর্ব্বক তথাকার কৃষ্ণকায় অসভ্য আদিম অধিবাসিগণকে পরাভূত করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কালে তাঁহারাই ইতিহাসে "ভারতীয়-আর্য্য নামে পরিচিত হইয়াছেন। (১)

সম্প্রতি সিন্ধুদেশের লারকানা জিলার মরুগর্ভে অবস্থিত মোহেন-জোদরো নামক স্থান খননের ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতার যে সকল নিদর্শনরাশি আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন তাহা ইতিহাসের এই প্রচলিত মতবাদকে খণ্ডিত করিয়া ঐতিহাসিক জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

যাঁহারা এতকাল পর্যন্ত তাম্রযুগের আর্য্যগণকে বন্যাবস্থাপন্ন বর্ব্বর সমান বলিয়া মনে করিতেন তাঁহারা এ সকল দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছেন। (২)

এ সম্বন্ধে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শাল, টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া নামক পত্রে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে "মোহেনজো-দরোর স্তূপ নিম্নে যে মনোরম নগরীর সন্ধান

(১) Ibid—পৃঃ ১০

(২) Before the discovery of Mohenjodaro scholars supposed that Indians were little better than savages in the age of copper.

— High Indian culture' by Mr R. D. Banerjee
A, B. Patrika. 27. 10. '27.

পাওয়া গিয়াছে তাহার নির্ম্মাণকালই অন্যূন পাঁচ হাজার বৎসর।

মোহেন-জোদরোর স্তরের পর স্তর খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটি নগরের ধ্বংসাবশেষের উপর আর একটি করিয়া নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। সকলের উপর যে সমস্ত গৃহ আছে অর্থাৎ এই প্রাচীন নগবগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক নগরের শেষ নিদর্শন এই গৃহগুলিকে, মন্দির ও বসতবাটী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উভয় শ্রেণীর গৃহই ভাটায় পোড়ান অথবা রৌদ্রে শুকান ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিবগুলি উচ্চ স্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত, কক্ষগুলি স্বল্পায়তন এবং পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট—ইহা হইতে অনুমান হয় যে মন্দিরগুলি কয়েক তলে বিভক্ত ছিল।

নগরীর মধ্য হইতে অনেক বসতবাটী খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই সমস্ত বাড়ীতে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার কোন আড়ম্বর নাই, কিন্তু ইহাদের গঠন প্রণালী অতি চমৎকার।

প্রত্যেক বাটীতে কূপ, স্নানাগার, ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাঙ্গন, জল বাহির হইয়া যাইবার নিমিত্ত * পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

* Another feature of special interest in connection with this, is a covered drain over 6 ft in height furnished with a corbetted, vaulted roof by which the water was conducted outside the city.

উক্ত গৃহগুলির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বহুসংখ্যক চিত্রাক্ষর (pictogram), খোদিতশীলমোহর, কতকগুলি চরকা ও সূক্ষ্মভাবে বুনান বস্ত্রখণ্ড, রৌপ্যাধার মধ্যে রক্ষিত অতি সুন্দর ধরণের স্বর্ণ, রৌপ্য ও হস্তিদন্তের মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার, তাম্র ও মাটীর নানারূপ চিত্রিত বাসন, খেলনা, প্রস্তর ও ব্রঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রভৃতি অতি উচ্চ স্তরের সভ্যতার পরিচায়ক গৃহ সজ্জা ও তৈজসপত্রাদির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে, সেই প্রাচীনকালেও জীবন যাপন প্রণালী কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা এই সমুদয় ব্যবস্থা হইতে সহজেই উপলব্ধি হয়।

যে সভ্যতা এরূপ উচ্চাঙ্গের নগর নির্ম্মাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা কোন দেশীয় সভ্যতার অঙ্গ ও এই সভ্যতা যাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহারা কোন জাতীয় লোক এবং কোন সময়ে তাহাদিগের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। স্যার জন মার্শাল কোন দেশ বিশেষকেই এ সভ্যতার উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার মতে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরস্পর সংমিশ্রণের ফলে বহু দেশ লইয়া* এই উচ্চ স্তরের সভ্যতা গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

*"A more reasonable supposition, in the opinion of the writer, is that no one Country can be regarded as the home of this civilisation, but that each and all contributed in varying degrees to the common stock of culture, new

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চিরদিনই ভারত পুরাতত্ত্বের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নানারূপ অলীক মতবাদ পোষণ করিয়া আসিতেছেন, এবং ভূগর্ভ খননে কোথাও কোন পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইলে তাহার মূলানুসন্ধানের যথাযোগ্য আয়োজন না করিয়াই তাহাকে প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম বা বাবিরুষের লুপ্ত সভ্যতার প্রভাবচিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই কারণে অনেক অতি পুরাতন কীর্ত্তি চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলেও, কাল নির্ণয়ের যথাযোগ্য নৈপুণ্যাভাবে সেগুলি অপেক্ষাকৃত অতি অল্পকালের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণ ভারত-পুরাকীর্ত্তির প্রাচীনত্বের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষ একটি অতি বিস্তৃত প্রাচীন দেশ; এ দেশের ন্যায় পরস্পর বিসদৃশ নানা জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণের একত্র সমাবেশ অপর কোন দেশে লক্ষিত হয় না। ইহার স্বভাবতঃ রক্ষণশীল প্রকৃতি অধিবাসিগণ, সহস্র রকম পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত রীতিনীতি, সংস্কার ও সমাজপ্রথা সকল অব্যাহত রাখিয়া ইহার অতীত ইতিহাসকে দুর্জ্ঞেয় রহস্যে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।" (১)

---

ideas being disseminated from one to another not only through the movements "enmasse" of tribes and peoples, but as a result of commercial and other inter course, which was undoubtedly going on almost from time immemorial.

—*Excavations at Mohenjodaro*

(১) মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন ১৩৩৪।

সুতরাং যে সকল গবেষণা সূত্র ও অনুসন্ধান পদ্ধতি সাহায্যে পণ্ডিতগণ ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশীয় সভ্যতার মূলনির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছেন, তদ্দ্বারা, অতীতের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে লুকায়িত ভারত ইতিহাসের রহস্য দ্বারোদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইলে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

বিদেশীয় ইতিহাসের আলোক সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার ধারা নির্ণয়ে প্রয়াসী না হইয়া বেদ সূক্তোক্ত প্রমাণ ও আবহমান কাল হইতে প্রচলিত লোকব্যবহারাদির সাহায্যে এই সকল পুরাকীর্ত্তিসমূহের ব্যাখ্যা করিতে যত্নবান হইলে, আর্য্যসভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রকৃততথ্যের সন্ধান মিলিতে পারে।

সপ্তসিন্ধু প্রদেশের বেদসূক্তোক্ত ভৌগলিক বিবরণ ও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুমান সঠিক হইলে মধ্যএসিয়ার জল নিমগ্ন ভূভাগকে প্রাচীন আর্য্যজাতির আদিম বাসভূমি বলিয়া নিরূপণ করা যায় না, এবং তদ্দেশের আদিম অধিবাসী আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সপ্তসিন্ধু বিজয়ের কাহিনীকেও অলীক ও কল্পনামূলক বলিয়া মনে হয়।

১। ইলায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি।
জাতবেদো নি ধীমহ্যগ্নে হব্যায় বোল্‌হবে ॥ ঋঃ ৩।২৯।৪

In Ila's place we set thee down, upon the central point of Earth.

বেদে, আর্য্যগণের মধ্যএসিয়াবাসের কোন পুরাতন স্মৃতির নিদর্শন, ভারতাগমন পথের বর্ণনা বা বিজেতৃসুলভ যুদ্ধ জয় ঘোষণা প্রভৃতির কোনই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, হিমালয় শিখরে সৃষ্টিকর্ত্তা দক্ষপ্রজাপতির

২। পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।
স্বসার আপো অভি গা উতাসরন্ত্স গ্রাবভির্নসতে বীতে অধ্বরে ॥ ঋঃ ৯।৮২।৩

Parjannya is the father of the mighty bird; on mountain in Earth's centre hath he made his home.

৩। নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবোঽপামূর্মৌ সিন্ধুষ্বন্তরুক্ষিতঃ।
ঋঃ ৯।৭২।৭

Earth's central point, sustainer of the mighty heaven, distilled into the streams, into the waters' wave.

৪। ঋঃ ২।৪১।১৬-১৭
অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি ॥
ত্বে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতায়ূংষি দেব্যাম্।
শুনহোত্রেষু মত্স্ব প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ ॥

Best Mother, best of Rivers, best of Goddesses,
Saraswati

* * * * *

In thee, Saraswati, divine, all generations have their stay

। ঋঃ ৬।৬১।১০-১৪
উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।
সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১০

বাসস্থান নির্দ্দেশ, মুঞ্জবৎ পর্ব্বতে ইন্দ্রের জন্ম ও সোমের উৎপত্তি, পুণ্যতোয়া সরস্বতীর প্রতি আর্য্যগণের সন্তানোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও আকর্ষণাতিশয্য দর্শনে সরস্বতী-তীরবর্ত্তী ব্রহ্মর্ষি দেশকেই আর্য্য সভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরিক্ষম্।
সরস্বতী নিদস্পাতু॥ ১১
ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চ জাতা বর্ধয়ন্তী।
বাজে বাজে হব্যা ভূৎ ॥ ১২
প্র যা মহিম্না মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভিরন্যা অপসামপস্তমা।
রথ ইব বৃহতী বিভ্বনে কৃতোপস্তুত্যা চিকিতুষা সরস্বতী ॥ ১৩
সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপ স্ফরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্।
জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎ ক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম ॥

Yea, she most dear amid dear streams seven-
sistered, graciously inclined,
Saraswati hath earned our praise (10)
Guard us from hate Saraswati, she who hath
filled the realms of earth,
And that wide tract, the firmament ! (11)
Seven sistered, sprung from three fold source,
the Five tribes' prosperer must be
Invoked in every deed of might (12)
Marked out by majesty among the Mighty ones,
in glory swifter than the other rapid Streams
Created vast for Victory like a chariot,
Saraswati must be extolled by every sage (13)

কোন কোন ঐতিহাসিক প্রাচীন আর্য্যগণকে শ্বেত সমুদ্র তীরের আদিম অধিবাসী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্বেত সমুদ্রতীর ও সপ্তসিন্ধু প্রদেশ এতদুভয়ের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ মধ্য এসিয়া সাগরের অস্তিত্ব এবং বর্ব্বরাবস্থাপন্ন আর্য্যগণের সমুদ্র-লঙ্ঘনোপযোগী বুদ্ধি ও ক্ষমতা ভাব প্রভৃতির বিষয় চিন্তাকরিলে ঐতিহাসিকগণের এ মতবাদকে অমূলক বলিয়া জ্ঞান হয়।

বিশেষতঃ ঋগ্বেদ সূক্তের কোনও স্থলে মেরুপ্রদেশ সুলভ সুদীর্ঘ নিশা বা দিবাভাগের (long polar night or long polar day) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

উত্তর মেরু প্রদেশে সংবৎসর মধ্যে সূর্য্য কেবল সাত মাস কাল আকাশমার্গে উদিত হন্ এবং ঋগ্বেদ সূক্তে সপ্ত সূর্য্যের উল্লেখ হেতু অনেকে অনুমান করেন যে বেদ

Guide us Saraswati, to glorious treasure :
refuse us not thy milk nor spurn us from thee
Gladly accept our friendship and obedience .
let us not go from thee to distant countries (14)

২৬। ঋঃ ১০।৬৪।৯

সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।
দেবীরাপো মাতরঃ সূদয়িত্ন্বো ঘৃতবৎপয়ো মধুমন্নো অর্চত॥

Sindhu, Saraswati and Saraju with wave
Ye Goddess Floods, ye Mothers, animating all,
promise us water rich in fatness and in balm

রচয়িতা ঋষিগণ সেই সপ্ত মাসের সূর্য্যকেই সপ্তসূর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু দিনকরের দৈনন্দিন উদয়াস্ত লক্ষ্য করিয়াই যে আর্য্য ঋষিগণ সূর্য্যের "মার্ত্তণ্ড" নামকরণ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে সপ্তসূর্য্যকে সপ্তমাসকাল পরিদৃশ্যমান মেরুসূর্য্য বলিয়া মনে হয় না।

পক্ষান্তরে তাঁহারা সপ্ত আদিত্যকে, সপ্ত লোকের অধীশ্বর বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন এরূপ প্রত্যয় হয়। ১

ঋগ্বেদসূক্তে শরৎ ও হিম, বসন্ত শরৎ ও হিম, এবং বসন্ত গ্রীষ্ম শরৎ ও হিম প্রভৃতি যথা ক্রমে দুই, তিন, চারি, ঋতুর উল্লেখ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা আর্য্যগণের মেরু সুমেরু ও হিমালয় প্রদেশবাসের পরিচয় প্রদান করে।

---

(১) Rig-Vedic India.

২। অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতির্যে জাতাস্তন্বস্পরি।
দেবাঁ উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্ত্তাণ্ডমাস্যৎ॥
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপ প্রৈৎপূর্ব্যং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্ত্তাণ্ড মাভরৎ॥ ঋ ১০।৭২।৮-৯

অদিতি হইতে যে আটটি দীপ্তদেহ পুত্র জন্মিয়াছে (তাহার) ৭টি জ্যোতিষ্ক গ্রহ সমীপ (নিকট) হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। মার্ত্তণ্ড প্রাধান্য লাভ করিয়া সেই স্থানেই থাকিলেন।

পূর্ব্ব যুগে অর্থাৎ প্রথমযুগে অদিতি সাত জন পুত্রকে (গ্রহকে) দূরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর জন্য অর্থাৎ দিবা রাত্রি সংঘটন জন্য মার্ত্তণ্ডকে ধারণ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের মতে, আর্য্যগণ মেরু প্রদেশে বাস কালে দুইটি মাত্র ঋতু গণনা করিতেন। তথায় সূর্য্যের বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিতি কালে ছয়মাস কাল দিন এবং নিম্নে অবস্থিতি কালে ছয়মাস কাল রাত্রি হইত, এবং এই দিন ও রাত্রি অনুসারেই শরৎ বা হিম ঋতু গণিত হইত।

এইরূপ ভাবে তাঁহারা সুমেরু প্রদেশে বাস কালে তিনটি, ও প্লাবনের পর হিমালয় প্রদেশে আগমনের পর চারি ঋতু গণনা করিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহাদিগের বিশ্বাস।

ঋঃ ১।১৬৪।২

সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ॥

অর্থাৎ সূর্য্যের একচক্র (এক বৎসর) রথে সপ্ত অশ্ব (সাত দিন) যোজিত হইযাছে, এক অশ্বই সপ্ত নামে (সাত বারের নাম) রথ বহন করিতেছে। চক্রের তিন নাভি (তিন ঋতু) উহা কখনও শিথিল হয় না, কখনও জীর্ণ হয় না, এবং সমস্ত জগৎ ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।

(১) ঋ ১০।৯।০।৬

"যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥"

যখন হব্যরূপ দেবতাগণের দ্বারা পুরুষ কর্তৃক যজ্ঞ আরম্ভিত হইল, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল। (এখানে বসন্ত, শরৎ ও হিম ব্যতীত গ্রীষ্ম একটি চতুর্থ ঋতুর নূতনোল্লেখ দৃষ্ট হয়)।

ভারতে আর্য্যোপনিবেশ ও সপ্তসিন্ধুর ভৌগলিক বিবরণ সম্বন্ধে এতৎ পূর্ব্বে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তদ্বিবেচনায় এ ঋতু বর্ণনাকে আর্য্যগণের মেরু ও সুমেরুবাসের অবিসম্বাদিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

(২) ঋঃ ১।১৬৪।১২

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতি দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণং।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষলর আহুরর্পিতম্ ॥

অর্থাৎ পঞ্চ ঋতু ও দ্বাদশাকৃতি (১২ মাস) আদিত্য যখন (দিবাভাগে) দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধে (আকাশে) থাকে তখন কেহ কেহ তাঁহাকে "পুরীষি" (পূর্ণভাবে গমনশীল বলে।

যখন রাত্রি কালে ছয় ঋতু ও সাতদিন বিশিষ্ট দীপ্তিমান (আদিত্য) পৃথিবীর নিম্নার্দ্ধে (অর্থাৎ আমাদিগের বিপরীত দিকে) থাকে, তখন তাঁহাকে কেহ কেহ (আমাদের পক্ষে) আবৃত বলে। অর্থাৎ প্রকাশিত হইলেই দিবা এবং আবৃত হইলেই রাত্রি।

(৩) ঋ ১।১৬৪.১৫

"সাকঞ্জানাং সপ্তথমাহুরেকজং ষলিদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ॥
অর্থাৎ (আদিত্যের) সহজন্মা (ঋতুগণের মধ্যে সপ্তম কেবল একক ; অন্য ছয় (ঋতু) যুগ্ম, গমনশীল ও দেব হইতে উৎপন্ন। এই (ঋতুগণ) সকলের ইষ্ট, স্থানভেদে পৃথক পৃথক স্থাপিত এবং রূপভেদে বিবিধ আকৃতি বিশিষ্ট। উহারা আপনার অধিষ্ঠাতার জন্য পুনঃ পুনঃ ঘুরিতেছে

বেদে ঋষিগণের শতবর্ষ পরমায়ু লাভের নিমিত্ত পূর্ব্বে "শতহিমাঃ" ও পরে "শতমিন্নু শরদো" বলিয়া দেবগণোদ্দেশে প্রার্থনা, এবং ছ' হইতে ক্রমে ক্রমে সপ্ত ঋতুর উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে নৈসর্গিক কারণে ধরাপৃষ্ঠ হইতে সমুদ্রাদির ক্রম তিরোধানহেতু বৃষ্টির অপ্রাচুর্য্য ও শৈত্য হ্রাস ঘটায় আর্য্যগণের ঋতুসম্বন্ধে সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

উত্তরমেরু প্রদেশকে আর্য্যসভ্যতার আদি উদ্ভব ক্ষেত্র বলিয়া সপ্রমাণিত করিবার নিমিত্ত, তাঁহারা, পারসীক জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দাভেস্তায় আর্য্য জাতির এক শাখা বিশেষের মেরুবাসের বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন।

"বাস্তবিক পক্ষে প্রবল তুষার পাতে আর্য্যন্মবেজো ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে "যিমো" মধ্য তুষার যুগে (Inter glacial Period) মেরু প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ সূক্তে এ ঘটনার উল্লেখাভাব হইতে অনুমান হয় যে ইহা কোন ও পরবর্ত্তী কালে সংঘটিত হইয়াছিল।"

(১) বি-দ্বেষাংসীনুহি বর্ধয়েলাং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ
—ঋঃ ৬।১০।৭

May we be glad a hundred winters with brave sons.

(২) শতমিন্নু শরদো অন্তিদেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম।
— ঋঃ ১।৮৯।৮

A hundred autumns stand before us, Oye Gods, within whose space ye bring out bodies to decay.

*Rig-Vedic India.

যাহা হউক, বহুকাল পরে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি ভারতের উপর পতিত হইয়াছে, এবং দূর ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধান ও গবেষণা যে প্রাচীন ভারত ভূমিকেই আর্য্যসভ্যতার আদি উদ্ভব ক্ষেত্র বলিয়া নির্ণয় করিবে ইহা আশা করা যাইতে পারে।

আর্য্য সভ্যতার ক্রম বিকাশ

ঋগ্বেদের ৮।১০।১১৪ ঋক্ এ "প্রজাঃতিস্রো অত্যায়মীয়ুর্ন্যন্যা,
অর্ক মভিতো বিবিশ্রে '

অর্থাৎ "ধরা পৃষ্ঠে মানব একে একে তিনবার জন্ম গ্রহণ করিয়া ধ্বংস মুখে পতিত হইয়াছিল, এবং চতুর্থ বারের সৃষ্টিই সূর্য্যালোক দর্শনে সমর্থ হইয়াছিল". এ বর্ণনা ব্যতীত লোকসম্ভব বিষয়ে বেদে আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে, আদিম মানব কোন সময়ে জগতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, এবং জন্মের পর তাঁহার কতকাল কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য।

পুরাণাদি হইতে অবগত হওয়া যায় যে পৃথিবী মঘা নক্ষত্রে ভ্রমণ কালে প্রথম "অনুগ্রহ" সৃষ্টি হইয়াছিল। অর্থাৎ পূর্ব্ব সৃষ্ট জীবগণের অনুরূপ অথচ হস্ত দ্বারা গ্রাস গ্রহণ করিতে সক্ষম এইরূপ পশু ও মনুষ্য এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী আকৃতিবিশিষ্ট জীব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মানবের প্রথম সংস্করণ এই কৃষ্ণবর্ণ বিরললোমা জীবই "নরসিংহ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইহার পর কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও সর্ব্বশেষে শ্বেতবর্ণ

মনুষ্য সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রথম শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের নাম "ব্রহ্মা এবং ইনিই পৌরাণিক মতের "কৌমার সৃষ্টি।

ইঁহার অপর নাম স্বয়ম্ভূমনু। কথিত আছে যে ইনি আপনার দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশে স্ত্রী এবং অর্দ্ধাংশে পুরুষ হইয়াছিলেন। (১)

বাইবেলেও এইরূপ ভাবে পুরুষের্ পঞ্জরাস্থি দ্বারা প্রথম নারী সৃজনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্ভবতঃ পৃথিবীর সকল পৌরাণিক ইতিহাসে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ও তাঁহার দেহভাগ হইতে উৎপন্ন "গায়ত্রী" দেবীকেই "আদম ও ইভ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (২)

স্বয়ম্ভূ মনুর পুত্র স্বয়ম্ভুব, এবং তৎপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু। এই স্বায়ম্ভুব মনুর সহিত কন্যা শতরূপার প্রথম বিবাহ হইয়াছিল এবং ইঁহারাই পৃথিবীতে প্রথম বিবাহিত দম্পতি।

১। "দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥" ৩২।১ অঃ মনু
"দেহার্দ্ধসম্ভূতা গায়ত্রী"—মৎস্যপুরাণ, ২৪ শ্লোঃ।

(২) And the Lord God said "It is not good that the man should be alone, I will make him a help mate for him.

And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept; and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof.

And the rib which the Lord God has taken from man, made he a woman and brought her unto the man.

(পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব)

এতদিন কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন, এবং এই সময় হইতেই বিবাহ পদ্ধতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

"এই কন্যা প্রথম তরণীতে আরোহণ করিয়া সংসার সমুদ্রে ভাসিয়া পুরুষের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার এক হস্তে ধান্যের শীষ ও অপর হস্তে অগ্নি। ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগে রন্ধন করতঃ সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য, ইহা এই সময় হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।" ইঁহাদের বংশধরগণই আর্য্যমানব নামে খ্যাত হইয়াছেন। কথিত আছে যে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর বৈবস্বতমনুর আবির্ভাব কালে পৃথিবীতে ভীষণ হিমাশিলাপাত ও জলপ্লাবনাদি ঘটিয়া স্থানে স্থানে জীবজন্তু সমুহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

বন্যার প্রকোপে বৈবস্বত মনু হিমালয় পর্ব্বতে গমন-করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং জল-শুষ্ক হইয়া গেলে ইনিই যজ্ঞ দ্বারা নূতন প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব।

১। চতুর্দ্দশ মনু—স্বয়ম্ভুব, স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, আমন, বৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি, ইন্দ্র সাবর্ণি।

২। কেহ কেহ বলেন "সাবর্ণিমনু বন্যায় ভাসিয়া সপরিবারে আরারট পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইনিই পাশ্চাত্য পৌরাণিক ইতিহাসের "নোয়া"।

জগতে মনুষ্যসৃষ্টি ও আদিম মানব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বেদ রচয়িতা বা পুরাণকার গণের কাহারও ছিল না, সুতরাং বেদ ও পুরাণ সমূহে এ সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কিরূপ ভাবে তাঁহাদিগের গোচরীভূত হইয়াছিল তাহা তাঁহারাই শুধু অবগত আছেন। কিন্তু, যাহা-হউক আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়া বহু সহস্র সহস্র বৎসর বন্যাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তৎকালে নিরন্তর ছুটাছুটী, বৃক্ষাদিরোহণ প্রভৃতি কার্য্যে হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের সঞ্চালন দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের আকৃতি ও মস্তিস্কের গঠন উন্নততর হইতেছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সম্ভবতঃ সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় স্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূল ও নির্ঝরিণীর সুশীতলবারি তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণে সমর্থ হইত এবং গিরিগুহা ও মুক্ত কান্তার তাঁহাদিগের বিশ্রাম স্থল ছিল কিন্তু পরে সাময়িক খাদ্যাভাব তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ আমিষ ভোজন ও আমিষার্থে বৃক্ষশাখা প্রস্তর প্রভৃতি সাহায্যে পশু-বধে অভ্যস্ত করিয়াছিল।

ঐতিহাসিকগণ বোধহয় মানবজাতির এই অবস্থাকে প্রত্ন পাষাণ যুগ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

কালক্রমে স্বভাবের নিয়মে তাঁহারা আকৃতি প্রকৃতি ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় আরও অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। বংশবৃদ্ধি সহকারে, পরস্পর মনোভাব প্রকাশ ও বস্তুসমূহের নামকরণ জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে

ভাষার উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, এবং বিবিধ তত্ত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণার্থ চিত্রলিপি সকল সৃজিত হইয়াছিল।

বিবিধ প্রকারের পক্ষী, পশু ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অনুকরণে চিত্রাক্ষর সমূহ চিত্রিত হইত।

আমাদের নক্ষত্র ও রাশিচিত্রই প্রাচীন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত চিত্রাক্ষরের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ইয়ুরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের প্রাচীন গিরিগুহা মধ্যে প্রাপ্ত কঙ্কাল ও নিদর্শনাদি হইতে পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে তদ্দেশে দ্বিতীয় প্রত্ন পাষাণযুগের মনুষ্যগণ শিকারজীবি ছিলেন। মামথ হরিণ, বন্যমহিষ এবং অশ্ব-মাংস, তাঁহাদিগের প্রধান খাদ্য ছিল এবং তখনও তাঁহারা পশু পালনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন না।

শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, লাল প্রভৃতি রং দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগের দেহ রঞ্জিত করিতেন। মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহও ঐরূপ ভাবে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আহার্য্য, অস্ত্র ও অলঙ্কারাদি সহ সমাধি মধ্যে স্থাপন করা হইত।

ঐ যুগের লোকের শিল্প প্রিয়তারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হাড়ের উপর ও গিরিগুহার দেয়ালে তাঁহাদিগের দ্বারা অঙ্কিত অশ্ব ও মৃগাদির আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই কালের যে সকল অস্ত্র-শস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি প্রস্তর ও অস্থি নির্ম্মিত হইলেও বহু প্রকারের ও

প্রথম প্রত্ন-পাষাণ যুগের অস্ত্রাদি অপেক্ষা চিক্কণ, ধারাল ও হাল্কা।

খাদ্যাভাব বশতঃ এ যুগের মানবগণ মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত নানা কৌশল অবলম্বন করিতেন। অস্থি নির্ম্মিত সূচিকার সাহায্যে স্ত্রীলোকগণ চর্ম্ম খণ্ড সেলাই করিয়া শীত বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন এবং হস্তিদন্তের অগ্রভাগ দ্বারা উহার উপর ছাপ দিয়া রঞ্জিত করিতেন।

মনুষ্য সভ্যতার ক্রম বিকাশের ইহাই স্বাভাবিক রীতি কিনা এবং ভারতীয় সভ্যতার দ্বিতীয় প্রত্ন-পাষাণ যুগে, আর্য্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ ঠিক এই অবস্থায় উপনীত হইয়া ছিলেন কিনা, তাহা সম্পূর্ণ অবগত হওয়া না গেলেও ইহা নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে এইরূপ ভাবেই তাঁহারা মানব সুলভ ধর্ম্ম ও প্রকৃতির গুণে, দৈনন্দিন আহার্য্য সংস্থান ও অভাব পূরণের মধ্য দিয়াই নানারূপ আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে করিতে বন্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ সভ্যতার সোপানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন।

এ সময়ে তাঁহাদিগের দৈহিক আকৃতি ও মনোবৃত্তি সমূহেরও অতিদ্রুত পরিবর্ত্তন ও পুষ্টিসাধন হইতেছিল। কতকগুলি ভাব, অভ্যাস ও প্রবৃত্তির অধীন জীব বিশেষ হইতে তাঁহারা সভ্যতার সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী লঙ্ঘন করিতে করিতে কত সহস্র সহস্র যুগ পরে বেদ বর্ণিত সভ্যতার

---

* মানসী ও মর্ম্মবাণী ফাল্গুন ১৩৩২ (আদিম মানব)

সুউচ্চস্তরে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু, পুং স্ত্রীর প্রাণীসুলভ স্বাভাবিক আকর্ষণ ও যৌন মিলনাকাঙ্ক্ষা যে আর্য্য নরনারীকে বন্যাবস্থায় স্ত্রী পুরুষ রূপে বাস করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে তাঁহারা যে ক্রমশঃ গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তাহা স্পষ্ট অনুমান হয়।

উন্নততর অবস্থা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অস্থি ও প্রস্তর হইতে অস্ত্রনির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তদ্বারা আত্মরক্ষা ও পশু শিকার করিতেন।

বেদে, দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ, ও প্রস্তর, লৌহ, ও স্বর্ণ নির্ম্মিত বজ্রের উল্লেখ অস্ত্রনির্ম্মাণ বিষয়ে আর্য্যগণের ক্রমোন্নতির পরিচয় সহ তাঁহাদিগের প্রাচীন প্রহরণ সমূহেরও বিবরণ প্রদান করে।

* ইন্দ্র দধীচির অস্থি নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রগণকে নয়গুণ নব্বই বার বধ করিয়াছিলেন।

(ঋঃ ১।৮৪।১৩)

১। ঋঃ ৭।১০৪।৫

"ইন্দ্রাসোমা বর্ত্তয়তং দিবস্পর্যগ্নি—তপ্তেভি র্যুবমশ্মহন্মভিঃ।

Indra and Soma, cast ye downward out of heaven your deadly darts of stone burning withe fiery flame.

২। ঋঃ ৫।৩১।৫

"ত্বং তমিন্দ্র মর্ত্তামমিত্রয়ন্তমদ্রিবঃ।
সর্ব্বরথা শতক্রতো নি যাহি শবসস্পতে॥

বেদসূক্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে ছাগকে পোষ মানাইয়াছিলেন, ইন্দ্র অশ্বকে বাহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং গর্দ্দভ, হরিণ, মহিষ,গো, কুক্কুর প্রভৃতিকে তাঁহারা গৃহ পালিত পশুরূপে পালন

O. Sata Kratu, Lord of strength, O Indra, Caster of the stone With all thy Chariot's force assail the man who shows himself thy foe.

৩। ঋঃ ৫।৩৯।১

"যদিন্দ্র চিত্র মেহনাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।

Stone darting Indra, Wondrous One, what wealth is richly given from three.

৪। ঋঃ ৬।৬।৫

"অধ জিহ্বা প্রাপতীতি প্র বৃষেণা গোষুয়ুধো নাশনিঃ সৃজানা।

Forth darts the Bull's tongue like the sharp stone weapon, discharged by him who fights to win the Cattle.

৫। ঋঃ ১০।৯৬।৮

"সো অস্য বজ্রো হরিতো য আযসো হরির্নিকামো
হরিরা গভস্ত্যোঃ।

Indra's Vajra made of iron, goldhued, goldcoloured very dear and yellow in his arms.

৬। ঋঃ ৮।৯৬।৩

ইন্দ্রস্য বজ্র আয়সো নিমিশ্ল ইন্দ্রস্য বাহ্বোর্ভূয়িষ্ঠমোজঃ।

The mightiest force is Indra's bolt of iron when firmly grasped in both the arms of Indra. R. V. 8-85-3.

করিতেন। দুর্দ্দিনে আহার্য্য সংস্থানের চিন্তাই পশুবধ তৎপর তাঁহাদিগকে পশু পালনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছিল এবং পালিত পশুগণের নিমিত্ত তৃণ শষ্পাদি পরিপূর্ণ নব নব চারণভূমির সন্ধানে তাঁহারা যাযাবর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যাযাবর অবস্থায় তাঁহাদিগের কত কাল অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা সুকঠিন, কারণ আজ পর্য্যন্তও ভারতে এরূপ অনেক জাতির সাক্ষাৎ লাভ করা

১। "এষ ছাগঃ পুরো অশ্বেন বাজিনা পূষ্ণো ভাগো নীয়তে বিশ্বদেব্যঃ।" ঋঃ ১।১৬২।৩

Dear to all gods, this goat, the share of Pushan is, the first led forward with vigorous Courser.

২। ঋঃ ১।১৬৩।২

"যমেন দত্তং ত্রিত এনমাযুনগিন্দ্র এণং প্রথমো অধ্যতিষ্ঠৎ"

"Indra mounted horse first of all.

ঋঃ ৯।৭৮।৫ "জহি শত্রুমন্তিকে দূরকে চ য
উর্ব্বীং গব্যূতিমভয়ঞ্চ নস্কৃধি"।

Slay thou the enemy both near and far away grant us security and ample pasturage.

ঋঃ ৯।৮২।৮ "পবমানো অভ্যর্ষা সুবীর্য্যমুর্ব্বীং গব্যূতি মহি
শর্ম্মসপ্রথঃ।

While thou art purified pour on us hero strength, great farextended shelter, spacious pasturage.

যায় যাহারা পশুর পৃষ্ঠে সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি চাপাইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, এবং গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার ধারা ও শীতের হিম অগ্রাহ্য করিয়া বার মাস বৃক্ষতলে কাটাইয়া দেয়।

সতত ভ্রমণ ও বসবাসের স্থায়িত্বহীনতাবশতঃ গর্ভিণীর ও শিশুগণের কষ্ট, অথবা রোপিত বৃক্ষ ও শস্যাদির ফল ভোগের প্রবৃত্তি, এই নিরন্তর সঞ্চরণশীল মানবগুলির কিয়দংশকে যাযাবর স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া একস্থানে স্থায়ীভাবে বাস ও কৃষিকার্য্য অবলম্বনে বাধ্য করিয়াছিল।

উন্নততর কৃষক অবস্থা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসমূহ গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং স্ত্রী পুরুষের যৌন সম্বন্ধও অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মানব সভ্যতার আদিম অবস্থায় যৌন সম্বন্ধ সীমাবদ্ধ ছিল না, কিন্তু তৎকালে কৃষীজীবি অর্য্যগণ সমাজবদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথার সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং পরিবার গঠনেরও প্রাথমিক অবস্থা দেখা দিয়াছিল।

কালে যৌন সম্বন্ধ সামাজিক ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ পরিবার সমূহ উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল।

আর্য্যগণের পশু পালন প্রবৃত্তিকেই তাঁহাদিগের বাহ্যিক ও মানসিক উভয়বিধ সভ্যতার ক্রমবিকাশের অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে।

আহার সংগ্রহের উদ্দেশ্য ও প্রিয়দর্শন পশুশাবকগণের সহিত ক্রীড়ার আকাঙ্খা হইতে পশুপালন প্রবৃত্তি জন্ম লাভ করিয়াছিল, এবং এই পশু পালন অনুরোধেই তাঁহারা ক্রমশঃ শিকারজীবি বন্যাবস্থাপন্ন অসভ্য বর্ব্বর হইতে সঙ্ঘবদ্ধ সুসভ্য কৃষকে পরিণত হইয়াছিলেন।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে, দাবানলের বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা, বাড়বানলের ভীষণ আকৃতি ও আকাশ-মণ্ডলে বিজলীর খেলা বিস্ময়বিমুগ্ধ আর্য্য ঋষির অন্তরে স্বর্গ মর্ত্ত ও অন্তরীক্ষে বিরাজমান এক অগ্নি-রূপী দেবতার পরিকল্পনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

(১) ঋঃ ১।৯৪।১০ "আদিব্বসি বনিনো ধূমকেতুনাগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব"।

"Thou with smoke bannered flame attackest forest trees, Let us not in thy friendship, Agni, suffer harm.

(২) ঋঃ ১।৯৫।৫ "আবিষ্টয়ো বর্দ্ধতে চারুরাসু জিহ্মানামূর্দ্ধ্বঃ স্বযশা উপস্থে।

Visible, fair, he grows in native brightness uplifted in the lap of waving waters.

(৩) ঋঃ ৮।৭১।১২ অগ্নিং বো দেবযজ্যয়াগ্নিং প্রযত্যধ্বরে। অগ্নিং ধীষু প্রথমমগ্নিমর্ব্বত্যগ্নিং ক্ষৈত্রায় সাধসে॥

Agni, the first in Songs, first with warrior steed ; Agni to win the land for us. R. V. 8.60.12.

নবোদিত সূর্য্যের বালারুণ ছবিও আর্য্য ঋষিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং তিনি সেই তেজোময় মূর্ত্তিকে "মিত্র দেবতা" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে কৃষিজীবি আর্য্যগণ, ভূমিকর্ষণ, শস্যবপন প্রভৃতি কার্য্যে সাময়িক বৃষ্টিপাতের উপকারিতা * লক্ষ্য করিয়া বারি-রোধকারী মেঘ হন্তাকে এক বিরাট শক্তিমান্ পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। আকাশ মার্গে এই মেঘরূপী অহি হন্তার আবিষ্কার, মিত্র, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতির পরিকল্পনাকে ম্লান

(৪) ঋঃ ৮।৩৯।১০ "ত্বং নো অগ্ন আয়ুষু ত্বং দেবেষু পূর্ব্য বস্ব এক ইরজ্যসি।

Agni, Thou art first among the gods.

(৫) ঋঃ ১।৯৫।৩

ত্রীণি জানা পরি ভূষন্ত্যস্য সমুদ্র একং দিব্যেকমপ্সু।
পূর্বামনু প্র দিশং পার্থিবানামৃতূন্প্রশাসদ্বি দধাবনুষ্ঠু ॥

সমুদ্রে বাড়বানলের জন্ম, আকাশে সূর্য্যরূপ অগ্নির জন্ম এবং অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপ অগ্নির জন্ম। দিক ও কালের স্বভাবতঃ কোন ভেদ নাই, পূর্ব্বাদি দিকনির্ণয়, এবং বসন্তাদি কাল নির্ণয় সূর্য্যের গতি দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ সূর্য্যই দিক ও কালভেদের কর্ত্তা।

১। ঋঃ ৯।৯৭।১৭

* "বৃষ্টিং নো অর্ষ দিব্যাং জিগত্নুমিলাবতীং শংগয়ীং জীরদানুম্।
স্তুকেব বীতা ধন্বা বিচিন্বন্বন্ধূঁরিমাঁ অবরাঁ ইন্দো বায়ূন ॥

'Pour on us rain celestial quickly streaming, refreshing fraught with health and ready bounty.

করিয়া এই * অমিত শক্তি সম্পন্ন পুরুষ দেবতা ইন্দ্রকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছিল। যাঁহারা তখনও কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন না তাঁহারা ইন্দ্র পরিকল্পনার কোন তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কৃষিজীবী আর্য্যগণেব অগ্নি-ইন্দ্রপূজার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কালে ইহা লইয়াই উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বিগ্রহের সূচনা হইয়াছিল। একদিকে ইহাবা যেমন অগ্নি ইন্দ্র উপাসকগণের সেঁচপ্রণালীব বাঁধ কর্ত্তন, গোধন অপহরণ, শস্য নষ্ট ও যজ্ঞ কার্য্যে বাধা উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, অপর পক্ষে তাঁহারাও ইহাদিগকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা, বধ ও উৎপীড়ন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

২। ঋঃ ৬।১৭।৮

"অধ ত্বা বিশ্বে পুব ইন্দ্র দেবা একং তবসং দধিরে ভরায়।
অদেবো যদভ্যৌহিষ্ট দেবাস্তস্বর্ষাতা বৃণত ইন্দ্রমত্র ॥

Yes Indra, all gods installed thee, their one strong Champion. Indra, even the earlier deities submit their powers to thy supreme divine dominion.

৩। ঋঃ ৭।৮২।২

সম্রাালন্য স্বরালন্য উচ্যতে বাং মহান্তাবিন্দ্রাবরুণা মহাবসূ।
বিশ্বেদেবাসঃ পরমে ব্যোমিনি সং বামোজো বৃষণা সং বলং দধুঃ ॥

All gods, in the most lofty region of the air, have, O Ye steers, combined all powers and might in you (Indra).

ফলতঃ এই ধর্ম্ম বিরোধ যে উভয় পক্ষেরই ধনপ্রাণ বিশেষ বিপন্ন ও জীবন অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল তাহা মুদ্গলানীর স্বামীসহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে রথ-চালনার বর্ণনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।*

অগ্নিইন্দ্র উপাসকগণ, এই দারুণ অশান্তি ও বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত্ত মন্ত্র রচনা করিয়া দেবগণের নিকট আয়ুঃ, যশ, বল, স্বাস্থ্য, সিদ্ধি, পুত্র প্রভৃতি প্রার্থনা করিতেন, এবং এই সকল মন্ত্রই পরবর্ত্তীকালে "বেদ, নামে পরিচিত হইয়াছে। বেদ রচনার পূর্ব্বে অপর কিছু রচিত হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না। কিন্তু বেদ, মন্ত্রই যে আর্য্যঋষিগণের মন্ত্র রচনায় প্রথম প্রয়াস তাহা কখনই বিশ্বাস্য হইতে পারে না। যাহা হউক, এই বেদমন্ত্র সমূহে সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা যে সকল কথা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে অভিব্যক্ত দেখিতে পাই তাহাই তৎকালীন আর্য্যগণের পরিচয়।

*১। ঋ ১০।১০২।৬ ছুধেমুর্ক্তস্ত দ্রবতঃ সহানস
ঋচ্ছন্তি স্মা নিষ্পদো মুদ্গলানীম্ ॥

The charioteer in fight was Mudgalani; she, Indra's dart, heaped up the prize of battle.

ঋগ্বেদের দস্যু ও আর্য্য।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে, সপ্তসিন্ধু প্রদেশের যে সকল কৃষ্ণকায় বর্ব্বর আদিম-অধিবাসিগণ, মধ্য এসিয়াগত আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের হস্তে পরাভূত হইয়া পর্ব্বতকন্দরে ও গভীর অরণ্য প্রদেশে পলায়ন অথবা যুদ্ধে ধৃত হইয়া তাঁহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারাই ঋগ্বেদে ঘৃণিত "দস্যু" বা "দাস" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।

কিন্তু "দস্যুগণ" সম্বন্ধে ঋগ্বেদ সূক্তে যে বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহারাও "ধনরত্ন পরিপূর্ণ, বথাশ্বগবাদিযুক্ত, শত তোরণদ্বার বিশিষ্ট নগর সমূহে বাস করিতেন এবং স্বর্ণরত্ন মণ্ডিত বহুমূল্য পরিচ্ছদে দেহ সজ্জা করিয়া ও আর্য্যগণের অনুরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন।

তাঁহাদিগের দেবতাগণ, আর্য্যদেবগণের ন্যায়, স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্ম্মিত দুর্গসমূহে বাস করিতেন, এবং তাঁহারা তদুদ্দেশে পশুবধ করিয়া নিহত পশুর রুধির ধারায় অগ্নিহীন মৃদ্‌বেদী প্লাবিত করিতেন।

---

* ১৩৩২ সালের ফাল্গুন সংখ্যা মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকায় মৎ-লিখিত "ঋগ্বেদের দস্যু ও আর্য্য" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা অনেক পরিবর্দ্ধিত আকারে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। ইতি—লেখক।

ঋগ্বেদের কতিপয় সূক্তে "কৃষ্ণ" এবং একটি মাত্র ঋক্এ "অনাস' শব্দের অস্তিত্ব হেতু ঐতিহাসিকগণ দস্যুগণকে কৃষ্ণকায় ও খর্ব্বনাসিকাযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে উক্ত শব্দ দ্বয়ের প্রকৃতার্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়, এবং ভারতীয় ও পাশ্চাত্য টীকাকারগণের অনেকেই উক্ত "কৃষ্ণ" শব্দের (১) কৃষ্ণ বর্ণ মেঘ (২) কৃষ্ণ বর্ণ দৈত্য (৩) ইন্দ্রশত্রু, এবং অনাস শব্দের "অন+আস=মুখহীন অর্থাৎ দুষ্ট বা মন্দ ভাষী" ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রের বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত পাণিগণকে "মৃধ্রবাক্" বেকানট্, দস্যু, দাস, পাণি আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে কিন্তু পক্ষান্তরে ত্রিৎসু ভারতগণের সহিত চির শত্রুতায় আবদ্ধ আর্য্য পুরুগণের প্রতিও "মৃধ্রবাক্" বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। এ নিমিত্ত অনেকে "অনাস" শব্দের সায়নাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন।

পণ্ডিত হিলেব্রাণ্ডট্, দাস অর্থে "Dahae" নামক জাতি বিশেষকে বুঝায় এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং

ঋঃ ৫।২৯।১০ "অনাসো দস্যূরমৃণো বধেন নি দুর্যোণ আবৃণঙ্ মৃধ্রবাচঃ॥

Thou slewest noseless Dasyus with thy weapon, and in their home overthrewest hostile speakers.

১। Pani—The man who, neither worships the gods, nor rewards the priests (Vedic Index 1-472)

জিমার, মেয়ার, লাডউইগ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ "দাস" শব্দের যথাক্রমে "শত্রু" ও আর্য্যশত্রু" ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের ৮।৫।৩১ "আ বহেথে পরাকাৎপূর্বীর শ্নন্তাবশ্বিনা।"*
ইষো দাসীরমর্ত্যা॥

ঋক্এ দাস শব্দের উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে ইহা জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। ঋঃ ৭।১৮।১৩ ব্যানবস্য তৃতসবে গয়ং ভাগংজয়ম পূরুং
বিদথে মৃধ্রবাচম্॥

The goods of Anu's son he gave to Tritsu, May we in sacrifice conquer scornful Puru.

৩। ঋঃ ৫।৩২।৮ অপাদমত্রং মহতা বধেন নি দুর্য্যোণ
আবৃণঙ্ মৃধ্রবাচম্॥

And with his mighty weapon in his dwelling smote down the footless evil-speaking ogre'

৪। ঋঃ ৭।৬।৩ ন্যক্রতূন্‌গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীবশ্রদ্ধা।
অবৃধাঁ অযজ্ঞান্।

The foolish, faithless, rudely speaking niggards; without belief or sacrifice or worship.... westward.

৫। ঋঃ ১।১৭৪।২ দনো বিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ সপ্ত যত্‌পুরঃ
শর্ম্ম শারদীর্দং।

Indra, thou humbledst tribes that spoke with insult by breaking down seven autumn forts, their refuge.

*হে নাসত্যগণ, তোমরা দাসগণ প্রদত্ত পর্য্যাপ্ত খাদ্য উপভোগ করিয়া অতি দূর হইতে আমাদিগের নিকট আগমন কর।

বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য "আর্য্য ও দস্যু" শব্দের যথাক্রমে "স্তোতারঃ কর্ম্মযুক্তানি কর্ম্মানুষ্ঠাতৃত্বেন শ্রেষ্ঠানি" ও অনুষ্ঠাতৃণাম্ উপক্ষ্যাপয়িতারঃ—শক্রাভ্যঃ কর্ম্মণাম্ উপখ্যাপয়িতৃঃ কর্ম্মহীনাঃ" ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও উক্ত শব্দ দ্বয়ের ধর্ম্মগত পার্থক্যের তাৎপর্য্যার্থ স্বীকার কবিয়া থাকেন।

পণ্ডিত যুগল ম্যাকডোনেল ও কিথ, Vedic Index নামক পুস্তকে দস্যু ও দাস শব্দেব ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

Dasyu —a word of somewhat doubtful origin, is in many passages of Rig-Veda clearly applied to superhuman enemies. On the other hand, there are several passages in which the human foes, probably the aborigines, are thus designated. The greatest difference between the Dasyus and Aryans is their religion.

Das :—like Dasyu, sometimes denotes enemies of a demoniac character in Rigveda, but in many passages refer to human foes of the Aryans. It is significant that constant reference is made to the differences in religion between Arya and Dasa.

দস্যুগণের প্রতি" অনগ্নিত্র, অনৃচ, অব্রত, অপব্রত, অন্যব্রত

অযজ্ঞ, অব্রহ্মণ, অয়য্য, অয়য্যান প্রভৃতি বিশেষণের প্রয়োগ দর্শনে তাহাদিগকে স্পষ্ট "অগ্নি-পূজা" বিরোধী বলিয়া অনুমান হয়। ঋগ্বেদের ১০।৬৫ সূক্তে অগ্নি ও ইন্দ্রকে "আর্য্য" শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে সুতরাং আর্য্য শব্দের তাৎপর্য্যার্থে "অগ্নি ইন্দ্র" উপাসক ব্যাখ্যা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ আর্য্য ও দস্যু শব্দ, অগ্নি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত সূক্ত গুলিতেই কেবল ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দু সমাজে শূদ্র জাতির অস্তিত্ব হেতু পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে "অনার্য্যগণেব মধ্যে যাঁহারা বিজেতৃগণের বশ্যতা স্বীকাব কবিয়াছিলেন তাঁহারাই "শূদ্র" আখ্যায় নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভাবতে ইহার কোন উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বেদে, বর্ণাশ্রমের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাঃ শূদ্রো অজায়ত॥

১০।৯০।১২

"বিরাট পুরুষের (ভগবানের) মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে রাজন্য (ক্ষত্রিয়), উরুযুগ হইতে বৈশ্য ও 'পদদ্বয় হইতে' শূদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

রূপক ভাবে বর্ণিত বেদের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে "পূর্ব্বে সমস্তই ব্রাহ্ম

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাত্মক ছিল এবং এক ব্রাহ্মণ হইতেই চাতুর্ব্বণ্য সমাজ গঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শূদ্র জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে

"শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীত্তুসঃ।

৮।১৪৯

এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ৩।২।২ এ

"অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎশূদ্রাঃ" লিখিত আছে, এবং কবষ ঋষির ন্যায় শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন ব্যক্তিরও ব্রাহ্মণত্ব লাভের বহু দৃষ্টান্ত প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। (ঐ ব্রঃ ২।৩।১'ও কৌঃ ব্রাঃ ১২।৩।১)

পণ্ডিত ম্যাকডোনেল তৎপ্রণীত বেদিক ইনডেক্স (২য় খণ্ড-পৃঃ ২৬৫) নামক প্রামাণিক গ্রন্থে শূদ্র শব্দের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "It is reasonable to suppose that sudra was the name given by the vedic Indian to the nations opposing them. But it is also probable that the sudras came to include men of Aryan Race and that the vedic period saw the degradation of Aryans to a lower social status. Sudra would cover many sorts of people who were not really slaves. but were freemen of a humble character.

ঋগ্বেদ সূক্তে আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত যদু ও তুর্ব্বাসাগণকে "দাস" এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৮) বিশ্বামিত্র সন্ততিগণকে "দস্যুনাম্ ভূয়িষ্টাঃ বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায় সুতরাং ইহা হইতে অনুমান হয় যে বেদরচয়িতা ঋষিগণ দস্যু বা দাস শব্দ নাসিকাহীন কৃষ্ণকায় অনার্য্য আদিম অধিবাসী অর্থে প্রয়োগ করেন নাই। বিশেষতঃ ঋগ্বেদের ১০।৮৬।১৯ ঋক্ হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে "আর্য্য" ও "অনার্য্যগণের" মধ্যে এত অধিক সৌসাদৃশ্য ছিল যে ইন্দ্র ব্যতীত অপর কেহই যুদ্ধ ক্ষেত্রে কে আর্য্য কে অনার্য্য তাহা চিনিতে সক্ষম হইতেন না।

ঋগ্বেদে—"মাহ্বাম দাসমার্য্য ত্বয়া যুজা সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা। ১০।৮৩।১

ঋক্এ ইন্দ্রকর্ত্তৃক আর্য্য অনার্য্য বিনাশ, ও জনগণের ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমাহুতি প্রদানে বিবতি প্রভৃতির বিবরণ হইতে

ঋঃ ১০।৬২।১০ "উত দাসাপরিবিষেস্মদ্দিষ্টী গোপবীণসা।
যদুস্তুর্ব'শ্চ মামহে॥

Yadus (formerly unbelievers) and Turva too, have given two Dasas, well-disposed, to serve.
Together with great store of kine,

* ঋঃ ১।৫১।৮ বি জানীহ্যার্যানো চ দস্যবোবর্হিস্মতে বন্ধয়া শাসদব্রতান্।

১। ঋঃ ১০।৮৬।১৯ অয়মেমি বিচাকশদ্বিচিন্বন্দাসমার্য্যম্।
Distinguishing the Dasa & Arya viewing all, I go,

উপলব্ধি হয় যে তৎকালীন মনুষ্য সমাজ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এবং উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ব্যতীত জাতি বা বর্ণগত বৈষম্য ছিল না।

আর্য্যঋষিগণ সত্য সত্যই আর্য্য ও দস্যু শব্দ অগ্নি ইন্দ্র উপাসক ও অগ্নি-ইন্দ্র-পূজা-বিরোধী ব্যতীত অপর কোন অর্থে

১। ঋঃ ৪।৩০।১৮ "উত ত্যা সদ্য আর্য্যা সরযোরিন্দ্র পারতঃ।
অর্ণাচিত্ররথাবধীঃ ॥

Arna and Chitraratha both Aryans, thou Indra slewest.

বি হি সোতোর সৃক্ষত নেন্দ্রং দেবমমংসত। ঋঃ ১০।৮৬।১

"Men have abstained from pouring juice : they count not Indra as a God.

৩। Vedic Index—II-p 343.

ব্রাত্য—Aryans outside the sphere of Brahmanical culture.

That they were non-Aryans is not probable for it is expressly said that though unconsecrated, they spoke the tongue of the Consecrated. They were thus apparently Aryans.

ঋঃ ৫।৩৩।৩ ন তে ত ইন্দ্রাভ্যস্মদৃষাযুক্তাসো অব্রহ্মতা যদসন্।

Oh Indra, those who have been separated from us and do not come in contact with us, are not thine because of their want of faith in thee.

প্রয়োগ করেন নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ দ্ব্যর্থ বোধক শব্দ কতিপয়ের মতদ্বৈধপূর্ণ অর্থাগমের উপর নির্ভর করিয়া এতদুভয়ের মধ্যে এক কাল্পনিক জাতি ও বর্ণগত-বৈষম্যের প্রাচীর গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন।

ঋগ্বেদের দস্যু কাহারা ?

বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে "আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই বোধ হয় "ঋগ্বেদের দস্যু" এবং তাহারাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক পক্ষীনামে অভিহিত হইয়াছে। (১)

(১) বাঙ্গলার ইতিহাস ১ম খণ্ড, শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

২। That the Dasyus were real people, is however shown by the epithet "anas" applied to them in one passage of the Rig Veda. The sense of this word is not absolutely certain; the Pada text and Sayana both take it to mean "without face (an & as) but the other rendering "noseless" (a & nas) is quite possible and would accord well with the flat nosed aborigines of the Dravidian type.

কিন্তু দাক্ষিণাত্যবাসী বর্ত্তমান দ্রাবিড়গণকে অনেকে প্রাচীন দ্রাবিড় ও মুণ্ডা জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করেন, সুতরাং সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত বেদ সূক্তে প্রযুক্ত দস্যু শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যা অবিসংবাদিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

Indian Empire I, 390.

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ, উত্তরাপথের পশ্চিমপ্রান্তে বেলুচি স্থানে ব্রুহুই জাতির অস্তিত্ব ও ভাষা হইতে প্রমাণিত করিয়াছেন যে এক সময়ে সম্ভবতঃ আর্য্যজাতির আক্রমণের পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় জাতির বিস্তৃত অধিকার ছিল।

প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিত হল, তৎপ্রণীত History of the Near East" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে দ্রাবিড়গণ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন, এবং ইহারাই খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাবিরুষ অধিকার করিয়া বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাবিরুষের অন্তর্গত প্রাচীন সুমেরীয় রাজগণের রাজধানী "আর" নগরীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত ভারতজাত সেগুণ কাষ্ঠ এবং খৃঃ পূঃ ১৪ শতাব্দীর আসুরীয় ফলক লিপিতে স্বর্ণ, মুক্তা ও বাবিলোনীয় এক বস্ত্র তালিকায় সিন্ধুদেশজাত বস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্টে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাপৃত দ্রাবিড়গণ কর্ত্তৃক ঐ সমুদয় দ্রব্যগুলি ভারতোপকূল হইতে বাবিরুষে নীত হইয়াছিল। (১)

প্রত্নতাত্ত্বিকগণের এ অনুমান ও বেদের ভাষায় আদি ইণ্ডো-জার্ম্মেনীক ভাষার সহিত দীর্ঘ বিচ্ছেদজ্ঞাপক স্বর, ব্যঞ্জন (a, e, o স্থলে a, এবং স স্থলে শ, ষ, স) পদবিন্যাস

---

(১) Sayce—Hibbert Lectures,

ও বাক্যরচনা প্রণালীতে অল্লাধিক পার্থক্য এবং দ্রাবিড় ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্য যুক্ত (সংস্কৃত কৃতবান্ তমিল সেতবান্ ইতি চেৎ) অনেক শব্দ, বিভক্তি, ধাতু ও শব্দরূপ প্রভৃতির অস্তিত্ব রূপ বিকৃতিপ্রাপ্তির চিহ্নাদি দর্শনে অনেক ঐতিহাসিক নিশ্চয়তার সহিত বলিতে চাহেন যে দ্রাবিড়গণই ভারতের আদিম অধিবাসী এবং তাঁহারাই ঋগ্বেদের দস্যু ও আর্য্য। (২)

তাঁহাদিগের অনুমান যে বৈদিক যুগের বহুপূর্ব্বে বৈদেশিকগণের সহিত আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য ব্যপদেশে পরস্পর মিলামিশার ফলে ইণ্ডো-জার্ম্মেনীক ভাষা সপ্তসিন্ধু প্রদেশে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক "দেবী ও মানবীরূপে প্রসার লাভ করিতেছিল এবং কালক্রমে সরস্বতীতীরান্তেবাসিগণের প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত কুরু-পাঞ্চালের ভাষাই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। (৩)

মোহেনজোদারোর আবিষ্কার উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে উহা পণ্ডিতপ্রবর হলের মতকেই দৃঢ়তর ভাবে প্রমাণিত করে। কিন্তু বেদসূক্তে প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর ভৌগলিক বিবরণ সম্বন্ধে যে আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইতে ইহা অলীক ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

---

(২) Life in Ancient India by P. T. S. Iyenger M. A.

(৩) Linguistic supremacy, other things being equal, follows political—Lounsbury, History of Language.

দাক্ষিণাত্যের কোন নদ, নদী, নগর, জনপদ, পর্ব্বত, প্রভৃতির কোনই উল্লেখ বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং সপ্তসিন্ধু ও দাক্ষিণাত্য এতদুভয়ের মধ্যে যাতায়াত, বা পরস্পরের সহিত কোনরূপ সংবাদাদি আদান প্রদানেরও কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১

কালক্রমে রাজপুতানা সাগর শুষ্ক হইয়া গেলে অগস্ত্য ঋষি সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যপর্ব্বত ও সাগরপরিখা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং তদবধি উভয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ ইহার পববর্ত্তীকালে যে সকল মন্ত্র নবচ্ছন্দে ও নব ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ঐ সকল শব্দ কোনও ক্রমে স্থান লাভ করিয়াছিল।

সুতরাং এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ কতিপয়ের অস্তিত্ব হইতে দ্রাবিড়গণকে "ঋগ্বেদের দস্যু" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা সমীচীন বোধ হয় না।

আর্য্য সভ্যতা বিস্তার

তুর্ব্বাসা, যদু, অনু, দ্রুহ্যু, পুরু প্রভৃতি পঞ্চ জাতি (পঞ্চ-জনাঃ) আর্য্য নামে পরিচিত ছিলেন।

কিন্তু ঋগ্বেদের ৮।৩৯।৮ ঋক্ এ—

"যো অগ্নিঃ সপ্তমানুষঃ শ্রিতো বিশ্বেষু সিন্ধুষু।
তমাগন্ম ত্রিপস্ত্যং মন্ধাতুর্দস্যু হন্তমমগ্নিং
যজ্ঞেষু পূর্ব্য নভন্তামন্যকে সমে ॥

"সপ্ত মানুষ"এর উল্লেখ দৃষ্টে স্বতঃই অনুমান হয় যে কালক্রমে অগ্নি ইন্দ্র পূজা-বিরোধী জাতিগণও ক্রমশঃ অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আর্য্য সমাজের কলেবর পুষ্ট করিতে ছিলেন।

পুরুবংশের প্রতিষ্ঠাতা নহুষ এবং যদু ও তুর্ব্বাসা প্রভৃতি যে পূর্ব্বে আর্য্যসমাজের বহির্ভূত ছিলেন তাহা ঋগ্বেদ সূক্ত হইতে অবগত হওয়া যায়।

অগ্নি, নহুষগণকে পরাজিত করিয়া কর-প্রদানে বাধ্য করিয়াছিলেন ইহা ঋগ্বেদ সূক্তে উল্লিখিত আছে।

---

(১) ঋঃ—৭।৬।৫ স নিরুধ্যা নহুষো যহ্বো অগ্নির্বিশশ্চক্রে বলিহৃতঃ সহোভিঃ ॥

Agni, subduing the tribes of Nahusas made them bring their tribute,

ঋগ্বেদ সূক্তে অগ্নির প্রতি "তুমি সূর্য্য, তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, তুমি দিতি, প্রভৃতি স্তুতিবাদ হইতে ও অনুমান হয় যে অগ্নি, অগ্নিযজ্ঞের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা আঙ্গিবস (ঋ: ১।৫।৬।৮) প্রভৃতি জাতির উপাস্য দেবতা হইতে যথাক্রমে সূর্য্য, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, দিতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসক জাতিগণের সাধারণ দেবতারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক দেবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে কল্পিত হওয়ার দৃষ্টান্ত হইতে বিভিন্ন দেবতার উপাসক জাতিগণের পরস্পর সংমিশ্রণ ও জাতি বিশেষের উপাস্য দেবতার সকল জাতিরই সাধারণ দেবতারূপে পরিগণিত হওয়ার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। History of Religion (ধর্ম্মের ইতিহাসে) এ ইহাকে Tribal monotheism developing into Inter Tribal Polytheism, অথবা পণ্ডিত মোক্ষমূলারের কথায় Henotheism বলে।

---

(২) ঋ:—৭।৭৯।১

ব্যুষা আবঃ পথ্যা জনানং পঞ্চ ক্ষিতীর্মানুষীর্বোধয়ন্তী।
সুসন্দৃগ্ভিরুক্ষভির্ভানুমশ্রেদ্বি সূর্য্যো রোদসী চক্ষসাবঃ॥

Rousing the lands where men's five tribes are settled, down, hath disclosed the pathways of the people,

* ঋ: ১০।৯২।৮, ৪।৪২।, ১।১৭০-১৭১ ; ৪।৩০।৩ ; ২।১

শুচিং ন যামন্নিষিরং স্বর্দৃশং কেতুং দিবো রোচনস্থামুষর্বুধম্।
অগ্নিং মূর্ধানং দিবো অপ্রতিষ্কুতং তমীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ॥

ঋ:—৩।২।১৪ ;

রুদ্র (শিব) কৃষ্ণ বৃত্র, শিশ্ন প্রভৃতি অনার্য্য দেবতার ন্যায়, আর্য্য দেবতা মরুৎ সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতির সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ ও জয়লাভের বিবরণ ইন্দ্রের প্রথমে কোন জাতি বিশেষের উপাস্য দেবতা হইতে সাধারণের উপাস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে প্রসিদ্ধি লাভের প্রমাণ প্রদান করে।

As pure and swift of course beholder of the light who stands in heaven's bright sphere a sign who wakes at dawn,

Agni, the head of heaven, whom none may turn aside—to him the powerful with mighty prayer we seek,

অ: ১৯।৬৫

হরিঃ সুপর্ণো দিবমারুহোর্চিষা যে ত্বা দিপ্সন্তি দিবমুৎপতন্তম্।
অব তাং জহি হরসা জাতবেদো বিভ্যদুগ্রোর্চিষা দিবমা রোহ সূর্য্য॥

A golden Eagle thou hast soared with light to heaven, those who would harm thee as thou fliest skyward,

Beat down O Jatavedas, with thy fury, The strong has feared to heaven mount up with light, Surya,

অ :—১৭।১ (ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য)

ঋ: ৪।৩০।৩

বিশ্বে চনেদনা ত্বা দেবাস ইন্দ্র যুযুধুঃ।
যদহা নক্তমাতিরঃ॥

Not even all the gathered gods conquered thee Indra, in the war,

When thou didst lengthen days by night.

পরবর্ত্তীকালে, ইন্দ্র যে পঞ্চ আর্য্যজাতি ব্যতীত আরও বহু জাতি কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদ সূক্তেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঋগ্বেদের ৮।৬৫।১

"যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্নযগ্বা হূয়সে নৃভিঃ।
আ যাহি তূযমাশুভিঃ" ॥

মন্ত্রে ঋষিগণ প্রার্থনা করিতেছেন যে "হে ইন্দ্র, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিক হইতে তোমাকে নরগণ আবাহন করিয়া থাকে কিন্তু তুমি দ্রুতগামী অশ্বারোহণে আমাদিগের সকাশে উপনীত হইও।

ঐরূপভাবে নাসত্যগণের প্রতি আর্য্যঋষিগণ বলিতেছেন—

"পুরুত্রা হি বাং মতিভির্হবন্তে মা বামন্যে নি যমন্দেবযন্তঃ ॥
—ঋঃ ৭।৬৯।৬

অর্থাৎ "হে নাসত্যগণ, বহু লোকে তোমাদিগকে মন্ত্রদ্বারা আবাহন করিয়া থাকে কিন্তু তোমরা তাহাদের আহ্বানেই ভুলিয়া থাকিও না অর্থাৎ আমাদিগের নিকট আসিও।

ঋঃ ৮।৪।২ "যদ্বা রুমে রুশমে, শ্যাবকে, কৃপ, ইন্দ্র, মাদয়সে সচা। কণ্বা সত্বা ব্রহ্মভিঃ স্তোমবাহস ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যা গহি ॥

ঋক্‌এ নাসত্যগণের ন্যায় ইন্দ্রেরও রুমা রুসাম, স্যাভক কৃপ প্রভৃতি স্থান পর্য্যটনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদের ১০।১০৮ সূক্তে ইন্দ্রকর্ত্তৃক দৌত্য কর্ম্মে প্রেরিত সরমার প্রতি পাণিগণের উক্তি হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে বৈরীতায় নিযুক্ত অনার্য্যগণকেও আর্য্যসমাজভুক্ত করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রউপাসক জাতিগণ কোনরূপ প্রয়াসের ত্রুটী করিতেছিলেন না।

কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্‌ দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি॥ (১)
ইন্দ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্বঃ।
অতিষ্কদো ভিয়সা তন্ন আবত্তথা রসায়া অতরং পয়াংসি॥ (২)
কীদৃঙ্ঙিন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা যস্যেদং দূতীরসরঃ পরাকাৎ।
আ চ গচ্ছান্মিত্রমেনা দধামাথা গবাং গোপতির্নো ভবাতি॥ (৩)
নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎ স যস্যেদং দূতীরসরং পরাকাৎ।
ন তং গূহন্তি স্রবতো গভীরা হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে॥ (৪)
ইমা গাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ পরি দিবো অন্তান্‌ৎসুভগে পতন্তী।
কস্ত এনা অব সৃজাদযুধ্ব্যুতাস্মাকমায়ুধা সন্তি তিগ্মা॥ (৫)
অসেন্যা বঃ পণয়ো বচাংস্যনিষব্যাস্তন্বঃ সন্তু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবা অস্তু পন্থা বৃহস্পতির্ব উভয়া ন মৃলাৎ॥ (৬)
অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপা রেকু পদমলকমা জগন্থ॥ (৭)
এহ গমন্নৃষয়ঃ সোমশিতা অযাস্যো অঙ্গিরসো নবগ্বাঃ।
ত এতমূর্বং বি ভজন্ত গোনামথৈতদ্বচঃ পণয়ো বমন্নিৎ॥ (৮)

What wish of Sarama hath brought her hither? The path leads far away to distant places. What charge hast

কিন্তু যাঁহারা সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া তাঁহাদিগের শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে নৃশংসভাবে হত্যা, বন্দীকরিয়াআনয়ন, ও ধনসম্পত্তিলুণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা নানাভাবে বিধ্বস্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। বেদের বহুস্থানে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে পণ্যব্যবসায়ী অনার্য্য পাণিগণের পণ্যসম্ভারলুণ্ঠন ও তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যার উল্লেখ হইতেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনার্য্যগণ খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাদিগের নগর

thou for us? Where turns thy journey? How hast thou made thy way over Rasas' water.

I come appointed messenger of Indra, seeking your ample stores of wealth, Panis. This hath preserved me from the fear of crossing: Thus have I made my way over Rasa's waters.

What is that Indra like, what is his aspect whose envoy, Sarama from afar thou comest? Let him approach, and we will show him friendship he shall be made the herdsman of our cattle.

I know him safe from harm; but he can punish who sent me hither from afar as envoy. Him rivers flowing with deep waters hide not:

Low will ye lie, Panis, slain by Indra

These are the kine which, Sarama, thou seekest, flying o Blest one, to the ends of heaven. Who will loose these for thee without a battle? Yea, and sharp-pointed are our warlike weapons Etc Etc.

ঋ: ১।৮৩।৪, ১।১৮৪।২, ৩।৫৮।২, ৫।৩৪।৭, ৩।২০।৪

দুর্গাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গম অরণ্য ও পর্ব্বত কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং সুযোগমত গোপনাবাস হইতে বহির্গত হইয়া কৃষিজীবী আর্য্যগণের শস্য ধ্বংস ও যজ্ঞে বাধা উৎপাদন করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না।

এইরূপ ভাবে বহুকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের পর আর্য্যগণ, অনার্য্যগণকে একযুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত ও পশ্চিম-দিক্‌দেশাভিমুখে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে পরাভূত করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে বসতি বিস্তার করিতেছিলেন কিন্তু ঋগ্বেদের ৭।৬।৩ঃ—

"ন্যক্রতূন্‌গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীরশ্রদ্ধাঁ অবৃধাঁ অযজ্ঞান্।
প্রপ্র তান্দস্যূঁরগ্নির্বিবায় পূর্ব্বশ্চকারাপরাঁ অযজ্যূন্॥*

ঋক্ হইতে প্রমাণিত হয় যে, অনার্য্যগণকে অগ্নি পশ্চিমদিগ্‌দেশাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

"পারসীকগণের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দাভেস্তা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ইরান ও সপ্তসিন্ধু প্রদেশ হইতে সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত একদল ঔপনিবেশিক, রুশিয়ার দক্ষিণাংশে অবস্থিত সমতল ভূমির উপর দিয়া ইয়ুরোপখণ্ডে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক

* "The foolish, faithless, rudely-speaking niggards without belief or sacrifice or worship. Far far away hath Agni chased those Dasyus, and in the East hath turned the godless westward, R. V. 7-6-3.

তদ্দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্বাংশে বসতি স্থাপন করিয়া শ্ল্যাভ ও লিথুয়ানিয়ান নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্ল্যাভ ও লিথুয়ানিয়ান ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু অতি আদিম অবস্থায় মূল ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহা অমার্জ্জিত রহিয়া গিয়াছে, এবং এই নিমিত্তই ইয়ুরোপের প্রায় সকল ভাষায়ই কোমলতা ও লালিত্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।"

ইউরোপের "কেল্ট" জাতির পূর্ব্বপুরুষ তুরানীয়ানগণও আফ্রিকা মহাদেশ হইতে, মিশর ও বাবিরুষীয় সভ্যতার উৎপত্তির বহুপূর্ব্বে ইয়ুরোপ প্রবেশকালে পথিমধ্যে সপ্ত সিন্ধুপ্রদেশাগত অৰ্দ্ধসভ্য ঔপনিবেশিকগণের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের ভাষা ও শিক্ষা সভ্যতা লইয়া গিয়া তথায় প্রচার করিয়াছিলেন।

মিশরদেশের স্থান নদী ও দেবতার নাম সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন, এবং মিশরীয়গণের সংস্কার যে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পনিথ দেশ হইতে গমন পূর্ব্বক তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত মিশরীয়গণের আচার ব্যবহার সামাজিক রীতিনীতি ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতিতে আর্য্যসভ্যতার প্রভূত প্রভাব লক্ষিত হয়। (১)

---

(১) Rigvedic India.

বাবিরুষের শিল্প, বাণিজ্য, জ্যোতিষ, সৃষ্টি ও ধর্ম্মবিজ্ঞান (Cosmology and Theology) প্রভৃতিতে আর্য্য প্রভাব বিদ্যমান এবং ভারতীয় গরুড়পক্ষী তথায় Eagleman বা ঈগল পক্ষীরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। *

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তোল্লিখিত, চতুর্ব্বর্ণবিভাগের উল্লেখ ও আসীরীয় ফলকলিপিতে দৃষ্ট হয়।

দাক্ষিণাত্যের মন্দিরসমূহের প্রধান ব্রাহ্মণপুরোহিতগণের ন্যায় বাবিরুষের "পাটেসিস্" বা পুরোহিতগণ একরূপ দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, এবং তথাকার মন্দির সমূহেও "দেবদাসী" নামক আজীবন অবিবাহিতা বালিকাগণের দেবোদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিবার প্রথা দেখা যায়।

ঋগ্বেদোল্লিখিত ত্রয়োদশ মাসের অস্তিত্ব বাবিরুষগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। (১)

আর্য্যগণের দেবতা মেঘবৃষ্টির অধীশ্বর "পর্য্যন্য" গ্রীকগণ কর্ত্তৃক পার্কুনাস নামে পূজিত হইতেন, এবং সম্রাট্ প্রথম কনষ্টানটাইন্এর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত রোম সাম্রাজ্যে মিত্র-দেবতার পূজাও প্রচলিত ছিল।

* Asura India

(১) বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে॥
ঋঃ ১।২৫।৮

True to his holy law, he knows the twelve moons with their progeny, He knows the moon of later birth.

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণের মধ্যেও এককালে অগ্নিপূজা প্রচলিত ছিল এবং অগ্নিরক্ষার নিমিত্ত পৃথক অগ্নিশাখা নির্ম্মিত হইত। গ্রীকগণ অগ্নিদেবতাকে Hestia বলিতেন, এবং দেশত্যাগ করিয়া দেশান্তর গমন কালে তাঁহারা নিজ গৃহস্থিত অগ্নি সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

রোমানগণের মধ্যে অগ্নিদেবতা Vesta নামে পরিচিত ছিলেন এবং ইনি রোমের রাষ্ট্রের রক্ষাকর্ত্রীরূপে সাধারণ স্থানে পূজা প্রাপ্ত হইতেন।

ফিনীসিয় দেশের পৌরাণিক ইতিহাসে উক্ত আছে যে এক মৎস্য দেবতা ঐ দেশে শিক্ষাসভ্যতার আলোক বিতরণ করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ বাণিজ্য ব্যবসায়ী পাণিগণ, জলযানে সাগরপার হইতে ফিনীসিয় দেশে গমন পূর্ব্বক তদ্দেশের অধিবাসীগণকে

* গ্রীকগণের সংস্কার যে প্রমেথিয়াস স্বর্গ হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন। 'কর্ম্মপ্রদীপ নামক সংস্কৃত পুস্তকে "প্রমন্থ" শব্দের উল্লেখ দর্শনে পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে "প্রমন্থ" শব্দই "প্রমেথিয়াস" এর অপভ্রংশ এবং গ্রীকগণের অগ্নি পূজার সহিত ভারতীয় অগ্নিপূজার সৌসাদৃশ্য আছে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, এতদুভয়ের অগ্নিপ্রজনন পদ্ধতিতে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভারতীয় অগ্নিপূজার অগ্নি স্বর্গ হইতে আনীত হয় নাই, ইহা ইন্দ্র কর্তৃক ঘর্ষণে উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং তদনুকরণে আর্য্যগণ ইহাকে আরণী ঘর্ষণে উৎপাদন করিতেন।

সপ্তসিন্ধুর শিক্ষাসভ্যতায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এবং সেই ঘটনাকেই লক্ষ্য করিয়া পৌরাণিক ইতিহাসে ঐরূপভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

" ফিনীসিয়গণের মধ্যেও প্রকৃতির উপাসনা প্রচলিত ছিল। সূর্য্য, ঐর্যানস্ (Ouranos) বরুণ এবং ঋগ্বেদের "ভাল, প্রভৃতি তাঁহাদিগের দেবতা ছিলেন এবং দাসব্যবসায়ী তাঁহারা পিত্তলনির্ম্মিত Saturn (শনিগ্রহ) এর মূর্ত্তির সম্মুখে নব শিশুগুলি প্রদান করিতেন।

এই সকল হইতে অনুমান হয় যে রাজপুতানা সাগর (হাক্রা) শুষ্ক হইয়া বিদেশগমনের পথ উন্মুক্ত হইতেই উৎপীড়িত অনার্য্যগণ অশান্তিপূর্ণ সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দলেদলে নববাসভূমির সন্ধানে বিভিন্ন সময়ে ইয়ুরোপ খণ্ডে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

যাঁহারা যত শেষে ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা তত অধিক মাত্রায় সপ্তসিন্ধুর ক্রমবর্দ্ধনশীল শিক্ষাসভ্যতার প্রভাব বিদেশে বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"বৈদেশিক বাণিজ্যরত পাণিগণ সম্ভবতঃ গঙ্গা বাহিয়া ভারতের দক্ষিণউপকূলবাসী চোলা, পাণ্ডি, কেরল প্রভৃতি জাতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং চোলাগণের নিকট হইতে অর্ণবযান নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়া কালে পারস্যোপসাগর

* Rigvedic India

আরব সমুদ্র প্রভৃতি উলঙ্ঘনপূর্ব্বক বাবিরুষ ও তথা হইতে ফিনীসিয়ায় বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন।

ইহারা, স্ক্যানডেনেভিয়া, গল, ব্রিটন প্রভৃতি অতি দূর দেশের সহিত নৌবাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং পণ্য দ্রব্যাদির হিসাব রক্ষার নিমিত্ত সম্ভবত: সাঙ্কেতিক চিহ্নাদির ব্যবহার করিতেন। ইঁহাদিগের নিকট হইতে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গ্রীসীয়গণ উহা রোমকগণকে দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা উহা সাইবেরিয়ান, কেণ্ট, টিউটন, শ্লাভ প্রভৃতি জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। (১)

এসিয়ার পশ্চিমাংশবাসী কোসীয়ান, ফিজীয়ান, খেত প্রভৃতি জাতিগণের মধ্যেও আর্য্য প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়।

তাঁহাদিগের প্রধান দেবতা সূর্য্য ও মরুতের নাম এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত অতিমাত্র সৌসাদৃশ্য যুক্ত ভাষাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

খোসীয়ানজাতীয় নৃপতিগণ, খোদিত অনুশাসন প্রভৃতিতে আপনাদিগকে "আর্য্য নরপতি, বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন।

ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে অগস্ত্য মুনির সমুদ্রপান, বাতাপীইল্বলভক্ষণ, অগস্ত্যযাত্রা প্রভৃতির উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে অগস্ত্য ঋষির সময়েই রাজপুতানা

---

(১) Ibid

সাগর শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল এবং সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যপর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তিনিই দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন।

সভ্যতার অতি উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত আর্য্যগণের সংস্পর্শে আসিয়া দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড়গণ অতি অল্পকাল মধ্যেই সুসভ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সেই অতি প্রাচীন যুগে তাঁহারা বাবিরুষ, ও ফিনীসিয়া পর্য্যন্ত অন্তর্বাণিজ্যব্যপদেশে আর্য্যসভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে জনস্থান, গুর্জ্জর, কিষ্কিন্ধ্যা, তাম্রলিপ্ত, সৌবাষ্ট্র প্রভৃতি নগর কালে আর্য্যসভ্যতার প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল।

বেদের বয়সকাল

বেদে চতুঃসমুদ্রের অস্তিত্ব, সৃষ্টির অতি প্রাচীনতম কালের পরিচায়ক ভূবিদারণ, আগ্নেয়গিরিরউদ্ভেদ নদী প্রবাহের উদ্ভব প্রভৃতি 'নানারূপ নৈসর্গিক উৎপাতাদি, যাহাকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ Seismic Disturbances বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তৎসমুদয় ভারতে অতি প্রাচীনতম (Pliocene) যুগে সভ্য আর্য্য মানবের অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করে। (১)

(১) ঋঃ ৪।১৯।৪

অস্কোদয়চ্ছবসা ক্ষাম বুধ্নং বার্ণ বাতস্তবিষীভিরিন্দ্রঃ। দৃলহ্যৌভ্রা দুশমান ওজোঽবাভিনৎকুভঃ পর্ব্বতানাম্‌॥

Indra, with might shook Earth and her foundation as the wind stirs the water with fury, striving with strength he burst assunder and tore away the summit of mountains

ঋঃ ২।১২।২

যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃন্‌হদ্যঃ পর্বতান্‌প্রকুপিতাঁ অরম্‌ণাৎ॥

He who fixed fast firm the Earth that staggered and set at rest the agitated mountains.

ঋঃ ১।৯৫।১০ঃ—

"ধন্বন্স্রোতঃ কৃণুতে গাতুমূর্মিং শুক্রৈরূর্মিভিরভি নক্ষতি ক্ষাম।

In dry spots he makes streams and course and torrent and inundates the Earth with floods that glisten.

বাবিরুষ ও ফিনীসিয়ার পৌরাণিক কাহিনী হইতেও ভারতীয় সভ্যতার অতি প্রাচীনত্বের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কথিত হয় যে, বাবিরুষীয় পুরোহিতগণ এক সময়ে তাঁহাদিগের সভ্যতার প্রাচীনত্বসম্বন্ধে "ডিও-ডোরাসের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আলেকজান্দারের অভিযানকালে তাহার বয়ঃক্রম ৪৭০,০০০ বৎসর হইয়াছিল।

ফিনীসিয়গণও, জুলিয়াসআফ্রিকানাসকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা প্রায় ৩০,০০০ বৎসর হইল ঐ দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন"। (১)

ভারতের সপ্তসিন্ধুপ্রদেশাগত জাতিগণের দ্বারাই বাবিরুষ ও ফিনীসিয়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সভ্যতা গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং আলেকজান্দারের অভিযান কালে সে সভ্যতার বয়ঃক্রম ৪৭০,০০০ বৎসর হইলে, যে আদিম সভ্যতার ইহা অঙ্গ তাহা কত প্রাচীন হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঋঃ ৩।৩৩।৬

"ইন্দ্রো অস্মাঁ। অরদদ্বজ্রবাহুরপাহন্ বৃত্রং পরিধিং নদীনাম্ ॥

"Indra dug out channels of rivers.

ঋ :—১০।৪৪।৮

"গিরীঁরজ্রান্ রেজমানাঁ। অধারয়দ্যৌঃ ক্রন্দদন্তরিক্ষাণি কোপয়ৎ।

India firmly fixed the plains and mountains as they shook.

(১) Rigvedic India

যে সৃষ্টিবিধ্বংসী বিশ্বপ্লাবনের বিবরণ অথর্ব্ববেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সকল জাতির পৌরাণিক ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে, ঋগ্বেদে তাহার কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ঋগ্বেদমন্ত্রকে প্লাবনাপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

বেদের সুসংযত ভাষা, সুনিবদ্ধচ্ছন্দঃ, সুনিয়ন্ত্রিত বাক্যরচনা প্রণালী প্রভৃতি দর্শনে পাশ্চত্যপণ্ডিতগণ ইহাকে খৃঃ পূঃ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসরের অনধিক কাল পূর্ব্বে রচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মিঃ পিঃ টিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এম. এ. মহাশয়, তৎ প্রণীত "Life in Ancient India" নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ভাষাতত্ত্ব, মানবজাতিতত্ত্ব, এবং ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আবিষ্কার প্রভৃতি হইতে বেদরচনা কালকে খৃঃ পূঃ ১৭০০ শতাব্দী হইতে খৃঃ পূঃ ১০ শতাব্দীর অন্তর্বর্ত্তী বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে বেদমন্ত্রের অধিকাংশই প্রায় খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

The "Orion" নামক প্রবন্ধে স্বর্গীয় লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, ঋগ্বেদের ১০।৮৫ সূক্তের

* অর্থাৎ, সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক হইতে বহন করিবার জন্য ঐ রথ সজ্জিত ও রক্ষিত হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মি মঘানক্ষত্রে বা (অন্ধকারে) হত (অর্থাৎ আবৃত) হয়, এবং ফল্গুনী নক্ষত্রে (বা দিনে) নিবারিত বা নীত হয়। (পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব)

"সূর্য্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎসবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যন্তে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্য্যুহ্যতে॥ ১৩

ঋকএ সূর্য্যের মকররাশিতে বাসন্তিক সংক্রমণের উল্লেখ হইতে, গণনা দ্বারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে বেদ ছয় সহস্র বৎসরের অনধিককাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত অনুবাদঃ—পতিগৃহে গমনকালে সূর্য্য সূর্য্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহা অগ্রে অগ্রে চলিল। মঘা নক্ষত্রের উদয় কালে সেই উপঢৌকনের অদ্ভুত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। অর্জ্জুনী অর্থাৎ ফাল্গুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়।

The bridal pomp of Suryā which Surya started moved along. In Magha days are oxen slain, in Arjunis they wed the bride— Mr R. T. H. Griffith's Translation of Rig-Veda

ঋঃ ১।৬২।১১

"সনায়ুবো নমসা নব্যো অর্কৈর্ব্বসূয়বো মতয়ো দস্ম দক্রুঃ।
পতিং ন পত্নীরুশতীরুশন্তং স্পৃশন্তি ত্বা শবসাবন্মনীষাঃ॥

Thoughts ancient seeking wealth, with adoration with newest lauds have sped to thee O Mighty. As yearning wives cleave to their yearning husbands, so cleave our hymns to thee O Lord, most potent.

কিন্তু বেদসূক্ত হইতেই ইহা প্রমাণিত হয় যে অতি স্মরণাতীত কাল হইতে বেদমন্ত্রগুলি বিভিন্ন ঋষিগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়া আসিতেছিল, এবং পরবর্তীকালে নব নব ঋষিগণ ঐ সকল মন্ত্রগুলিকে নবভাষায় ও নবচ্ছন্দে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, সমগ্র বেদমন্ত্রগুলিকে সংহিতাকারে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সুতরাং কোন বিশেষ সূক্ত বা ঋক্ মাত্রে উল্লিখিত প্রমাণ বলে সমগ্র বেদমন্ত্রের রচনাকাল নিরূপণে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নহে।

ঋঃ ১।১৩১।৬

"শ্রুধী মে অস্য বেধসো নবীয়সো মন্ম শ্রুধি নবীয়সঃ॥

Listen thou to the prayer of me a later sage. Hear thou a later sage's prayer

ঋঃ ২।৩৬।৩ –

"জুষেথা যজ্ঞং বোধতং হবস্য মে সত্তো হোতা নিবিদঃ পূর্ব্যা অনু।

The priest has seated him after ancient texts.

ঋঃ ৩।৩৯।২০

ভদ্রা বস্ত্রাণ্যর্জুনাবসানা সেয়মস্মে সনজা পিত্র্যা ধীঃ।

Auspicious, clad in white and shining raiment, this is the ancient hymn of our forefathers.

বেদমন্ত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে, বেদমন্ত্রেই পুরাতন, মধ্যম ও নূতন তিনটি পৃথক পৃথক যুগের স্পষ্টোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদের ভাষায়, স্থানে স্থানে যে সকল তারতম্য লক্ষিত হয় তাহা হইতেও অনুমান হয় যে কোন কোন ঋক্ বহুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, বেদমন্ত্র সমূহে যে সকল উচ্চ ও গভীর দার্শনিকভাব, আধ্যাত্মিকতত্ত্ব প্রভৃতি নিহিত আছে তৎসমুদয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে যুগযুগান্তের সাধনা ব্যতীত ঐরূপ ভাব ও ভাষা

---

(১) ঋঃ—৩।৩২।১৩

"যঃ স্তোমেভির্বাবৃধে পূর্ব্যেভির্যো মধ্যমেভিরুত নূতনেভিঃ॥

Him magnified by ancient song and praised by lauds of later time and days recent.

(২) ঋঃ—৬।২১।৫

"ইদা হি তে বেবিষতঃ পুরাজাঃ প্রত্নাস আসুঃ পুরুকৃৎসখায়ঃ।

যে মধ্যমাস উত নূতনাস উতাবমস্য পুরুহূত বোধি॥

Yea, here were they, who, born of old, have served thee; thy friends of ancient time, thou active worker. Bethink thee now of these, Invoked of many, the midmost, and the recent, and the youngest.

(৩) ন তে পূর্ব্বে মঘবন্নাপরাসো ন বীর্য্যং নূতনঃ কশ্চনাপ। ঋঃ ৫।৪২।৬

None of old times, O, Maghavan, nor later, none of these days, hath reached thy hero prowess.

সম্বলিত রচনা সম্ভব হইতে পারে না। একমাত্র ঋগ্বেদ রচনায় ষষ্ঠি প্রকার ছন্দঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

হিন্দুর গায়ত্রী মন্ত্র

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥" ঋঃ ৩৷৬২৷১০

আর্য্যঋষিগণ রচনা করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের অর্থ "যিনি ভূলোক, ভূবলোক এবং স্বর্গ লোক এই ত্রিলোকের প্রসবিতা অর্থাৎ যাঁহা হইতে ঐ তিন লোক বহির্গত হইয়াছে, আমরা সেই জগৎ প্রসবকারীর বরণীয় তেজকে ধ্যান করি।

যাঁহার প্রভাবে আমরা স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই, স্থাবর, জঙ্গম ও জীবগণ যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার নাম ভূলোক।

কল্লান্তে উপভোগের নিমিত্ত যে স্থানে প্রাণীগণ জন্ম ধারণ করে তাহার নাম ভূবর্লোক।

আর, সুকৃতিসম্পন্ন লোকদিগের আলয়ের নাম স্বর্লোক বা স্বর্গলোক।

ইয়ুরোপীয়গণ, সবিতৃদেব অর্থে "সূর্য্য" "Sun god" মাত্র বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু সবিতা অর্থে হিন্দু বুঝেন।

"সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতাতেন চোচ্যতে।।"

অর্থাৎ যাঁহা হইতে প্রাণিগণের সর্ব্বপ্রকার ভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে, যিনি সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম সবিতা।

ইহা ব্রহ্মেরই ধ্যান। কারণ, এই গায়ত্রী মন্ত্র জপের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর স্বরূপ এই ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন।

"ওঁ কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।

হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥

অর্থাৎ, ইনি সূর্য্যমণ্ডল নহেন, সূর্য্যমণ্ডলে যে পরম ব্রহ্মের বিভূতি বা শক্তি বিরাজমানা, তাঁহারই উপাসনা। এইরূপে মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপ, ও সায়াহ্নে শিবরূপা ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ বা পরমব্রহ্মেব বিভূতিরূপে গায়ত্রীর বা সাবিত্রীব ধ্যান করিতে হয়। ব্রহ্ম নির্গুণ; কিন্তু তাঁহার শক্তি সগুণ।

প্রভাতে ব্রহ্মারূপে তাঁহার রজোগুণের, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু-রূপে তাঁহার সত্ত্বগুণের এবং সায়াহ্নে তাঁহার তমোগুণের চিন্তা করিতে হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম, মানুষের ধারণার অতীত।

(১) ইউরোপীয়গণের সংস্কার যে যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে নোয়ার প্রাদুর্ভাব কালে সমস্ত পৃথিবী এক বিশ্ববিধ্বংসী বিরাট প্লাবনে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। নোয়া দয়াপরবশ হইয়া প্রত্যেক প্রাণী বিশেষের এক একটি পুং স্ত্রীকে নিজ অর্ণবপোতে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া জগৎ হইতে জীব সৃষ্টি লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। বর্ত্তমান মনুষ্যগণ সেই নোয়ার, এবং জীবগণ সেই নোয়া কর্ত্তৃক রক্ষিত প্রাণীগুলির বংশধর। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বাল্য হইতে এই সংস্কারে লালিতপালিত বলিয়া কোন দেশের সভ্যতাকেই তিন সহস্র বৎসরের অধিক পুরাতন বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

* মাসিক বসুমতী—মাঘ ১৩৩৫

তাই হিন্দু, সগুণ ব্রহ্মের বা ব্রহ্মবিভূতির বা আদ্যাশক্তির ধ্যান করিয়া থাকেন। সগুণ-ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত আদিদেবতার তিনটিরূপে তিনটি শক্তি সুপ্রকাশ। যথা, ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুরূপে পালিকাশক্তি এবং শিবরূপে সংহারিণীশক্তি। সূর্য্যদেবই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সতেজমূর্ত্তি এবং সেই জন্যই সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া ভগবতী শক্তির ধ্যান করিতে হয়।

যে উচ্চ মহানুভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন আর্য্যঋষি নিত্য উদীয়মান বিবস্বানের জবাকুসুমসঙ্কাশ মনোহরমূর্ত্তি দর্শনে "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ" মন্ত্রে বন্দনাগীতি গাহিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনা ব্যতীত উহার উন্মেষ ঘটিতে পারে না।

নিরালম্ব, জটা-জাল-মণ্ডিত, মর্কটবৎ বুদ্ধিসম্পন্ন গুহাবাসী আর্য্যঋষির মুখ হইতে এমন্ত্র নিঃসৃত হওয়া সম্ভবপর কিনা তাহা যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতাকে চারি সহস্র বৎসরের অনধিক প্রাচীন বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

(প্রথমখণ্ড সমাপ্ত)

দ্বিতীয় খণ্ড

(সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম) .

প্রাচীন ভারতে জীবন যাপন প্রণালী।

(গ্রাম ও বাস গৃহ)

ঋগ্বেদসূক্তে কুৎস আঙ্গিরস ঋষি কর্ত্তৃক গৃহপালিত পশু ও গ্রামবাসিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত রুদ্রদেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে বৈদিক যুগে আর্য্যগণ যাযাবর স্বভাব ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের আয়োজন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে গ্রাম সমূহ গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বেদে, গ্রামাদির কোন বিশদ বিবরণ না থাকিলেও বেদ সূক্তোক্ত নানা বিষয়ক বর্ণনা হইতে উপলব্ধি হয় যে আর্য্যগণ পরস্পর সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রাম সমূহে বাস করিতেন। বৌদ্ধ জাতকাদির যুগে ব্যবসা ও বৃত্তি অনুসারে এক এক জাতি গ্রামের এক এক অংশ অধিকার করিয়া বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। নিষাদ চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি হীন জাতিগণের বাস সাধারণ হইতে দূরে গ্রামোপকণ্ঠে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সম্ভবতঃ জাতি বিভাগ প্রথা প্রচলনের পর হইতে এরূপ নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল

(১) ঋঃ ১।১১৪।১

যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্।

এবং বর্ত্তমান কালের পল্লীগ্রাম সমূহে ঠাকুর পাড়া, কায়স্থ পাড়া, নাপিত পাড়া, জেলে পাড়া, চণ্ডাল পাড়া প্রভৃতি সেই প্রাচীন পল্লীবিভাগ পদ্ধতির পরিচয় প্রদান করে।

বৈদিক যুগের আর্য্যগণ, নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে কেহ বা বংশ ও লতা পাতা নির্ম্মিত পর্ণকুটীর, কেহ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেন। (১)

ধনী ও বিলাসীগণ, আতপ তাপ নিবারণ নিমিত্ত সহস্র ছিদ্রবিশিষ্ট অক্ষু (জাল) ইত (মাদুর) তৃণ প্রভৃতি সাহায্যে রমণীগণের কবরীর ন্যায় গৃহাচ্ছাদন (ছাদ) প্রস্তুত করাইয়া লইতেন। (২)

গৃহগুলির নির্ম্মাণ কৌশল সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদের নবম কাণ্ডের তৃতীয় সূক্তে বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গের পল্লীপ্রদেশে এখনও যেরূপভাবে মৃত্তিকা বংশ খড় প্রভৃতি সাহায্যে গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে ঐরূপ ভাবে গৃহস্থগণ গৃহনির্ম্মাণ করিতেন।

(১) অঃ ৩।২২।৫

তৃণং বসানা সুমনা অসস্তমথাস্মভ্যং সহবীরং রয়িং দাঃ।

(২) অঃ ৯।৩।৮

অক্ষুমোপশং বিততং সহস্রাক্ষং বিষূবতি।

অবনদ্ধমভিহিতং ব্রহ্মণা বি চৃতামসি॥

গৃহের চতুষ্কোণে চারিটী ও প্রতি পংক্তিতে দুই হইতে আটটি পর্য্যন্ত স্থূল কাষ্ঠদণ্ড প্রোথিত করিয়া তদুপরি, উপমিত প্রতিমিত, পারিমিত নামক আড়া বড়গা প্রভৃতির ন্যায় বংশদণ্ড সাহায্যে তৃণ ও খড় নির্ম্মিত গৃহাচ্ছাদন (চাল) স্থাপিত হইত। (১)

গৃহনির্ম্মাণার্থ ব্যবহৃত কাষ্ঠদণ্ড গুলির হস্তীপদের ন্যায় স্থূলতা লক্ষ্য করিয়া আর্য্যঋষিগণ গৃহকে, বেদমন্ত্রের অনেক স্থলেই হস্তিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২)

গৃহ বিশেষের সহিত পৃথক ভাণ্ডার গৃহ, শয়নকক্ষ, লতা বিতান ও অগ্নিশালা সংলগ্ন থাকিত, এবং ধনবানগণের গৃহে প্রস্তরনির্ম্মিত ধনভাণ্ডার, অঙ্গন, বহিরাঙ্গন প্রভৃতি গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিত। (৩)

গৃহগুলি এরূপ দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত হইত যে প্রয়োজন

---

(১) অ: ৯।৩।২১

যা দ্বিপক্ষা চতুষ্পক্ষা ষট্‌পক্ষা যা নিমীয়তে।

অষ্টাপক্ষাং দশপক্ষাং শালাং মানস্য পত্নীমগ্নির্গর্ভং ইবা শয়ে।

Within the house constructed with two side posts, or with four or six. Built with eight side posts or with ten, lies Agni like-babe unborn

(২) অ: ৯।৩।১৭

"মিতা পৃথিব্যাং তিষ্ঠসি হস্তিনীব পদ্বতী॥"

(৩) অ: ৯।৩।৭

"হবির্ধানমগ্নিশালং পত্নীনাং সদনং সদঃ।

সদো দেবানামসি দেবি শালে

বোধে সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্থানান্তরে বহনপূর্ব্বক পুনঃ সংস্থাপিত করা যাইত।

যজ্ঞাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে এরূপ অপসারণীয় গৃহ সমূহ দান করা হইত এবং তাঁহারা সেগুলিকে নববধূর মত বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। (১)

ধনীগণ, গৃহতলে উপস্তরণং অর্থাৎ মাদুর বিছাইয়া তদুপরি "আস্তরণম্"বা cushion পাতিয়া রাখিতেন।

দরিদ্রগণ, কুটীরাভ্যন্তর মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া ভূমিতলে উপস্তরণের পরিবর্ত্তে তৃণ গুচ্ছ বিছাইতেন।

গৃহের কাষ্ঠস্তম্ভ সমূহে নানারূপ কারুকার্য্য ও মূর্ত্তি খোদিত হইত।

ঋগ্বেদের ৪।৩২।২৩ ঋক্‌ত্র নগ্নাযুবতীর মূর্ত্তিসম্বলিত কাষ্ঠস্তম্ভের উল্লেখ প্রাচীন আর্য্যগণের ভাস্কর বিদ্যা-নিপুণতার পরিচয় প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত শতদ্বার বিশিষ্ট প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ ও সহস্র স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ প্রভৃতির উল্লেখ হইতে সেই প্রাচীন যুগে আর্য্যগণের স্থপতিবিদ্যা ও প্রস্তরশিল্পে বিশেষ নৈপুণ্যলাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

(১) অঃ ৯।৩।২৪

"বধূমিব ত্বা শালে যত্রকামং ভরামসি।

(২) অঃ ৫।১৯।১২ ; অঃ ১৫।৩।৭ ;

(৩) অঃ ৩।১২।৫ ; ঋঃ ৯।৫৯।৩

তৈজসপত্র

১। প্রাচীন যুগে, দেশে, কাষ্ঠাভাব ছিল না। সিন্ধু উপত্যকার স্বচ্ছন্দবনজাত বৃক্ষসমূহ আর্য্যগণকে গৃহসজ্জা ও তৈজস পত্রাদি নির্ম্মাণ জন্য প্রচুর কাষ্ঠ সম্ভার যোগাইত এবং তাঁহারা তৎসাহায্যে সংসারের নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজস-পত্রাদি প্রস্তুত করিতেন।

তাঁহারা কাষ্ঠ ও রজ্জু সাহায্যে চতুষ্পদবিশিষ্ট খট্টা (প্রোষ্ঠ) প্রস্তুত করিয়া তদুপরি কম্বল, উপাধান প্রভৃতি দ্বারা শয্যারচনান্তর নিদ্রা যাইতেন।

এখনও ভারতের নানা স্থানে এরূপ ভাবে খট্টা (চার পায়া) প্রস্তুত করিয়া লোকে শয়ন করিয়া থাকে।

উপবেশনার্থ আসন্দী (কেদারা, চেয়ার), অর্থাদি মূল্যবান্ দ্রব্য রক্ষার্থ কোষ (বাক্স), কৃভী (চর্ম্মপেটিকা), ধৃতী (দধিরক্ষার্থ পাত্র), দ্রিশন (জলপাত্র), আবন্ধ (বালতি) প্রভৃতি কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইত।

---

(১) ঋ: ৪।৩২।২৩

"কনীনকের বিদ্রধে নবে দ্রুপদে অর্ভকে।
বভ্রূ যামেষু শোভেতে॥"

(২) ঋ: ৭।৩।৭, ১।১৬৬।৪ অ: ৫।১০।৭

"তেভির্নো অগ্নে অমিতৈর্মহোভিঃ শতং পূর্ভিরায়সীভির্নি পাহি।

ঋ: ৪।৩০।২০ ; ঋ: ১০।৫৬।৩

এতদ্ব্যতীত, চামচ,খন্তি, হামানদিস্তা, হাপর, জাঁতা, ছিকা প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল, এবং অলাবুতুম্ব হইতে রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রাদি পর্য্যন্ত সংসারের নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত। (১)

বর্ত্তমান কালে আহার্য্য দ্রব্য রক্ষার নিমিত্ত চর্ম্মপাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলেও পূর্ব্বকালে জল, মধু, প্রভৃতি রক্ষার নিমিত্ত চর্ম্মপাত্রের ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল না।

গৃহস্থালীর নিমিত্ত আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি লৌহকার গণের দ্বারা প্রস্তুত করান হইত। প্রাচীনকালে লৌহকার গণকে "কর্ম্মকার" বলিত, এবং তাঁহরা দাত্রম্ (দা), শুন (লাঙ্গলের ফাল), অঙ্কুষ, সুঁচী, কুলীশ, (কুঠার) ক্ষুর প্রভৃতি হইতে অসি, রিষ্টি (সরকী) পরশু (কুঠার,), নিষঙ্গ (তুনীর), শিপ্র (কীরিট) দ্রাপি (লৌহ বর্ম্ম), বর্ষা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সমূহ নির্ম্মাণ করিতেন।

১। ঋঃ—৮।১০।২১-২৯

বেশ ভূষা

প্রাচীন আর্য্যপুরুষগণ দ্বিবস্ত্র ব্যবহার করিতেন। পরিধেয় বসনকে "পভস্ত" ও উত্তরীয়কে "ভদ্রি" বলিত। (১)

বর্ত্তমান কালের ন্যায়, তৎকালেও পরিধান বস্ত্র সমূহের নিমিত্ত সূচীকার্য্য সাহায্যে পাড় প্রস্তুত করা হইত এবং বেদের ঋষি পরিধেয়বসনের পাডদ্বয়কে প্রাতঃসূর্য্য এবং সায়ংসূর্য্য ও উভয়ের অন্তর্বর্ত্তী অংশ ভাগকে সূর্য্যের গমনপথ বা অন্তরীক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (২)

যজ্ঞাদি বিশেষ ব্যাপার উপলক্ষে মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত উত্তরীয় ব্যবহৃত হইত এবং কেহ কেহ মস্তকে "উষ্ণীষ" ধারণ করিতেন। (৩)

কার্পাশসূত্র, বা উর্ণ (পশম) দ্বারা বস্ত্রবয়নপূর্ব্বক সে গুলিকে শ্বেত, রক্ত, পীত, প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ব্যবহার করা হইত। (৪)

ঋগ্বেদের ৫।৪৪।১১ ঋক্ হইতে অবগত হওয়া যায় যে বশিষ্টগণ কেবল শ্বেত বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। (৫)

১। অঃ ৪।৭।৬, অঃ ৯।১০।৭

২। ঋঃ ১।৯৫।৭ উগুংযমীতি সবিতেব বাহূ উভে সিচৌ যততে ভীম ঋঞ্জন্।

৩। ঋঃ ১।১৬৬।১০ ৪। ঋঃ ৫।৪৪।১১ ৫। ঋঃ ৭।৩৩।১

নারীগণ বস্ত্রদ্বারা দুই অঙ্গ আবৃত করিয়া সাধারণে বহির্গত হইতেন, কিন্তু মস্তকে অবগুণ্ঠন প্রদান প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিলনা। ঋগ্বেদের ৮।৩।১৯ ঋক্এ স্ত্রীরূপী প্লায়োগির প্রতি ইন্দ্রের উপদেশ হইতে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদেশিক যুগে, নিজ অভিরুচি অনুসারে কেহ গুম্ফ শ্মশ্রু মুণ্ডন কেহ বা ধারণ করিতেন। (১)

পুরোহিতগণের পক্ষে সম্ভবতঃ মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক শিখা ধারণের রীতি ছিল, কারণ বেদে শিখা বন্ধনের নিমিত্ত একটি পৃথক মন্ত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষৌরকারগণ, ক্ষৌর কার্য্য দ্বারা নরগণের মুখমণ্ডল শ্রীসম্পন্ন করিতেন বলিয়া ঋষিগণ ক্ষৌর কার্য্যকে বহ্নি কর্তৃক বনদাহনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (২)

তৎকালে অবগাহন জন্য বর্ত্তমান কালের ন্যায় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার প্রচলিত ছিল, এবং অঙ্গসৌরভ নিমিত্ত কামিনীগণ স্নানান্তে "গুগগুলু, পিলা, নলাদি, ঔক্ষগন্ধি, প্রমন্দিনী" নামক পঞ্চ সুগন্ধি দেহে অনুলেপন করিতেন। (৩)

কেশপ্রসাধন নিমিত্ত শতদন্ত বিশিষ্ট "কঙ্কট" বা চিরুণী ব্যবহৃত হইত, এবং নারীগণ ওপাশ, কুরীর, কুম্ভ অর্থাৎ শৃঙ্গ, জাল বা কুম্ভের ন্যায় কবরী বন্ধন পূর্ব্বক মনোজ্ঞ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া সাধারণে বহির্গত হইতেন। (৪)

১। ঋঃ ০।২৬।৭, অঃ ৬।৫৮ ২। ঋঃ ১০।১৪২।৪
৩। অঃ ৬।১২৪।৩; অঃ ৪।৩৭।১৩ ৪। অঃ ৬।১৩৮

বর্ত্তমান কালে পাঞ্জাব কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্য বাসিনী রমণীগণের মধ্যে এরূপ কবরীবন্ধন প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রী পুরুষ সকলেই অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, এবং গলদেশে "নিষ্ক" বক্ষে "রুক্ম" হার স্রজ, ও অন্যান্য অঙ্গে "খাদি" কর্ণশোভন, মণি, সিপ্র, হস্তত্র প্রভৃতি ধারণের রীতি ছিল।

অলঙ্কার গুলি সম্ভবতঃ স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত হইত কারণ বেদে রৌপ্যাপেক্ষা স্বর্ণেরই বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কৃষি

প্রাচীন আর্য্যগণের, "কৃষিই" জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। ভূমিকর্ষণের নিমিত্ত প্রথমে খদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত লাঙ্গল (ফাল, সীতা) ব্যবহৃত হইত, এবং কালে লৌহ নির্ম্মিত লাঙ্গল তৎস্থান অধিকাব করিয়াছিল। (১)

কথিত আছে যে বেনেব পুত্র পৃথুই হলসংযোগে ভূমি কর্ষণ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন (২) এবং অশ্বিনীদ্বয় মনুকে বীজবপন শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভূমিকর্ষণ নিমিত্ত, বর্ত্তমান কালের ন্যায় তৎকালেও কৃষকগণ চর্ম্ম, বা ভাঙ্গ বৃক্ষের ত্বক্ হইতে নির্ম্মিত রজ্জু সাহায্যে বলীবর্দ্দ দুটীকে যোঁয়ালের সহিত আবদ্ধ কবিয়া হলচালনা করিতেন এবং মাঝে মাঝে আজনী (ক্ষুদ্র যষ্ঠি) সাহায্যে তাহাদিগের শ্লথ গতি দ্রুত করিয়া দিতেন।

কর্ষিত ভূমিতে ঘৃত মধু প্রভৃতি সিঞ্চনান্তর মঙ্গলাচবণ পূর্ব্বক বীজ বপন করা হইত। (৩)

১। শিঃ ৫।৬।৬ অঃ ৩।১৭।৩ ২। অঃ ৮।১০।৪।১১

"তাং পৃথী বৈন্যোধোক্ তাং কৃষিং চ সস্যং চাধোক।"

৩। অঃ ৩।১৭।১৯

শস্য ক্ষেত্রে জলসেচন নিমিত্ত হ্রদ, নদী, তড়াগ প্রভৃতি হইতে সেঁচপ্রণালী কাটিয়া জল আনয়নের ব্যবস্থা ছিল। (১)

সেঁচপ্রণালী অভাবে তাঁহারা ক্ষেত্র সন্নিকটে কূপ খনন পূর্ব্বক রজ্জু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত বালতি সাহায্যে জল উত্তোলন করিয়া সেঁচকার্য্য সমাধা করিতেন। সুগভীব কূপ হইতে জলউত্তোলন করা সময় ও শ্রম সাধ্য বলিয়া তাঁহারা "অশ্মচক্র" বা কপিকল যন্ত্রেব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। (২)

সেঁচপ্রণালীর স্রোতাবরোধ লইয়া প্রায়শঃই আর্য্যগণেব নিজেদের মধ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হইত।

যাহাতে শস্যের হানিকব কীট পতঙ্গাদি ক্ষেত্রে আপতিত হইয়া শস্য নষ্ট না করে তন্নিমিত্ত তাঁহাবা নানারূপ মন্ত্র ও যাদু প্রয়োগ করিতেন। (৩)

শস্য পক্ক হইলে ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতৃ গন্ধর্ব্বেব উদ্দেশে সর্ব্ব প্রথমে তিন আঁটি উৎসর্গ করিয়া উহা কাস্তে দ্বারা কর্ত্তন করা হইত এবং (৪)

১। ঋঃ ৩।৪৫।৩ প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা হ্রদং কুল্যা ইবাশত ॥

অঃ ৪।১৫।১২ "অব নীচীরপঃ সৃজ বদন্তু পৃশ্নিবাহবো মণ্ডুকা ইরিণানু ॥"

২। ঋঃ ১০।১০১।৫—৭ ৩। ঋঃ ১০।৬৮।১ ৪। অঃ ৩।২৪।৬

কর্ত্তন শেষ হইলে ক্ষেত্র হইতেই শস্য "মাড়াই" "ঝাড়াই" প্রভৃতি কার্য্য সমাপন করিয়া "খাড়ি" নামক পরিমাপ দ্রব্য সাহায্যে সংগৃহীত শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক উহা গৃহ সংলগ্ন গোলায় সঞ্চিত করিয়া রাখা হইত। (১)

যব, ধান্য, মুগ, মাষ, তিল প্রভৃতি ফসল ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইত বলিয়া জানিতে পারা যায়। অথর্ব্ববেদে কৃষিকেই গো, ছাগ, মেষ, অর্থ, ধন, যান বাহন প্রভৃতি সকল সম্পদের আকর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (২)

যজ্ঞাদি বর্ণনা কালে আর্য্য ঋষিগণ কৃষি হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়া নানাভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন।

বেদে রক্তপদ্মসমাকীর্ণ স্বচ্ছসরোবর ও ফলবৃক্ষপূর্ণ উদ্যান বাটিকার উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে আর্য্যগণ ফল লাভের নিমিত্ত ফলবান্ বৃক্ষাদি অতি যত্নের সহিত রোপণ করিতেন। (৩)

তৎকালে জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ জন্য পরিমাপপদ্ধতি

১। ঋঃ ৪।৩২।১৭

২। অঃ ৩।১৭।৩ লাঙ্গলং পবীরবৎ সুশীম সোমসৎসরু।
উদিদ্ বপতু গামবিং প্রস্থাবদ্ রথবাহনং পীবরীং চ প্রফর্ব্যম্।

৩। অঃ ৫।১৭।৬

উদ্ভাবিত হইয়াছিল (১) এবং উর্ব্বরতাশক্তি ও নিকৃষ্টতানুসারে খিল, ধান্ব, আরণ্য ও উর্ব্বর এই কয় শ্রেণীতে জমি বিভক্ত করা হইত। (২) স্কন্ধের উভয়দিকে দুই হস্ত সমসূত্রে লম্বিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দূরত্বকে "ব্যাম," বলে। ব্যাম অনুসারে বংশ দণ্ড চিহ্নিত করিয়া তৎসাহায্যে ভূমি পরিমাপ করা হইত। (৩) ভারতের পল্লীপ্রদেশে এখনও গৃহস্থ ও কৃষকগণ সেই প্রাচীন প্রথার অনুকরণে চিহ্নিত বংশখণ্ড সাহায্যে ভূমি পরিমাপ করিয়া থাকেন। এক দিনমান মধ্যে অশ্বারোহীগণ যতদূর পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম হন অশ্বের গতি অনুসারে তাহাকে ত্রি বা পঞ্চযোজন বলা হইত এবং এইরূপভাবে সময় ও পথের অনুপাতে প্রাচীন আর্য্যগণ স্থান সমূহের দূরত্ব নিরূপণ করিতেন (৪)

দুর্ভিক্ষ

প্রাচীন কালেও মাঝে মাঝে শস্যহানিবশতঃ দুর্ভিক্ষ ঘটিত। কীট, পতঙ্গ, পঙ্গপাল প্রভৃতি কৃষির শত্রুছিল। আর্য্যগণ ইহাদিগের উপদ্রব হইতে শস্যরক্ষার নিমিত্ত মন্ত্র ও যাদু প্রয়োগ করিতেন।

১। ঋঃ ৩।৩৮।৩, ৮।৪৪।১, ২।১৫।৩ ২। অঃ ৭।১৫।৪, ৭।১১৭।১, ১২।১।১১ ঋঃ ৮।৮০।৬, ১।১১০।৫ ৩। অঃ ৬।১৩৭।২ ৪। অঃ ৬।১৩১।৩

দুর্ভিক্ষকালে বিষাক্ত লতা পাতা ভক্ষণ করিয়া দেশবাসিগণ প্রাণধারণ করিয়াছেন, এবং খাদ্যাভাবে বহু লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বেদে বিরল নহে। *

গৃহপালিত পশু

আর্য্যগণ, গো, অশ্ব ছাগ, মেষ, মহিষ, কুকুর, গর্দ্দভ প্রভৃতিকে গৃহপালিত পশুরূপে পালন করিতেন।

গো হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ দধি ঘৃত প্রভৃতি তাঁহাদিগের নিত্য সম্পাদ্য "অগ্নিহোত্রের সকল সামগ্রী যোগাইত এবং ষণ্ড ও বলীবর্দ্দ সমূহ ক্ষেত্রচাষ ও শকট টাননে সহায়তা কবিত। আরোহণ ও রথবহন নিমিত্ত অশ্ব ব্যবহৃত হইত। অশ্ব আর্য্যগণের অতি প্রিয় ছিল কারণ বেদে অশ্বপালন ও অশ্বসজ্জা সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কুকুর, গৃহপালিত পশুগণকে গোষ্ঠে হিংস্র (১) জন্তুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা কবিত ও রাত্রে গৃহে চৌকি দিত। (২)

বর্ত্তমানকালে রজকগৃহে ভার বহন কার্য্যে নিয়োজিত হইলেও গর্দ্দভ পূর্ব্বকালে রথবহনার্থ ব্যবহৃত হইত। (৩)

* ঋ: ৩।৮।২, ৩,৫৩।১৫, ৮।১৮।১১, ৮।৫৫।১৪, ১০।৪৩।১ অ: ৬।৫০ ঋ: ১০।১১৭।২—৩, অ: ৪।৭।১-৩ অ: ৪।১৭।৬

১। ঋ: ৪।১৫।৬, ৮।২২।২, ১।১০।৮ ২। ঋ: ৭।৫৫।৩, অ: ৫।৮।৪, ৮।৩৭, ৪।৩৬।৬ ৩। ঋ: ৮।৭৪।৭

মেষলোমনির্ম্মিত বস্ত্র বয়ননিমিত্ত আর্য্যগণ গান্ধার দেশ জাত মেষ সমূহকে গৃহপালিত পশুরূপে পালন করিতেন (১)

ষণ্ড, অশ্ব, ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতিকে যজ্ঞীয় পশুরূপে হত্যা করিয়া দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইত।

প্রাচীন যুগে গৃহস্বামীগণ গৃহপালিত পশুগণের কর্ণ-বিদ্ধ করিয়া দিতেন এবং বর্ত্তমানকালের ন্যায় কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত বলীবর্দ্দ সমূহের মুষ্কচ্ছেদন প্রথাও তৎকালে প্রচলিত ছিল (৩)

গৃহপালিত পশুগণ এক পক্ষে গৃহস্থগণের ধনসম্পত্তি বলিতে সর্ব্বস্বছিল এবং তাঁহারা অতি যত্নের সহিত তাহা-দিগকে পালন করিতেন।

গোচারণের নিমিত্ত পৃথক পৃথক গোঠ, গোষ্ঠব্রজ প্রভৃতি ছিল, এবং গোচারণকালে রাখালগণ, শিকারী কুকুরের সাহায্যে গোধনগণকে হিংস্র জন্তু প্রভৃতির গ্রাস হইতে রক্ষা করিত। রাত্রিকালে দস্যু তস্করের ভয়ে গ্রামস্থ সকল গৃহ পালিত পশুগণকে গ্রামের মধ্যভাগে গ্রামপ্রধানের তত্ত্বাবধানে গোশালায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এই গোশালাকে গোত্র ও গ্রামপ্রধানকে গোষ্ঠীপতি বলিত এবং সকলে এই

১। ঋঃ ১।১২৬।৭ ২। ঋঃ ৪।২৪।১০ ৩। অঃ ৬।১৩৮।২, ৬।১৪১।২

গোত্র দ্বারাই সাধারণে পরিচিত হইতেন। যাঁহারা এক গোত্রে গোধন আবদ্ধ রাখিতেন তাঁহারা পরস্পরের সহিত অন্তরঙ্গ ও সৌহার্দ্দ সূত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাদিগের পুত্র কন্যাগণ পরস্পরের সহিত ভ্রাতাভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সম্ভবতঃ এই রীতি অনুসরণেই হিন্দুসমাজে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (১)

কৃষি, তথা ধন সম্পত্তি স্বাস্থ্য সুখ প্রভৃতির মূলীভূত কারণ গোকে আর্য্যঋষিগণ মাতা বসুন্ধরার ন্যায় দেবী জ্ঞানে ভক্তি করিতেন, এবং গোধন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত নগণ্য রাখালবালককেও তাঁহারা সূর্য্য ও ইন্দ্রের সহিত তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। (২) জীবনধারণের পক্ষেও গোধন জাত পুষ্টিকর দুগ্ধ দধি সর নবনী ঘৃত প্রভৃতির উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা গো হত্যা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তৃষ্ণার্ত্ত গোধনগণের পিপাসা নিবারণ জন্য স্থানে স্থানে জলপূর্ণ বিশাল কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র সমূহ রক্ষিত হইত। (৩)

১। অ: ৪।২১।১, অ: ৩।২।৫
ঋ: ২।২৩।৩ বৃহস্পতে ভীমমমিত্রদম্ভনং রক্ষোহণং গোত্রভিদং স্ববিদম্ ॥

২। ঋ: ৬।১৯।৩, ৭।৬০।৩

৩। ঋ: ৬।২৮।৭, ৫।৫০।৪, অ: ৭।৭৫।১

দুগ্ধদোহনের নিমিত্ত দুগ্ধক নামক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিয়োজিত থাকিলেও গৃহস্বামীর কন্যাগণই দুগ্ধ দোহন কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং এই দুগ্ধ দোহন নিমিত্তই কন্যার এক নাম দুহিতা হইয়াছে। (২)

বেদে ঋষিগণ, দুগ্ধপাত্র হস্তে গোত্র প্রত্যাগতা সারি সারি দুহিতাগণের সুন্দর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

১। অঃ ৭ ৭৩।৬, ৯।১০।৪

খাদ্য ও আহার

আর্য্যগণ, কৃষিজাত তণ্ডুল, যব, তিল, শিম প্রভৃতি রৌদ্রে শুষ্ক বা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিতেন। (১)

অশ্ব, ষণ্ড, মহিষ, মেষ, ছাগ প্রভৃতিকে বধ্যমঞ্চে হত্যা করিয়া রন্ধনপূর্ব্বক তন্মাংস ভোজন প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল। (২)

মৃগয়ার্থ পক্ষীশিকার এবং ক্রীড়ার্থ মৎস্য ধৃত করিলেও বেদে আর্য্যগণকর্ত্তৃক মৎস্য ও পক্ষীমাংস ভোজনের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোধন জাত দুগ্ধ ঘৃত নবনীত দধি, ও মৌচক্র হইতে আহরিত মধু আর্য্যগণের প্রিয় আহার্য্য সামগ্রী ছিল, এবং তাঁহারা গোধুম বা তণ্ডুল চূর্ণ সংযোগে ইহা দ্বারা অতি উপাদেয় "করম্ভ, মন্থ" এবং পুরোডাশ (পিষ্টক) প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন (৩)

১। অ: ৬।১৪০।৪, ৩।৩৪-৩৫, ঋ: ৮।৬৬।১০

২। অ: ৬।৭১।১, ঋ: ১।১৬৪।৪৩, ৫।২৯।৭, ১০।২৭।১৭, ১।১৬২।৩
ঋ: ১০।৪৬।১৮, ৬।৫৩।২২

৩। অ: ১২।৪।৩৫, ৪।৭।২, ৪।৬।২

আর্য্য ঋষিগণের কল্পনাময়ী দৃষ্টি উপমার সন্ধানে রন্ধনশালার অগ্ন্যুত্তাপের মধ্যেও প্রবেশ করিতে বিরত হয় নাই। তাঁহারা উত্তপ্ত জলমধ্যে ফুটন্ত তণ্ডুলগুলিকে পুষ্পিতা নারীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। (১)

পত্র ও পদ্মপত্র সমূহই তাঁহাদিগের ভোজন পাত্রের কার্য্য করিত। (২)

শালুক, মৃণাল, ইক্ষু প্রভৃতি ফলের ন্যায় ভক্ষিত হইত এবং তাঁহারা সোমলতা হইতে এক প্রকার মাদকরস নির্গত করিয়া প্রচুর পরিমাণে পান করিতেন। (৩)

এতদ্ব্যতীত যব ও তণ্ডুল হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিয়া পান করার প্রথাও প্রচলিত ছিল কিন্তু মানবের স্বাস্থ্য, চরিত্র ও সংসারেব সুখশান্তিব উপর সুরাপানের কুফল লক্ষ্য করিয়া ঋষিগণ পূর্ব্ব হইতেই এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। (৪)

১। অঃ ১২।৩।২৯

উত্তোধন্ত্যভি বলগন্তি তপ্তাঃ ফেনমস্যন্তি বহুলাশ্চ বিন্দূন্।
যোষেব দৃষ্টা পতিমৃত্বিয়ায়ৈ তৈস্তণ্ডুলৈর্ভবতা সমাপঃ॥

২। অঃ ৮।১০।২৭

৩। ঋঃ ৮।২।২

৪। ঋঃ ১১৬।৭

যান বাহন

প্রাচীন আর্য্যগণ অশ্ব, অশ্বতর, গোশকট ও অশ্ববাহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতেন। (১)

এতদ্ব্যতীত হস্তী, ও মৃগবাহিত রথেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (২)

ভ্রমণার্থ এক, দ্বি ও চতুরশ্ববাহিত রথ ব্যবহৃত হইত কিন্তু একারোহণ সাধারণের চক্ষে হীনকর বলিয়া বিবেচিত হইত। (৩)

রথচক্রের প্রধি, স্কন্তাস, বন্ধুরথ, রশ্মি, ঈশা, অক্ষ (আল) ব্যোম (স্তম্ভদণ্ড), প্রতিধি, সপ্যা এবং অশ্বসজ্জার কাশ্ব, রশ্মি, অভিশ্ব (লাগাম) প্রভৃতির উল্লেখ হইতে স্বতঃ অনুমান হয় যে সেই প্রচীন যুগেও রথচক্রনির্ম্মাণকার্য্য অতি উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। (৪)

ইণ্ডোজার্ম্মেণীক ভাষার অন্তর্গত সকল ভাষাতেই বহন ও বাহন বোধক শব্দ সমূহ "ভেগ" (Vegh) ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু চক্রের পাখী ও চক্রনেমির

১। অঃ ৩।১১।৫, ৮।৮।২১ ২। ঋঃ ৫।৫২।৮, ৫।৫৫।৬

৩। ২০।১২৫।৩

৪। ঋঃ ১।১৮০।১ ; ১।৩৪।২, ১।৫।২৮, ৮।৪৭।২, ৮।৫।২৯, অঃ ১৪।১।৮, ১১।৭।৯

(Spokes and fellies) বিভিন্ন অংশের নামে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না।

ইহা হইতে অনুমান হয় যে পূর্ব্বে প্রস্তর নির্ম্মিতস্থূলচক্র সাহায্যে শকট চালিত হইত এবং শকটনির্ম্মাণকার্য্য উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আর্য্যগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কোন কোন রথ এরূপভাবে নির্ম্মিত হইত যে তাহাতে অষ্ট আরোহী একত্র উপবেশন করিতে সক্ষম হইতেন। (১)

রথাশ্বগুলিকে অতি যত্নের সহিত স্নান মর্দ্দন ও উত্তম সাজ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া রথে যোজনা করা হইত।

রথ ও অশ্বকে আর্য্যঋষিগণ যজ্ঞের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (২)

সাধারণতঃ মালবহনের নিমিত্ত প্রস্তরচক্রবিশিষ্ট গো-শকট, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত এবং কখন কখন তাঁহারা বংশদণ্ডের সহিত লম্বিত রজ্জু (সিকা) সাহায্যে স্কন্ধে করিয়া দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতেন। (৩)

বেদসূক্তে প্রায়শঃই সুগমও দুর্গম পথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ঋষিগণের, পদ্মপুষ্করিণী সমন্বিত ছায়াবহুল

১। ১০।৫৩।৭ ২। ৭।৭০।১

৩। অঃ ১৩।৪।৮

পথের নিমিত্ত প্রার্থনা হইতে অনুমান হয় যে তৎকালে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত প্রশস্ত বর্ত্মের একান্ত অভাব ছিল না। (১)

আর্য্যগণ, জলপথে বিচরণের নিমিত্ত নৌকা ও অর্ণবযান ব্যবহার করিতেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০১ সূক্তের ২য় ঋকে অর্ণবপোত নির্ম্মাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (২)

"পাণিনামক অনার্য্য দস্যুগণের পণ্যসম্ভার লইয়া দূরপথে ভ্রমণ (৩) এবং ধনিক ভুজ্যুর সমুদ্রপথে জলমগ্ন হওয়া ও অশ্বিনীকুমারগণ কর্ত্তৃক উদ্ধারের বিবরণ হইতে বিবেচনা হয় যে প্রাচীন যুগে সমুদ্র যাত্রা অপ্রচলিত ছিল না। (৪)

১। ঋ: ৭।৯৫।৫, অ: ৪।৩৭।৪, ঋ: ১।৯০।৩ অ: ৬।১০৬।১
ঋ: ৭।৩৫।১৫, ১০।৮৫।২৩

২। ঋ: ১০।১০ ।১

মন্দ্রা কৃণুধ্বং ধিয় আ তনুধ্বং নাবমরিত্রপরণীং কৃণুধ্বম্।

Make pleasant hymns, spin out your songs and praises build ye a ship equipped with oars for transport.

৩। অ: ৩।৬।৭, ঋ: ২।৪২।১, অ: ৩।৬।৭,

৪। ঋ: ১।১:৬।৩-৫,

* এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জন্য প্রথম খণ্ডের প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর ভৌগলিক বিবরণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঋগ্বেদের ৯।৪১।২ ঋ ক এ সেতুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত আর্য্যগণ ক্ষুদ্র নদী, ঝরণা, খাল প্রভৃতির উপব বৃক্ষ ও লতাপাতাদি-সাহায্যে উহা প্রস্তুত করিতেন।

আমোদ প্রমোদ

প্রাচীন আর্য্যগণ, মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা তীর, ধনু, ও শিকারী কুকুরের সাহায্যে বন্যহস্তী ষণ্ড বরাহ মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি বধ করিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন। (১)

কখন কখন বাগুরা বিস্তার দ্বারা সিংহ ষণ্ড ও পক্ষী প্রভৃতিকে জীবন্ত অবস্থায় ধৃত করা হইত। (২)

বর্ত্তমান কালের ন্যায় পণ রাখিয়া ঘোড়দৌড় খেলা প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল, এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকারে সমর্থ অশ্বের প্রভু পারিতোষিক লাভ করিতেন। (৩)

১। ঋঃ ১০।৪০।৪, ১।৮৮।৫, ৭।৫৫।৪

ঋঃ ১০।৫১।৬, ৮।৫৫।৪, ঋঃ ১০।৮৬।৪

২। ঋঃ ৫।৭৪।১, ৪।২১।৮, ১০।২৮।১০-১১, ২।২৯।৫

৩। ঋঃ ১০।৭৪।১, ১।১৬২।১০

ঋঃ ৭।৯৩।৩

"উপো হ যদ্বিদথং বাজিনো গুর্ধীভির্বিপ্রাঃ প্রমতিমিচ্ছমানাঃ।
অর্বন্তো ন কাষ্ঠাং নক্ষমাণা ইন্দ্রাগ্নী জোহুবতো নরস্তে॥

"......They are like steeds who come into the racecourse

বেদে, অক্ষ ও দ্যূতক্রীড়া দ্বারা আমোদ প্রমোদ উপভোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

"বিভীতক্ নামক বৃক্ষের ফল হইতে অক্ষ প্রস্তুত হইত, এবং ক্রীড়কগণ অক্ষে ঘৃত প্রক্ষেপ পূর্ব্বক দেবগণের নিকট জয় কামনা করিয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন।

অক্ষক্রীড়ার নিমিত্ত ত্র্যধিক পঞ্চাশৎ বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত ছক্ ব্যবহৃত হইত। (২)

অক্ষক্রীড়ার বিরাট অনুষ্ঠান, অক্ষ নিক্ষেপ, ও পণ প্রভৃতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামোল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে তৎকালে দ্যূতক্রীড়া বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। (৩)

দ্যূতক্রীড়া, পাপকার্য্য বলিয়া পরিগণিত না হইলেও পিতাগণ দ্যূতক্রীড়াসক্ত পুত্রগণকে বিশেষ ভৎর্সনা করিতেন। (৪)

ঋ: ২।৩৪।৩

উক্ষন্তে অশ্বাঁ অত্যাঁ ইবাজিষু নদস্য কর্ণৈস্তুরয়ন্ত আশুভিঃ।
হিরণ্যশিপ্রা মরুতো দবিধ্বতঃ পৃক্ষং যাথ পৃষতীভিঃ সমন্যবঃ॥

The Maruts drip like horses in a race.

১। ঋ: ১০।৪২।৯, ১০।৪৩।৫

২। ঋ: ১০।৩৪।৮

ত্রিপঞ্চাশঃ ক্রীলতি ব্রাত এষাং দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা।
উগ্রস্য চিন্মন্যবে না নমন্তে রাজা চিদেভ্যো নম ইৎকৃণোতি॥

৩। ঋ: ৪।৩৮।১-৩ ৪। ঋ: ২।২৯।৫

* এ মহানর্থকারিণী ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া অনেকে ধন, সম্পত্তি, স্ত্রী এবং নিজ স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইতেন। (১)

অথর্ব্ববেদের ৬।৭০।১ এ উল্লিখিত আছে যে অক্ষক্রীড়ার নিমিত্ত গুপ্তগৃহসমূহে ক্রীড়কগণের নিমিত্ত মদ্য মাংস প্রভৃতিরও আয়োজন থাকিত।

দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপানাভ্যাসহেতু কোন কোন ঋষিও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। (২)

অক্ষক্রীড়ায় মত্ত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র পরিবার ও সংসারের শোচনীয় অবস্থা বেদের ঋষি অতি উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। (৩)

১। ঋঃ ১০।৩৪।২-৪ ২। ঋঃ ৭।৮৬।৬

* "কিতবাসো যদ্রিরিপুর্ন দীবি যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম।"

—ঋঃ ৫।৮৫।৮

If we, as gamesters, cheat at play, have cheated done wrong unwittingly sinned of purpose.

৩। ঋঃ ১০।৩৪।১০-১১

জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক স্বিৎ।
ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছমানোঽন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি॥
স্ত্রিয়ং দৃষ্টায় কিতবং ততাপান্যেষাং জায়াং সুকৃতং চ যোনিম্।
পূর্ব্বাহ্নে অশ্বান্যুযুজে হি বভ্রূন্‌ৎসো অগ্নেরন্তে বৃষলঃ পপাদ॥

সঙ্গীত রসাস্বাদন দ্বারা চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত তৎকালে গর্গর, গোধা, পিঙ্গা, কর্করী, বীণা, দুন্দুভি, বেণু, গাথা, গাথাপতি, বাকুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল (১) এবং আর্য্যগণ ঐ সকল যন্ত্র সমূহের বাদ্য সংযোগে নর্ত্তকনর্ত্তকীগণের নৃত্য গীত শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন। (২) মাঝে মাঝে ফুল সাজে সজ্জিত বালক বালিকাগণ দোলনায় আরোহণ পূর্ব্বক তানলয় সংযুক্ত কণ্ঠ সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া, ও মল্লগণ মুষ্টিযুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। (৩) আর্য্যঋষিগণ, পৃথিবীকে "যস্যাং. গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্ত্যা বৈল্যবাঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে ভারত তৎকালে আনন্দধামই ছিল। (৪)

১। অঃ ৪।৩৭।৪, ঋঃ ৭।৫৮।৯, ৯।১।৮,

২। অঃ ৫।২৬।৩, ঋঃ ৫।৫২।১২, ১০।৭২।৬

ঋঃ ১।৯২।৪

অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্।
জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বতী গাবো ন ব্রজং ব্যুষা আবর্ত্তমঃ॥

৩। ঋঃ ৩।২০।২০ ৪। অঃ ১২।১।৪১

ব্যবসা বাণিজ্য

ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদের অনেক সূক্তেই ধনাভিলাষী ব্যক্তি-গণের নৌবহর লইয়া সমুদ্র গমনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

ঋগ্বেদের ১।১১৬।৫ ঋক্‌এ উল্লিখিত শতদাঁড়বিশিষ্ট বিশাল জলযান যে সমুদ্র বাণিজ্যের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথর্ব্ববেদের ৩য় কাণ্ডের পঞ্চ-দশ সূক্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে বণিক্‌গণ দ্রব্যবিনিময় ও পণ্য বিক্রয় নিমিত্ত অতি দূরদেশে গমন করিতেন এবং পথিমধ্যে আপদ হইতে ত্রাণলাভের নিমিত্ত বাণিজ্য যাত্রার পূর্ব্বে বাণিজ্যের অধিপতি ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান ও শুভকামনা পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। (২)

গৃহ হইতে অনুপস্থিতি কালে অগ্নিদেবতা বণিকের স্ত্রী পুত্র ধন সম্পত্তি ও গবাদি, এবং তাঁহার নিজ জীবনকেও রক্ষা করিতেন বলিয়া শত রত্নলাভের নিমিত্ত তাঁহারা ঘৃত

১। ঋঃ ১।৪৮।৩, ১।৫৬।২

২। অঃ ৩।১৫।৪-৬,

সমিধ্ ও আহুতি সংযোগে অগ্নিদেবতারও অর্চ্চনা করিয়া বর প্রার্থনা করিতেন। (১)

ঋগ্বেদে পণ্যব্যবসায়ী পাণি নামক অনার্য্য দস্যুগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা রসানদীর অপরতীরে বাস করিতেন এবং তাঁহারা প্রভূত বিত্তশালী ছিলেন। (২)

তাঁহারা অতি কৃপণ ও দানবিমুখ ছিলেন. বলিয়া আর্য্যগণ প্রায়শঃই তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগের পণ্যসম্ভার লুণ্ঠন করিতেন এবং কখন কখন তাঁহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না।

বণিকশ্রেষ্ঠ ব্রীভু, পাণিজাতীয় হইলেও বদান্যতা ও দানশীলতার নিমিত্ত ঋষিগণ কর্ত্তৃক ঋক্‌মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। (৩)

আর্য্য সভ্যতার প্রথম অবস্থায় পশ্বাদিই মূল্য বা বিনিময় দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইত, এবং এখনও রোমানগণের মধ্যে মুদ্রা অর্থে "পেশু" শব্দের ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহা সেই প্রাচীন পশু শব্দেরই অপভ্রংশ।

অথর্ব্ববেদের "পঞ্চরুক্মা পঞ্চ নবানি বস্ত্রা পঞ্চাস্মৈ ধেনবঃ কামদুঘা ভবন্তি।" —৯।৫।২৫-২৬

১। ঋঃ ৩।১৮।৩, অঃ ৩।১৫।৭

* প্রাচীন সপ্ত সিন্ধুর ভৌগলিক বিবরণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

২। ঋঃ ১।৮৩।৪, ১০।১০৮।৩

৩। ঋঃ ৬।৪৫।৩১-৩৩

শ্লোকে দক্ষিণাদ্রব্য মধ্যে রুক্ম, এবং ঋগ্বেদের ৮।৩৮।২ ঋক্ এ ইন্দ্রের নিকট গো অর্থ অলঙ্কার প্রভৃতির নিমিত্ত প্রার্থনায়

"সচা মনা হিরণ্যয়া ।"

শ্লোকাংশে "মনার" উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে পরবর্ত্তী কালে বিনিময় জন্য স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল।

স্থলপথে, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, গর্দ্দভ প্রভৃতির পৃষ্ঠে করিয়া পণ্যদ্রব্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া হইত।

ব্যবসায়ীগণ পণ্যের নিমিত্ত ক্রেতাগণের নিকট উচ্চ মূল্য প্রার্থনা করিতেন, এবং কখন কখন উপযুক্ত মূল্যাভাবে পণ্য অবিক্রীত অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতেন। (১)

প্রাচীনকালে, চরকা সাহায্যে সুতাকাটা ও মেষলোম হইতে উর্ণ প্রস্তুত করা নারীগণের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। ঋগ্বেদসূক্তে বস্ত্রবয়নের বহু উপমা, এবং সিন্ধুকে খাদ্য বস্ত্র ও উর্ণ সম্পদের অধিকারিণী বলিয়া সম্বোধন হইতে প্রতীতি হয় যে বৈদিক যুগে বয়নশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। (২)

১। ঋ: ৪।২৪।৯

২। ঋ: ১০।৯৯, ঋ: ১০।১৩০।১

ঋ: ৬।৯।২

নাহং তন্তুং ন বি জানাম্যোতুং ন যং বয়ন্তি সমরেঽতমানাঃ।

I know not either warp or woof, I know not the web they weave when moving to the contest.

বৈদিকযুগে রাজপদে মনোনীত ব্যক্তি অভিষেক কালে "তর্পা" নামক রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতেন। (১)

মহাভারতের সভাপর্ব্বের সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিভিন্ন দেশীয় রাজন্যগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত উপহার ও উপঢৌকনাদির মধ্যে মহার্হ "ক্ষৌম বস্ত্রের" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

রামায়ণের বালকাণ্ডের চতুঃসপ্ততিতম সর্গে মিথিলাধিপতি জনকরাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত কন্যাধন বা যৌতুক দ্রব্যের মধ্যে "কৌশেয়" বসন প্রদানের উল্লেখ আছে।

সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তে যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিবিধ প্রকারের রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের প্রচলন ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্লিনি, এ্যারিস্‌টটল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে এক সময়ে ভারতজাত রেশমী বস্ত্র পাশ্চাত্য জগতের নগর বন্দর সমূহ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, এবং ইহা তৎকালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সকলের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিত।

* ১। The royal sacrificer puts on various garments, first a tarpya, perhaps a silk undergarment.

—W. Yajur Veda, page 96.

(See Sacred Books of the East, XLI. p. 85 note.)

রেশম ব্যবসায়ী তিব্বতীয় ও তুর্কীগণ গ্রীসীয়দিগের নিকট "সেরেস"নামে পরিচিত ছিলেন। লুকান,তৎপ্রণীত Pharsila নামক পুস্তকে ক্লীওপেট্রার রূপ বর্ণনা কালে রেশমী বস্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Her white breasts resplendent through the Sidonian fabric which wrought in close texture by the skill of the Seres, the needle of the workman of the Nile has separated and has loosened the warp by stretching out the web,

পাশ্চাত্য নরনারীগণের মধ্যে ভারতীয় রেশমী বস্ত্র ব্যবহার এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল যে স্বর্ণের ওজনে রেশম বিক্রীত হইত, এবং দেশবাসীকে আসন্ন অর্থসঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রোম রাজসভা, সম্রাট্ টাইবিরিয়াসের রাজত্বকালে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার নিষেধক এক আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বঙ্গের ঢাকাদেশবাসী মসলিন বস্ত্র নির্ম্মাতা তন্তুবায়গণ এক সময়ে বয়নশিল্পনিপুণতার নিমিত্ত সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে বিলাত হইতে বাষ্পচালিত বয়নযন্ত্র ও তাঁত প্রভৃতির আমদানির সঙ্গে সঙ্গে এদেশ হইতে হস্তচালিত তাঁত ও চরকা প্রভৃতি একেবারে অন্তর্ধান প্রায় হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে ভারতের জগদ্বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ের সম্যক্ লোপ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

* মৎ লিখিত "প্রাচীন যুগে রেশম ব্যবসায়" হইতে উদ্ধৃত।
ভারতবর্ষ ফাল্গুন, ১৩৩১

ঋণ দান

প্রাচীনকালে ঋণদান ও ঋণগ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদের ৮।৫৫।১০ ঋক্ হইতে অবগত হওয়া যায় যে কুষীদব্যবসার নিমিত্ত একদল পৃথক্ ব্যক্তি ছিলেন, এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সুদ সহ অষ্ট বা ষোল কিস্তীতে পরিশোধ করিতেন।

পাণিগণ, কুষীদব্যবসায়ী ছিলেন, এবং তাঁহারা দিন গণনা দ্বারা সুদের পরিমাণ নিরূপণ করিতেন বলিয়া আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

সুদের সুদ অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি দ্বারা সুদগণনা প্রথাও তৎকালে প্রচলিত ছিল।

অনেকে পূর্ব্ব হইতেই ঋণ না পরিশোধের মনন করিয়া কুষীদজীবিগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন, এবং তজ্জনিত পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত দেবগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেন। (১)

ঋষিগণও অঋণী ছিলেন না, এবং তাঁহাদিগকেও ঋণের দায়ে বিলাপ করিতে দেখা যায়। (২) যাঁহারা ধনৈশ্বর্য্যশালী হইয়াও দানবিমুখ ছিলেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০।১১৭২-৪ ঋকএ উক্ত আছে যে এরূপ ব্যক্তির গৃহ গৃহই নহে, পক্ষান্তরে যাঁহারা দরিদ্র ও ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিতেন ঋষিগণ শত মুখে তাঁহাদিগের যশঃকীর্ত্তন করিয়াছেন।

১। অঃ ৬।১১৯, ৬।১১৭ ২। ঋঃ ১০।১২৭।৭, ১০।৩৪।১০

জাতি ভেদ

(কর্ম্ম বিভাগ ও চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উৎপত্তি)

কথিত আছে যে একদা মহর্ষি ভরদ্বাজ ভৃগু মুনিকে কহিয়াছিলেন যে "বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই, এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন সমস্তই ব্রাহ্ম ছিল।"

এ সম্বন্ধে রামায়ণেও ঐরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্টোল্লেখ না থাকিলেও ইহা অনুমান হয় যে সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যখন মানবগণ সংখ্যায় অতি অল্প ছিলেন এবং স্বচ্ছন্দ বন জাত ফল মূল তাঁহাদিগের জীবিকার নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত ছিল তখন তাঁহাদিগের মধ্যে সমাজবন্ধন বা উচ্চ নীচ ক্রমে শ্রেণী বিভাগের কোন আবশ্যক হইয়াছিল না।

ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ঋক্ মন্ত্র রচনার প্রথম অবস্থাতে জন সাধারণ ধর্ম্মগত পার্থক্য অনুসারে

১। রামায়ণ ৭।৭৪।১০-১২

"পুরাকৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ
অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কদাচন।
তস্মিন্যুগে প্রজ্বলিতে ব্রহ্মভূতে ত্বনাবৃতে
অমৃত্যব স্তদা সর্ব্বে জজ্ঞিরে দীর্ঘদর্শিনঃ।

আৰ্য্য ও দস্যু এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন, এবং অগ্নি ইন্দ্র উপাসকগণ "আৰ্য্য" ও অগ্নি ইন্দ্র পূজা বিরোধীগণ "অনাৰ্য্য বা দস্যু" নামে পরিচিত হইতেন।

পরবর্ত্তীকালে অনাৰ্য্য দস্যুগণের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত তাঁহারা সামাজিক কাজকর্ম্মগুলি আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে এই কর্ম্ম বা ব্যবসায় বিভাগ হইতেই জাতিভেদ প্রথা উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল।

ঋগ্বেদে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বিশাঃ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে "বিশাঃ" শব্দের "বৈশ্য" অর্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু কাহারও কাহারও অনুমান যে "বিশাঃ বা বিট্" অর্থে জনসাধারণকে বুঝায়।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যকৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

১০।৯০।১১-১২

অর্থাৎ বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে, রাজন্য, উরু হইতে বৈশ্য, ও পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইলেন।

জগতে প্রজা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যে নরগণ, ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন, ইহা

মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সম্ভবতঃ আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি সমাজ গঠিত হইবার বহু পরে এই সূক্তটি রচিত হইয়াছিল।

“ব্রাহ্মণগণ, মুখ দ্বারা বেদোচ্চারণ করেন তাই তাঁহারা বিরাট পুরুষের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্র চালনা দ্বারা দেশকে রক্ষা করেন তাই তাঁহারা বাহু হইতে, কৃষি গো-রক্ষা সুজল ধন ধান্যের উপায় চিন্তা করেন বলিয়া বৈশ্য উরু হইতে, এবং দ্বিজাতি সমাজের পদ সেবাই শূদ্রের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।”

পরবর্ত্তীকালে, পুরুষ সূক্তের এই মূল সূত্র অবলম্বনে পুরাণকারগণ নরগণকে চারিটী পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে বিভক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিয়াছেন যে “ব্রহ্মার মুখ হইতে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট (শ্বেতবর্ণ) সহস্র মিথুন, বক্ষ হইতে রজোগুণবিশিষ্ট (রক্তবর্ণ) সহস্র মিথুন, উরুদেশ হইতে রজ ও তমোগুণ বিশিষ্ট (পীতবর্ণ) সহস্র মিথুন এবং পদদ্বয় হইতে শ্রীভ্রষ্ট অল্পবুদ্ধি তামস (কৃষ্ণবর্ণ) সহস্র মিথুন উৎপন্ন হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক মিশ্র জাতি ছিল এবং তাঁহাদিগের কাহারও সহিত কাহারও মিল ছিল না।”

ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট বলিয়া “শ্বেত”, ক্ষত্রিয়গণ রজোধাতু সম্পন্ন বলিয়া “রক্ত”, বৈশ্যগণ শস্য উৎপাদক

বলিয়া পক্কশস্যের বর্ণ "পীত", এবং শূদ্রগণ নীচকার্য্যে রত বলিয়া নিকৃষ্ট "কৃষ্ণবর্ণ" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি সত্যসত্যই যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট ছিলেন কি না তাহা তাঁহাদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণের দেহাবয়বের বর্ণ হইতে নিরূপণ করা সুকঠিন।

সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণগণ গৃহে বসিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন যাগযজ্ঞ ও পরামার্থ চিন্তায় কালাতিপাত করিতেন বলিয়া তাঁহারা শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ বিগ্রহের নিমিত্ত শস্ত্র শিক্ষা ও রণাভ্যাস করিতেন বলিয়া রক্তবর্ণ, বৈশ্যগণ ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিতেন বলিয়া পীত বর্ণ, এবং শূদ্রগণ অবিরত রৌদ্র বৃষ্টিতে অনাবৃত অবস্থায় পশুবধ পক্ষী শিকার ও অন্যান্য পরিশ্রম সাধ্য কঠোর কার্য্যাদি সম্পাদন করিতেন বলিয়া "কৃষ্ণ" অর্থাৎ রৌদ্র দগ্ধ বর্ণ প্রাপ্ত হইযাছিলেন।

যাহা হউক, পুরাণকারগণের এই বর্ণ বিভাগ হইতেই প্রাচীন চারি জাতি সমাজ "চাতুর্ব্বণ্য সমাজ" নামে পরিচিত হইয়াছে।

পুরাণে বর্ণশঙ্কর বা মিশ্র জাতির উল্লেখ হইতেই অনুমান হয় যে পুরাণ রচনাকালে জাতিভেদ প্রথা আর্য্যসমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির অনুলোম ও প্রতিলোম হইতে মিশ্র জাতি সমূহ উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল।

বেদ রচনা কালে, সাধারণতঃ যাঁহারা গুরু গৃহে শিক্ষা লাভ করিয়া বেদানুশীলন যজ্ঞানুষ্ঠান ও পরমার্থ চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করিতেন তাঁহারা "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত হইতেন।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বর দত্ত কবিত্ব শক্তি প্রভাবে বেদমন্ত্র রচনা করিতে সক্ষম হইতেন তাহারা "ঋষি," এবং যাঁহারা পৌরহিত্য কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতেন তাঁহারা "অধ্বর্য্যু বা ঋত্বিক্" প্রভৃতি আখ্যা লাভ করিতেন। (১)

যাঁহারা দৈহিক বল শৌর্য্য বীর্য্য ও অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া শত্রুদমন ও দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করিতেন তাঁহাদিগকে "রাজন্য বা ক্ষত্রিয়", এবং যাঁহারা দেশবাসীর অন্নসংস্থানের জন্য শস্যোৎপাদনে প্রবৃত্ত থাকিতেন তাঁহাদিগকে "বিশঃ বা বৈশ্য" বলিত।

বেদে এক পুরুষসূক্ত ব্যতীত জাতিবাচক শূদ্র শব্দের অপর কোথাও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে, যাঁহারা ভীরুতা ও শারীরিক অক্ষমতা নিবন্ধন সমাজের পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যে আসিতেন না তাঁহারাই আপনাদিগকে সেবা কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই সমাজে "শূদ্র বা দাস" নামে পরিচিত হইয়াছেন

১। ঋঃ ১০।৪৫।২ ১০।৫৫।১

বৈদিক যুগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসাবলম্বীদিগের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধাদি স্থাপনের কোন বাধা ছিল না, এবং সদাচারী হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভে অধিকারী হইতেন।

দেবাপি ও বিশ্বামিত্র "রাজন্য" হইলেও যজ্ঞাদিতে পৌরহিত্য কার্য্য করিতেন, এবং শূদ্র কবষও কালে ব্রাহ্মণ ও বেদমন্ত্র প্রকাশক ঋষি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। (১)

একই পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসাবলম্বী ছিলেন। (১)

(১) ঋঃ ১০।৯৮, ঋঃ ৩।৫৩।৯

(১) ঋঃ ৯।১১২।৩

কারু রহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী ননা।

নানাধিয়ো বসূয়বোঽনু গা ইব তস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥

A bard am I, my dad's a leech, mammy lays corn upon the stones.

Striving for wealth, with varied plans, we follow, our desires like kine. Flow, Indu, flow for Indra's sake

ব্রাহ্মণ

. ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া নিঃস্বার্থভাবে রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণ চিন্তায় কালাতিপাত করিতেন বলিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং এ নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিগণ ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহার ভ্রষ্ট হইলেও সমাজে প্রায় তুল্য আসনই অধিকার করিয়া আসিতেছেন। বেদে ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ভূমি, ধন, গো প্রভৃতি (১) দানের সফলতার কথা নানাস্থানে নানাভাবে বর্ণিত হইলেও তাঁহারা কখনও তাঁহাদিগের উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

* The hermits and recluse thinkers living outside society in the forest were a political factor in Hindu life-The hermitage was representative of the whole Aryan society.

At the same time it was a repository of past experience in social and political matter, and a seat of dear and impartial thinking. The retirements for the people in the third stage were marked out in close neighbourhood of the capital and other towns.

Hindu hermits, though in retirement, were not absolutely out of touch with the community and world of politics. They with their wisdom and impartiality could

ব্রাহ্মণগণ, রিভুগণের ন্যায় মেধা, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের সদৃশ প্রজ্ঞা, অসুরগণের তুল্য জ্ঞানবুদ্ধি, ও সভাস্থলে বাক্‌পটুতা লাভের নিমিত্ত দেবগণোদ্দেশে প্রার্থনা করিতেন। (১)

জন সাধারণ ব্রাহ্মণকে নরদেহী দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এবং সতত তাঁহাদিগের তুষ্টি সাধনে তৎপর থাকিতেন। ব্রাহ্মণস্বাপহরণ ও ব্রাহ্মণকে অবমাননা, পর লোকে (২) অনন্ত নরকবাসের হেতু বলিয়া বিবেচিত হইত।

রামায়ণ ও মহাভারতীয় যুগে, নারদ, বশিষ্ট প্রভৃতি ঋষিগণ রাজসভায় উপনীত হইয়া নৃপতিগণকে প্রজা পালন ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন, এবং শাস্ত্রে নৃপগণের পক্ষেও তপোবনে গমন পূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্বন্ধে ঋষিগণের উপদেশ গ্রহণ করার বিধি ছিল।

শান্তরসাস্পদ তপোবনবাসী সন্ন্যাসীগণ সংসার বিরাগী হইলেও দেশ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে তাঁহাদিগের চিন্তাধারা

---

take a correct view of a difficulty in administration and could advise the king thereon without reserve or fear,

(অর্থশাস্ত্র—Book II.)
Chap 2-p. 49

ঋঃ ১০।৮৫।২৯, ১০।১০৭, অঃ ৩।২৮।২

(১) অঃ ৬।৬৯।২, ৬।১০৯।৩, ১৯।৪.২-৪, ১৯।৪২,
ঋঃ ৯।:৯০।১

(২) অঃ ৩।৩২, ৫।১৮।১-১১।

নিয়োজিত করিতেন, এবং জটিল রাজনীতি সমূহের সমস্যা সমাধান করিয়া রাজা ও প্রজাপুঞ্জের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতেন। তনুরক্ষার উপযোগী সামান্য মুষ্টিভিক্ষায় পরিতৃপ্ত থাকিয়া ব্রাহ্মণগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া রামায়ণ, মহা-মহাভারত, পুরাণ ও বৌদ্ধ জাতক প্রভৃতিতে তাঁহারা সমাজ-চক্রের "ধুবা" রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। (১)

মহাবীর আলেকজান্দার ব্রাহ্মণগণকে "Gymno sophits" বা বিশাল রাজনীতিবিৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (২)

(১) "With a culture of intellect ever developing from generation to generation, he had grown into a Levianthan of brain. That levianthan would have eaten up Hindu society and burst up himself, but for the self denying ordiance of poverty. He would engage not in what would bring him wealth—The little he required for his sustenance he would earn by begging from the society he served.

By the Vow of poverty he secured for him an unimperishable intellectual existence rooted in independence of spirit and consciousness of Virtuous superiorty. The race in which he grew stood loyally by him nourishing and maintaining that levianthan of brain."—"Hindu Polity."

(২) "Kautillya, a Srotriya Vedic Brahmin made the politics of the country an object of their immediate

যাহা হউক, ঋগ্বেদীয় যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্যতীত জনসাধারণ ব্যবসায়ভেদে কর্ম্মার (কামার) চর্ম্মণ (চামার) ভিষক, নৃতু (নর্ত্তক) বপ্তা (নাপিত), ভারী, কুষীদজীবী, হস্তীবশকারী, অশ্বরক্ষক, অধ্যাতি, দৈবজ্ঞ, পঞ্জিষ্ট, ধীবর, কুলাল (কুম্ভকার), কৃত্যাকৃত, ঈষুকার, ধনুষ্কার, মৃগয়ু (ব্যাধ), বিদালকারী, কণ্টকিকারী, পেষস্কারী, দার্ভাহার (কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী), বাসপলপুলী (রজকিনী), অঞ্জনীকারী, কোষকারী, আজিনেসন্ধ (চর্ম্মকার), মাগধ (স্তুতিকারক) সুরাকৃত (মদ্যবিক্রেতা) প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

তৎকালে রথকার ও সূত্রধরগণ সমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন এবং রাজ্যাভিষেক কালে "রাজকৃত" গণের মধ্যে পরিগণিত হইতেন।

রাজ সভায় তাঁহাদিগের নিমিত্ত রাজপার্শ্বে স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত, এবং তাঁহারা রাজপার্শ্বচররূপে সাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করিতেন।

concern. Administration of upstart Nanda concerned him more than his Vedic studies. He thought it necessary to overhaul the existing system. The poverty aristocrat emphasised again and again that state was a life on which depended social, individual and spiritual happiness. He reminded the people again and again that the basis of of civilisation of the race are rooted in polity, that the sword which protests the people is the womb of civilisation."

(২) "Infact the Brahmin idealised and idolised the Country of the Aryans as much politically as religiously."—Hindu Polity.

কালক্রমে, বিভিন্ন ব্যবসাবলম্বী আর্য্যগণ স্ব স্ব ব্যবসায়ে এরূপভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে বেদ পাঠ ও শাস্ত্রা-'নুশীলনে তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহ লক্ষিত হইত না।

ফলে গুরু গৃহবাস, ও বেদোচ্চারণ বিদ্যাভাবে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণের মধ্যে বেদচর্চ্চা একরূপ অপ্রচলিত হইয়াছিল, এবং কিয়ৎকাল এরূপভাবে অতিবাহিত হইলে তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে বেদাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

বেদাধিকারহীন জাতিগণের সহিত ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে স্বীকৃত ছিলেন না। ব্রাহ্মণের পক্ষে অপর জাতীয়া কন্যা গ্রহণে কোন বাধা না থাকিলেও অপর জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণগণের অনুকরণে উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণও অপেক্ষাকৃত হীনকর্ম্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান সম্বন্ধ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন।

উচ্চনীচ ভেদাভেদ হইতেই জাতিভেদ বা বর্ণবিভাগ প্রথা উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, এবং সংহিতাকার মনুর কাল হইতেই ইহা সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছে।

(১) ঋঃ ৯।১১২।১-২

না নানং বা উ নো ধিয়ো বি ব্রতানি জনানাম।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগ্ ব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥
জরতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাম্।
কার্মারো অশ্মভির্দ্যুভির্হিরণ্যবন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥

জাতিভেদ প্রথার মধ্যে আর্য্যঋষিগণের অতি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তাঁহারা, মস্তক, বাহু, জঙ্ঘা ও পদ বিশিষ্ট মানবদেহের ন্যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের সমষ্টি দ্বারা একটী পূর্ণ সমাজদেহ গঠনের মনন করিয়াছিলেন, এবং সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত রাখিবার নিমিত্ত জীবনের সামান্য দৈনন্দিন কার্য্য হইতে সামাজিক সকল অনুষ্ঠানেই পরস্পরকে পরস্পরের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল করিয়া শাস্ত্রীয় বিধান সমূহ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে নানা আচারভ্রষ্ট জাতি ও তৎসমুদয়ের সংমিশ্রণে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হেতু আর্য্যসমাজ বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং বর্ত্তমানে নানা ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় এব

We all have various thoughts and plans, and diverse are the ways of man.

The Brahman seeks the worshipper, wright seeks the cracked, and leech the maimed. Flow Indu flow etc. The smith with ripe and seasoned plants, with feathers of the birds of air With stones and with enkindled flames seeks him, who hath a store of gold. Flow on etc.

* The three needs of society in the order of their evolution are Economic organisation, Administration, and Religion. First comes the need of satisfying hunger, of companionship with the other sex, then that of protecting and finally comes the question, who we are and what is to be come of us after death.

অস্তিত্বহেতু ইহা প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের সে মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া হিন্দুজাতির জাতীয় উন্নতির পথে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে।

The Hindu-Varnasram was an excellent scheme of life, evolved through ages, for dealing with the three fold necessities of man.

The most numerous classes, the Sudra and the Vaisya were reserved for the most pressing of the wants, viz. Economic. The next pressing want, protection and administration was served by the less numerous class, the Khattriya. The Brahmans who were the least numerous and most honoured class was left for cogitation on religion. The whole organisation was on the basis of democracy.

—Potency of Hindu culture. Dec. 15 9. 28.

... ..A. B. Patrika

বিদ্যাশিক্ষা

(ভাষার উৎপত্তি ও বাক্)

কণ্ঠ হইতে যে স্বাভাবিক ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহার বিবিধ রূপান্তরের নাম "শব্দ", এবং যে শব্দ দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করা যায় তাহাকে "ভাষা" কহে।

জগতে পশু পক্ষী হইতে মানব পর্য্যন্ত প্রাণীমাত্রেরই মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা আছে।

এই নিমিত্তই ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন যে—

"দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।"

—৮।১০০।১১

অর্থাৎ, দেবী বাক্‌কে দেবগণ সৃজন করিয়াছিলেন এবং সকল পশুগণ তাহা বলিত।

মানবগণ যখন সংখ্যায় অল্প ছিলেন এবং সচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলাহারে উদর পরিতৃপ্তি করিতেন তখন তাঁহাদের ভাষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু বংশ বৃদ্ধি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাঁহারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির নামকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে তাঁহাদিগের মধ্যে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একসপ্ততিসূক্তে, স্বয়ং বাকের পতি (বাচস্পতি) বৃহস্পতি যেন অতি বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছেন :—

"বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎপ্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎপ্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ॥
—ঋঃ ১০।৭১।১

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্, উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে, জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥৪

অর্থাৎ, এই যে বাক্ যাহা সৃষ্ট পদার্থের নামকরণে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা কোন গুহার মধ্যে নিহিত ছিল!

কোন প্রেমের বলে সেই গুহা হইতে সে বহির্গত হইল? লোকে ইহাকে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না। পত্নী যেমন শোভন বাস পরিধান করিয়া পতির নিকট গমন করে, ইনিও তেমনি প্রেমভরে নিজের দেহ প্রকাশ করেন।

সত্য সত্যই সংস্কৃত বর্ণমালার বর্ণ সমূহের উচ্চারণ স্থান লক্ষ্য করিলে বাচস্পতির ন্যায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে ইহা কোন গুহার মধ্যে নিহিত ছিল এবং কোন প্রেমের বলে সেই গুহা হইতে সে বহির্গত হইল?

সংস্কৃত স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ সকল যথা ক্রমে কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ দিয়া নির্গত হইয়াছে।

১। অ, আ, হ— ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। ইহাদিগকে কণ্ঠ বর্ণ বলে

২। ক, খ, গ, ঘ, ঙ—ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল; ইহাদিকে জিহ্বামূলীয় বর্ণ বলে।

পৃথিবীর কোন ভাষাতেই শব্দের এরূপ ক্রম পরিস্ফুরণ লক্ষিত হয় না।

হিন্দুর সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলিয়া থাকেন "বাগবৈ ব্রহ্ম, অর্থাৎ বাক্ই ব্রহ্ম—The word is god"।

যাস্কের নিরুক্তে বাক্ শব্দের সাতান্নটী প্রতিশব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। বাক্ বা বাক্যের প্রতিশব্দ, শব্দ, স্বর, ঘোষ, বাণী, ইড়া, ভারতী, সরস্বতী, সুপর্ণী (গায়ত্রী,) অদিতি, (দেবমাতা) যজ্ঞক্রতুরূপিণী শচী, অগ্নিপত্নী স্বাহা, মহেশ্বর-পত্নী গৌরী, মহী, পৃথিবী, গো, ধেনু, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আর্য্য ঋষিগণের মতে বাগ্‌দেবী সর্ব্বদেবময়ী এবং সর্ব্বময়ী।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন :—

ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান গায়ত্রং যো গায়তি শক্করীষু, ব্রহ্মাহো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ।

অর্থাৎ এই বাক্ হোতার মুখে ঋক্‌রূপে বাহির হইয়া যজ্ঞকে পুষ্ট করেন ; উদগাতার মুখে শক্করী সামরূপে গীত

৩। ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ—ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান তালু। ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলে।

৪। ঋ, ৠ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ—ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা। ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য বর্ণ বলে।

৫। ৯, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স—ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত। ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে।

৬। উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম—ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। ইহাদিগকে ওষ্ঠবর্ণ বলে।

হন ; অধ্যর্য্যুর মুখে যজুর্মন্ত্ররূপে যজ্ঞের শরীর নির্ম্মাণ করেন ; ব্রহ্মা এই বিদ্যাকে যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছিলেন ।

অতএব এই বাক্ অর্থে বিশেষতঃ বেদ বিদ্যাকেই বুঝিতে হইবে ।

বৃহদারণ্যকের ভাষায় এই বেদবাক্য—"মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্" অর্থাৎ সেই মহাভূত ঈশ্বরের নিশ্বাস স্বরূপ ।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভেই যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ—বলিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্ম্মমে" অর্থাৎ যিনি বেদবাক্য দ্বারা অখিল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন । তাই এই বেদবাক্যকে আর্য্যঋষিগণ "অনাদি নিধনা নিত্যা" অর্থাৎ নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন । (১)

বেদবাক্য মূর্ত্তিহীন শব্দরূপে চিরকাল বিদ্যমান আছেন ; এই শব্দ ঋষিগণকে দর্শন দান করেন এবং মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া ঋষি মুখে আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং বেদ বাক্যই বাগ্‌দেবতা বা ব্রহ্ম । (২)

(১) "অনাদি নিধনা নিত্যা বাগ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা," অর্থাৎ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইলেও এইবাক্ নিত্য, ইঁহার আদিও নাই, নিধনও নাই ।
—যজ্ঞ কথা ।

(২) 'চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ । গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥ ঋঃ ১।১৬৪।৪৫

অর্থাৎ, বাক্ চারিঅংশে বিভক্ত হইয়াছিলেন, এবং শুধু প্রজ্ঞা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণই তৎসমুদয়কে জানিতেন । তিন অংশ গোপনে লুক্কায়িত আছে, মানবগণ শুধু চতুর্থ অংশ কহিয়া থাকে ।

গুরু গৃহবাস ও শিক্ষা

অথর্ব্ববেদের ১২।১।৪৫ সূক্তের

"জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং নানাধর্ম্মাণং পৃথিবী যথৌক সম্। সহস্রং ধারা দ্রবিণস্য মে দুহাং ধ্রুবের ধেনুরনপস্ফুরন্তী"। (১)

শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই সপ্তসিন্ধুবাসিগণের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ অগ্নি ইন্দ্র উপাসক আর্য্যগণের প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে কুরু পাঞ্চালের ভাষাই দেবী ভাষারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এবং এই ভাষাতেই বেদাদি রচিত হইয়াছিল।

কৌষিতকী ব্রাহ্মণ এ উল্লিখিত আছে যে কুরুপাঞ্চালের ভাষাই দেবা ভাষা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এবং বিদ্যা শিক্ষার্থিগণ শিক্ষা লাভের নিমিত্ত কুরুপাঞ্চালে গমন করিতেন।

অনার্য্য দস্যুগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের নিমিত্ত দেবগণোদ্দেশে নিত্য নূতন মন্ত্র রচনা ও যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য

1. Earth bearing folk of many a varied language with divers rites as suits their dwelling place.

কুরু পাঞ্চাল প্রাচীন যুগে নানা বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ তথায় আগমন করিয়া শিক্ষালাভার্থ গুরু গৃহে অবস্থান করিতেন।

বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত আচার্য্য সমীপে গমনের নামই উপনয়ন।

উপনীত বালক পবিত্র মুঞ্জমেখলা ধারণ পূর্ব্বক অহো রাত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত হইতেন, এবং কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম ও দীর্ঘ কেশ শ্মশ্রু ধারণ পূর্ব্বক গুরু গৃহে অবস্থান করিয়া আত্ম সংযম অভ্যাস ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। (১)

প্রতিদিন প্রত্যূষে গুরু মুখে মন্ত্রাবৃত্তি শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেন, এবং এইরূপ ভাবেই তাঁহাদিগকে সমুদয় বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইত।

ঋগ্বেদে, মন্ত্রপাঠরত গুরু শিষ্যগণের এই কল ধ্বনিকে আর্য্য ঋষিগণ দর্দ্দুর-নিনাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (২)

বেদে, লিখনপদ্ধতি প্রচলনের কোন স্পষ্টোল্লেখ না থাকিলেও অথর্ব্ববেদের উনবিংশ খণ্ডের ৭২ সূঃ এ পেটিকা,

(১) অঃ—৬।১৩৩, ১১।৫, ঋঃ—২।৩৬।৩ অঃ ১।১।৩
ঋঃ ৭।৮৩।১

(২) ঋঃ ৭।১০৩।৪।৫
মণ্ডূকো যদভিবৃষ্টঃ কনিক্রদ্প্রশ্নিঃ সম্পৃঙ্ক্তে হরিতেন বাচম্ ॥ ৪
যদেষামন্যো অন্যস্য বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ। ৫

মধ্যে গ্রন্থ সংস্থাপনের উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে বেদ রচনার অন্ততঃ মধ্যযুগে মন্ত্রসমূহ গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং শিষ্যগণ গ্রন্থ হইতেও মন্ত্রাভ্যাস করিতেন। (১)

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য পালন, গুরুসেবা ও শাস্ত্রাধ্যয়নে অতিবাহিত করিলে পাঠ সাঙ্গ হইত, এবং ব্রহ্মচারী সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া গুরুর অনুমতি ক্রমে "স্নাতক্" আখ্যা লাভ করিয়া গৃহাশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন।

গুরু গৃহ হইতে গৃহ প্রত্যাগমনের নাম সমাবর্ত্তন। "যে সকল ছাত্র বেদবিদ্যার আলোচনাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন তাঁহারা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী হইয়া বেদানুশীলনে কালাতিপাত করিতেন, এবং যাঁহাদের বেদের জ্ঞানকাণ্ডের চর্চ্চাহেতু গৃহধর্ম্মে বিতৃষ্ণা জন্মিত তাঁহারা "প্রব্রজ্যা" গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইতেন।

এই সকল আজীবন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ব্যতীত অধিকাংশ ছাত্রই সমাবর্ত্তনের পর গৃহে ফিরিয়া গৃহস্থ ধর্ম্মাশ্রমে প্রবেশ করিতেন।

বেদবিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে সক্ষম না হইলে সমাবর্ত্তনে আচার্য্যের অনুমতি লাভ ঘটিত না, এবং সমাবর্ত্তন না হইলে কাহারও বিবাহের অধিকার জন্মিত না। অতএব যে একেবারে গণ্ডমূর্খ, সে বিবাহ করিতে পারিত

(১) যস্মাৎ কোশাদুদভরাম বেদং তস্মিন্নন্তরব দধ্ম এনম্।

না, গৃহী হইতে পারিত না এবং সমাজে সে একরূপ অব্যবহার্য্য হইয়া থাকিত।

"অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রাচীন দ্বিজাতি সমাজে মূর্খের স্থান ছিলনা।"

কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে, অধুনা "উপনয়ন" শুধু দশবিধ সংস্কারের বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত অনুষ্ঠান মাত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং কন্যাদায়ের বাজারে পুরুষনামধারী গণ্ড মূর্খও উচ্চমূল্যে বিকাইয়া যাইতেছে। পৈতৃকবংশ মর্য্যাদাই এ সময়ে কুলীন-গণের "আচারো বিনয় বিদ্যা" প্রভৃতি নবধাকুললক্ষণের স্থান অধিকার করিয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যগণ বেদবিদ্যা লাভে সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ নূতন সামাজিক জন্ম লাভ করিতেন তাই তাঁহাদিগকে "দ্বিজ", এবং তাঁহাদিগের সমাজকে "দ্বিজাতি সমাজ" বলিত।

প্রাচীন যুগে, নারীগণও বেদমন্ত্র প্রচার করিয়াছেন এবং নারীগণের মধ্যেও ঋষি ও ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তাঁহারা এমন কি আচার্য্য গৃহে উপনীত হইয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

১) ঋঃ ৫:২৮, ১০।৩৯।৬, ১০।১০, ৮।৮০,

কিন্তু বর্ত্তমানকালে যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ছাত্রাবাসে বাস না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অধিকার জন্মে না, তদ্রূপ বিনা "উপনয়নে" অর্থাৎ বিনা আচার্য্যগৃহবাসে, বেদবিদ্যা লাভের সুযোগ না ঘটায় স্ত্রীলোকগণ ক্রমশঃ বেদাভ্যাস ও বেদের উচ্চারণে অধিকার হারাইয়া ছিলেন। *

এইরূপ ভাবেই ভারতে স্ত্রী শিক্ষার ক্রমাবনতি ঘটিয়া এক সময়ে ইহা সমাজে একেবারে অপ্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

* যজ্ঞকথা

ব্রহ্ম যজ্ঞ

শাস্ত্রে যে পঞ্চ মহা যজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে "বেদাধ্যয়নকেই" আর্য্য ঋষিগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "ব্রহ্ম যজ্ঞ" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তৈত্তিরীয়আরণ্যক বলিয়াছেন যে "সমাজের সেই আদিম প্রতিষ্ঠাতারা তপস্যা করিলে স্বয়ং স্বয়ম্ভু তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মযজ্ঞের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তদবধি তাহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক গৃহস্থ সেই ঋষিগণের নিকট হইতে বেদবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই বেদ বিদ্যা রক্ষার নিমিত্তই প্রত্যহ অধ্যয়ন আবশ্যক। অধ্যয়ন দ্বারাই ব্রহ্ম যজ্ঞ সম্পাদিত হয়।

যজ্ঞ সম্পাদনে নানা সরঞ্জাম ও নানা অনুষ্ঠান আবশ্যক, কিন্তু শতপথব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে ব্রহ্মযজ্ঞের বাক্যই "জুহু" (হাতা), মন "উপভৃৎ" (গোলাকার যজ্ঞ পাত্র), চক্ষু "ধ্রুবা" (কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতা), মেধা "স্রুব" (ছোট হাতা) সত্যই "অবভৃথ স্নান" (দীক্ষা শেষ), স্বর্গলোক "উদয়ন" বা সমাপ্তি। ঋগ্ মন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যজুর্মন্ত্র ইহার "আজ্যাহুতি," সাম মন্ত্র ইহার "সোমাহুতি", অথর্ব্বাঙ্গিরস

মন্ত্র ইহার "মেদাহুতি", পুরাণ ইতিহাস ইহার "মধুআহুতি"। জল চলিতেছে, আদিত্য চলিতেছেন, চন্দ্রমা চলিতেছেন, নক্ষত্রেরা চলিতেছে। ইহাদের গতিক্রিয়া ক্ষান্ত হইলে জগদ্‌যন্ত্রের যে অবস্থা হয়, গৃহস্থ একদিন অধ্যয়ন না করিলে তাঁহার গৃহেরও সেই অবস্থা ঘটে। *

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, আর্য্য সমাজে অধ্যয়ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রূপে পরিগণিত হইত, এবং বিদ্যাহীন মূর্খের সংখ্যাও অত্যল্প ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার দিনে অশিক্ষিতের সংখ্যাই শত মধ্যে পঞ্চনবতিরও অধিক। ইহা হইতে অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

* যজ্ঞ কথা

বিবাহ সংস্কার

(বিবাহ প্রথার উৎপত্তি ও প্রকার ভেদ)

প্রাচীন আর্য্য সমাজে সঠিক কোন সময়ে বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল বেদে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে "উর্ব্বশী ও পুরুরবার" কথোপকথন হইতে অনুমান হয় যে পূর্ব্বে কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন, এবং নিজ অভিরুচি অনুসারে কাহারও সহিত স্ত্রী পুরুষ রূপে বাস করিতেন। (১)

আর্য্যমানবগণ ভিন্ন ভিন্ন দল ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত যাযাবর হইতে স্থায়ীভাবে বসবাসে প্রবৃত্ত সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে নরনারীর অবাধ যৌন সম্বন্ধ সামাজিক ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া বিবাহ প্রথার সূত্রপাত হইয়াছিল।

স্ত্রী পুরুষের সমাজসম্মত মিলনের নিমিত্ত শাস্ত্রে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহ পদ্ধতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন বরকে আহ্বান করিয়া পূজা সহকারে যথাবিধি কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ।

যজ্ঞে বৃত ঋত্বিক্‌কে বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা কন্যাদান দৈববিবাহ, এবং বরের নিকট হইতে এক বা দুইটী গোমিথুন গ্রহণ করিয়া বিধানানুসারে কন্যাদানকে আর্ষবিবাহ কহে।

উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর ইহা বলিয়া অর্চ্চনা সহকারে কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ, ও বরের নিকট হইতে অর্থ অর্থাৎ কন্যাপণ গ্রহণ করিয়া কন্যাদান করাকে আসুর বিবাহ বলে।

বর কন্যার পরস্পরের মনের মিলন দ্বারা মিলিত হওয়ার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

কন্যার আত্মীয় স্বজনকে বিনাশ করিয়া বা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করা রাক্ষস বিবাহ, এবং সুপ্ত বা মত্তাবস্থায় কন্যাকে হরণ করিয়া তাহার অসম্মতিতে বিবাহ করা পৈশাচ বিবাহ।

এতন্মধ্যে বেদ রচনাকালে, আর্ষ, দৈব, ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনকালে আর্য্যগণ, যুদ্ধাবশেষে ধন সম্পত্তি সহ বিজিত পক্ষের নারীগণকেও হরণ করিয়া আনয়ন করিতেন এইরূপে অপহৃতা কন্যাগণের সহিত বিবাহকেই রাক্ষস বিবাহ বলে। (১)

শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিধানই

(১) ঋঃ ৪।১৭।১৬, ঋঃ ১।৬৭।২*

স্ত্রী পুরুষের যৌনমিলনের স্বাভাবিক রীতি, এবং ইহা মনুষ্য সৃষ্টির আদিম যুগ হইতেই আর্য্যনর নারীগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

বেদে, সোমের সহিত সূর্য্যকন্যা সূর্য্যার বিবাহ, অনূঢ়া কন্যা কর্ত্তৃক পুত্র প্রসব প্রভৃতিব উল্লেখ বৈদিক সমাজে গান্ধর্ব্ব বিবাহ পদ্ধতির অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদান করে।*

বৈদিক সমাজে ঘটকের মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্বন্ধ সংস্থাপন প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং বিবাহার্থী যুবক আর্য্যমা বা ঘটকের সহিত বিবাহার্থিনী কন্যার বাটীতে গমন কবিতেন। ঋগ্বেদেব ১।১০৯।২ ঋক্‌এ অতিরিক্ত মূল্যে বধূ ক্রয়েব উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে তৎকালে "কন্যাপণ" গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঋগ্বেদেব ১০।২৭।১২এ অধিকাংশ যুবকেব বিত্তলাভেব নিমিত্ত রূপলাবণ্য বিহীনা যুবতীগণেব সহিত বিবাহের উল্লেখ হইতে মনে হয় যে জামাতাগণও শ্বশুরের নিকট হইতে যৌতুক বা কন্যাধন স্বরূপ মূল্যবান্ উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হইতেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে সূর্য্যাব বিবাহ বর্ণনায় ও অথর্ব্ববেদে, বৈদিক বিবাহ পদ্ধতির কিঞ্চিৎ আভাষ প্রাপ্ত

(১) অঃ—৬।৬০।১

(২) ঋঃ - ২।১৭।৭, অঃ ১।১৪।৩ (ঘোষা৮)

(৩)

হওয়া যায়, কিন্তু ঋক্‌গুলি পূর্ব্বপরক্রমে সন্নিবেশিত না থাকায় তৎসম্বন্ধে পূর্ণ ও সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা যায় না।

বিবাহ দিনে, কন্যাকে মন্ত্রপূত জলে স্নান করাইয়া তাহার মস্তকের উর্দ্ধদেশে হল ও লাঙ্গল ধারণ করা হইত।

ইহার তাৎপর্য্য বা সার্থকতা সম্বন্ধে বেদে কোন বর্ণনা না থাকিলেও অনুমান হয় যে কৃষিজীবি আর্য্যগণ বিবাহরূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সকল পার্থিব সুখ সম্পদের কারণ কৃষিকে এইরূপ ভাবে অর্চ্চনা করিতেন। তৎপরে বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা কন্যাকে গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্ভাগে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে রক্ষিত শিলাখণ্ডের উপর স্থাপন করিলে বর,

"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥ ঋঃ ১০।৮৫।৪৬

অর্থাৎ, তুমি শ্বশুরের নিকট সুশোভমানা হও, শাশুড়ীর নিকটে সুশোভমানা হও, ননদের নিকট সুশোভমানা হও এবং দেবরগণের নিকট সুশোভমানা হও। ইত্যাদি ইত্যাদি মন্ত্রে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও দেবগণকে সাক্ষী করিয়া

ঋঃ ৯।৪৬।২

পরিষ্কৃতাস ইন্দবো যোষেব পিত্র্যাবতী।
বায়ুং সোমা অসৃক্ষত॥

Vayu flow the Soma-streams, the drops of juice made beautiful like a bride decked by her sire.

তাঁহাকে সযত্নে পালন করিবেন এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিতেন।

বিবাহান্তে বর, চন্দ্রাতপসজ্জিত রথে সখিগণ পরিবৃতা কন্যাকে যৌতুকাদি সহ গৃহে লইয়া যাইতেন। (১)

পতি গৃহে উপনীত হইয়া নবোঢ়া অঙ্গাচ্ছাদন বস্ত্রে দেহাবৃত করিয়া বলভুজতৃণোপরি বিস্তৃত মৃগচর্ম্মাসনে আসীনা হইয়া স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীসহ গৃহাগ্নির অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আমাদিগের মধ্যে আত্মীয় কুটুম্ব ও পাড়া প্রতিবেশীগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া নববধূ দেখান ও তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করার যে প্রথা আছে ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে চলিয়া আসিতেছে এবং বেদে ইহার প্রামাণিক একটি পৃথক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। *

বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া তিন অহোরাত্রি নানা দেবতার উদ্দেশে "হোম" সম্পাদনে অতিবাহিত করিয়া নবদম্পতি চতুর্থ রাত্রিতে "বরশয্যায়" আশ্রয় গ্রহণ করিতেন

---

(১) অঃ ১৪।১

"সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্বা যা যাস্তং বিপরেতনা॥

—ঋঃ ১০।৮৫।৩৩

"অর্থাৎ, এই বধূ সুকল্যাণী, আসুন, আপনারা ইহাকে সৌভাগ্য লাভের আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া গৃহে গমন করিবেন ও পুনর্ব্বার আগমন করিবেন। *

এবং উভয়ে উভয়ের চক্ষু অঞ্জন লিপ্ত করিয়া, কন্যার পূর্ব্ব পতি যথা ক্রমে সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট পত্নীর ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদনার্থ অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বামী পত্নীসহবাসে প্রবৃত্ত হইতেন।

পরদিবস প্রত্যূষে জনৈক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া নবোঢার পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রদান করা হইত, এবং তিনি উহা মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত করিয়া লইতেন।

প্রাচীন আর্য্য সমাজে গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম পালনের নিমিত্তই স্ত্রী পুরুষের বিবাহ সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গৃহস্থগণের সমষ্টি লইয়াই সমাজ, এবং যে ব্যক্তি গৃহ ধর্ম্মকরে না, অথবা লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া বিদ্যা বা জ্ঞান চর্চ্চায় কালাতিপাত করে, সে সমাজের কেহ নহে। সমাজ তাহাকে পালন ও রক্ষা করিলেও সে সামাজিক নহে।

এ নিমিত্তই গৃহীর পক্ষে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান বলিয়া নিরূপিত হইয়াছিল, এবং বিবাহ না করিলে কেহ গৃহস্থ বা গৃহপতি হইতে পারিত না ও বেদ বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মে তাহার অধিকার জন্মিত না।

---

* অঃ ১৪।২।১—৫০

(১) তাং স্বধাং পিতর উপজীবন্ত্যপজীবনীযো ভবতি চ এবং বেদ। -অঃ ৮।১০।২৩

This food the Fathers make their lives' sustainer.

* "The manes depend for their existence on the oblations presented to them by their relations on Earth. A somewhat similar idea led the Greeks and Romans to visit the tombs of their relative at certain periods, and to

বিবাহ দ্বারা পুত্র লাভ ঘটে, বংশধারা রক্ষা পায় এবং পিতৃগণের পিণ্ড লোপ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি পিতৃগণকে পিণ্ড দেয়, সে পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকারী সুতরাং যে বংশধারা রক্ষায় অশক্ত সে পৈত্রিক সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারী হইতে পারে না, এবং সমাজভুক্ত অন্যলোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপিত হয় না। * (১)

সামাজিক জীবনের পূর্ণতার নিমিত্ত ও জীবনের সংস্কারের জন্য যে বিবাহ আবশ্যক তাহা প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং এ নিমিত্তই বিশ্বামিত্র ঋষি ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৪র্থ ঋক্ এ বলিয়াছেন

"জায়েদস্তং মঘবনৎসেদু যোনিস্তদিত্বা যুক্তা হরযো বহন্তু।"

offer to them sacrifices, food and various gifts The parkin cakes baked in yorkshire in November the Sinnel or soul-mass Cakes of Lancashire, the gauffres baked at all Souls-Tide in Belgium, are all reminiscenses of the food prepared and offered to the dead at All-souls, the great day of Commemoration of the departed.

In the north of England all idea as to connection between these Cakes and the dead is lost, but the cakes are still made. This custom is a transformation under christian influence of the still earlier usage of putting food on the graves

—Mr. Griffith's Atharva Veda. Notes. p. 424.

যজ্ঞ কথা

(১) অ: ১০।২।১৭ ; ঋ: ৬।৪।১০ ; ঋ: ৬।৬১।১

অর্থাৎ, স্ত্রীই মনুষ্যের গৃহ ও বাস স্থান..। অতএব যাহার স্ত্রী নাই তাহার গৃহও নাই।" (১)

ভোগবিলাস লিপ্সা বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিবাসনা আর্য্য-গণকে এ সংস্কারে বাধ্য হইতে প্ররোচিত করে নাই। পুত্রোৎপাদন দ্বারা, সমাজ, ধর্ম্ম ও পিতৃগণের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপনের জন্যই ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

(১) গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, অর্থাৎ গৃহিণীই গৃহ, যাহার গৃহিণী নাই, তাহার গৃহও নাই।

পুংসবন, দত্তকগ্রহণ ও নিযুক্তি

কন্যাপেক্ষা, পুত্রলাভই আর্য্যগণের অধিকতর কাম্য ছিল বলিয়া কোনও নারী অন্তঃস্বত্ত্বা হইলে তাঁহারা গর্ভস্থ-ভ্রূণকে পুংসন্তানে পরিণত করিবার নিমিত্ত তাঁহার মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে একটি বাণ দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহার একাংশ অঙ্গে বন্ধন, ও দুগ্ধ যবচূর্ণ এবং কয়েক প্রকার * লতার রস তাঁহার দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে প্রদান পূর্ব্বক "পুংসবন" ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। (১)

চরক, শুশ্রুত, বাগভট প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসকগণের মতে শুক্রপদার্থের আধিক্যে পুত্র, ডিম্ব পদার্থের আধিক্যে কন্যা এবং উভয়ের সমতায় ক্লীব সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

* লক্ষণামূল ও ঝিণ্টি।

"রক্তাধিকাভবেৎ নারী ভবেদ্রেতোধিকঃ পুমান।
উভয়ো সমভাবাস্তু নপুংসকমিতি স্থিতি॥

—সারদা তিলক তন্ত্রম্॥

ডাঃ থুরীর অভ্যুপগম, ইহাও আর্য্যদিগের যুগ্ম ও অযুগ্ম দিনের গর্ভাধানের যুক্তির উপর সংস্থাপিত। একদিবস অন্তর জরায়ুর স্রাবের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে যে তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ জীবের জন্মের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়।

(১) অঃ ৩।২৩ ; ৬।১১

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণেরও মত যে শুক্র বা ডিম্ব-পদার্থে nitrogen (নাইট্রোজেন) এর ন্যূনাধিক্য বশতঃ পুত্র বা কন্যা সন্তান উৎপাদিত হয়।

সুতরাং গর্ভ ধারণের প্রথম মাসে ভ্রূণ যখন অর্দ্ধ তরল অবস্থায় থাকে তখন হোমাগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি দ্রব্যের ধূম বা ভেষজ দ্রব্যের আঘ্রাণ দ্বারা ভ্রূণের জননেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তন সংঘটন অসম্ভব নহে।

"প্রথম মাসে ভ্রূণ "কলল" বা অর্দ্ধ তরল পদার্থ বিশেষের ন্যায় থাকে, দ্বিতীয় মাসে শীতোত্তাপের প্রতিক্রিয়াশক্তি প্রভাবে প্রাণবায়ুর দ্বারা উহা ঘন পদার্থে পরিণত হয়।

ভ্রূণ গোলাকার হইলে পুত্র, লম্বমান্ হইলে কন্যা ও অর্ব্বুদাকার হইলে নপুংসক সন্তান জন্মিয়া থাকে। তৃতীয় মাসে দুইটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মস্তকের আকার বুঝা যায় এবং চতুর্থ মাসে ভ্রূণের জননেন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা জানা যাইতে পারে। যথা—

"দ্রবত্বং প্রথমে মাসি কললাখ্যং প্রজায়তে।
দ্বিতীয়েতু ঘনঃ পিণ্ডঃ পেশী বা ঘনং অর্ব্বুদং
পুং স্ত্রী নপুংসকানান্ত প্রাগাবস্থাং ক্রমাদিতিঃ।" ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য ধাত্রীবিদ্যাবিশারদগণও স্থির করিয়াছেন যে ভ্রূণ জীবনের প্রথমাবস্থায় জাতি বা জননেন্দ্রিয়ের গঠন শেষ হইয়া

১। পুংসবন ডাঃ শ্রীরাইমোহন বন্দোপাধ্যায় লিখিত।
ভারতবর্ষ—আষাঢ় ১৩৩৬।

থাকে। এক্ষণে সর্ব্ববাদিসম্মত মত গ্রহণ করিলে আর্য্যগণের এই পুংসবন প্রথাটি বড়ই বিজ্ঞান ও সত্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

এই প্রক্রিয়াটির দ্বারা যথা সময়ে ভ্রূণের জননেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তন সাধন করা যায়।

যে অবস্থা হইতে ভ্রূণকে পুংত্ব বা স্ত্রীত্বে পবিবর্ত্তন কবা সম্ভব তৎপূর্ব্বাবস্থায় প্রক্রিযা বিশেষ দ্বাবা অর্থাৎ ঔষধসেবন বা হোমাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ঔষধ পদার্থের ধূমাদি আঘ্রাণ এবং অঙ্গ বিশেষে উহাব সংলগন দ্বাবা কন্যা হইতে পুত্রে এবং পুত্র হইতে কন্যায পরিবর্ত্তন কবা যায় এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য অঙ্গে ধাবণ দ্বারাও গর্ভিণীর মনে পুত্র সন্তান ধারণ সম্বন্ধে দৃঢ বিশ্বাস জন্মিতে পাবে।

প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থাদিতে, প্রথম মাসের পর দ্বিতীয় মাসেই জননেন্দ্রিয়েব গঠন স্থিবতর হইবার পূর্ব্বে পরিবর্ত্তন জন্য পুংসবন ক্রিয়ার নিয়মে ঔষধাদি সেবন ও আঘ্রাণের বিধান নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ প্রাচীন 'আর্য্যগণ অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি বলে জীব সমাগমের এ অদ্ভুত বহস্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্তই তাঁহারা এ প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, গর্ভে যে সন্তানই হউক আর্য্যগণ পুত্র ও কন্যা উভয়কেই সমভাবে লালন পালন ও শিক্ষাদান করিতেন, এবং উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ পূর্ব্বক

পুত্রের উপর সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন।* (১)

পুত্রগণ, পিতামাতাকে মর্ত্ত্যলোকের প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন, এবং সতত তাঁহাদিগের অভীষ্টানুরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত থাকিতেন।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া পরিবার প্রতিপালন, অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদন, ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। (২)

পিতৃ গৃহবাসিনী অনূঢ়া কন্যা সম্পত্তির অংশ ভাগিনী হইতেন (৩) এবং ভ্রাতাগণ তাঁহাদের নৈতিক চরিত্রের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। (৪)

আর্য্যগণ, নিজ ঔরস জাত পুত্রাভাবে বংশধারা রক্ষার নিমিত্ত কখন কখন অপরের পুত্রকে দত্তক রূপে গ্রহণ করিতেন

---

* ঋগ্বেদের ৫।৬১।১৯ এ উক্ত আছে যে রাজা রথবীতি বৃদ্ধ বয়সে হিমালয় পর্ব্বতে নদীতীর আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালে রচিত গ্রন্থাদিতেও নৃপগণের বার্দ্ধক্যে বনবাস আশ্রয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা তৎকালের সাধারণ রীতি ছিল কিনা তাহা বলা সুকঠিন।

১। ঋঃ ৩।৩১ ২। ঋঃ ১।৭০।৫

৩। ঋঃ ২।১৭।৭

"অমাজূরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানাদা সদসস্ত্বামিয়ে ভগম্।
কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভর দদ্ধিভাগং তন্বো যেন মামহঃ"॥

৪। ঋঃ ১।১২৪।৭; ১।১৪।২

এবং দত্তক পুত্রই তাঁহাদের সমুদয় সম্পত্তির অধিকার লাভ করিত। (১)

অপুত্রক ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ না করিলে বিবাহিতা কন্যা বা তৎপুত্র কন্যাগণ উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইতেন।

পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ ব্যক্তি নিজ পত্নীর ক্ষেত্রে অপরকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিতেন। (২)

"মহর্ষি দীর্ঘতমা কলিঙ্গরাজ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এইরূপে পঞ্চ পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং রাজা এসদস্যু সপ্তর্ষিগণ কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

১। ঋঃ ৭।৪।৭।৮

২। ঋঃ ১।৫।১

ঋঃ ৪।১০।৮

বাল্য বিবাহ ?

বেদে, পলিতকেশা কুমারীগণের অনূঢ়াঅবস্থায় অবস্থান, পতিলাভার্থে যাদুমন্ত্র প্রয়োগ, ও মন্ত্রপূত মাদুলী ধারণ প্রভৃতির উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে প্রাচীন আর্য্য সমাজে" "বাল্য বিবাহ" প্রচলিত ছিল না। (১)

ঋগ্বেদের ১০।৪০।৯ ঋক্এ যুবতী ঘোষার বলবান্ বীর ও যুবক পতির নিমিত্ত অশ্বিনা কুমারদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা, এবং অথর্ববেদে কন্যা কর্ত্তৃক স্বহস্তে সুন্দর পার বিশিষ্ট বরবেশ বয়নের বিধান কন্যাগণের বয়ঃপ্রাপ্ত কালে বিবাহের প্রমাণ প্রদান করে। (২)

অথর্ববেদের চতুর্দ্দশ কাণ্ডের ২য় সূঃ ৩৬—৪০ শ্লোক হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে বালিকাগণ বিশেষ বয়স্থা অর্থাৎ সম্ভোগযোগ্যা না হইলে তাহাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইত না।

বিবাহকালে যে সকল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বরকন্যা উভয়ে চিরজীবনের নিমিত্ত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন তৎ সমুদয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করিলেও প্রমাণিত হয় যে বয়ঃপ্রাপ্ত

১। ঋঃ ২।১৭।৭, অঃ ১।১৪।৩, ২।৩৬

২। অঃ ১৪।২।৫১

বর ও বয়স্থা কন্যা ব্যতীত অপ্রাপ্তবয়স্ক বরকন্যার পক্ষে মন্ত্রোক্ত শপথ সমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল না।

বর্ত্তমান সময়ে, আমরা বিবাহকালে প্রকৃতার্থবোধ না করিয়া শুধু সংস্কারবশতঃ কতকগুলি মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া গেলেও প্রাচীন আর্য ঋষিগণ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সেগুলিকে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়-না। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে দেশ কাল ও সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থা বিবেচনায় শাস্ত্রকারগণ যৌবনবিবাহের পরিবর্ত্তে বাল্য বিবাহের বিধান করিয়াছিলেন।

প্রাচীন আর্য্য সমাজে অবরোধ প্রথার প্রচলন ছিল না, সুতরাং পরস্পর সন্দর্শন ও মিলামিশার ফলে গান্ধর্ব্ব বিধানে অসবর্ণ বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

শুক্রকন্যা দেবযানী ও কণ্বদুহিতা শকুন্তলা উভয়ে ঋষিকন্যা হইলেও গোপনে পিতার অজ্ঞাতে ক্ষত্রিয় রাজাকে আত্মদান করিয়াছিলেন। সুতরাং সমাজে বর্ণ বিভাগ প্রথা বদ্ধমূল হওয়ার পর অসবর্ণ বিবাহ বোধের প্রকৃষ্ট উপায় রূপে শাস্ত্রকারগণ বাল্যবিবাহের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্ব্ব বিবাহ, স্বয়ম্বর প্রভৃতি সমাজ হইতে স্বতঃ লুপ্ত হইয়াছিল।

বৈধব্য ও সতী দাহ প্রথা

বেদে, পতিবিয়োগের পর নারীগণের বৈধব্য জীবন পালন সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে রাজা বেণ বিধবাগণকে পুনর্বিবাহে বাধ্য করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদের ৯।৫।২৭-২৮এ বিধবাগণের পুনর্বিবাহের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১)

(১) কো বাং শয়ূত্রা বিধবেব দেবরং মর্য্যং ন যোষা
কৃণুতে সধস্থ আ ॥ ঋঃ ১০।৪০।২

As the widow bedward draws her husbands' brother

ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য "দেবর্ শব্দের" দ্বিতীয় বর, অর্থ করেন।

অঃ ৯।৫।২৭-২৮

যা পূর্ব্বং পতিং বিত্ত্বাথান্যং বিন্দতেপরম্।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ॥
সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
যোজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি॥

When she who hath been wedded finds a second husband afterward.

The twain shall not be parted if they give the Goat Panchaudana.

One world with the re-wedded wife becomes the second husbands' home.

বৈদিকযুগে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী পতির অনুগামিনী হইতেন, কিন্তু তিনি মৃত পতির চিতাপার্শ্বে শায়িতা হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূতা হইতেন অথবা দেবরের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, তাহা নিশ্চয়তার সহিত বলা সুকঠিন। ঋগ্বেদের যে সূক্তে ইহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রকৃতার্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়।*

Who gives the Goat Panchaudana illumined with priestly fee.

* "ইয়ংনারী পতিলোকং বৃণানা নি পদ্যত উপ ত্বা মর্ত্য প্রেতম্।
ধর্ম্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি ॥ (১)
উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ (২)
অপশ্যং যুবতিং নীয়মানাং জীবাং মৃতেভ্যঃ পরিণীয়মানাম্।
অন্ধেন যৎ তমসা প্রাবৃতাসীৎ প্রাক্তো অপাচীমনয়ং তদেনাম্॥ (৩)

Choosing her husband's world, O man, this woman lays herself down beside thy lifeless body. Preserving faithfully the ancient custom. Bestow upon her both wealth and offspring. (1)

Rise, come unto the world of life, o woman : Come, he is lifeless by whose side thou liest.

Wifehood with this thy husband was thy portion, who took thy hand and wooed thee as a lover. [2]

I looked and saw the youthful dame escorted, the living *to the dead* : I saw them bear her.

When she with blinding darkness was enveloped, then did I turn her back and lead her homeward. (3)

* ঋঃ ১০।১৮।৭—৮, অঃ ১৮।৩।১—৩

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকত্রয় মধ্যে "উদীর্ষ্ব নার্য্যভি...... বভূথ" মন্ত্রে মৃতের ভ্রাতা অথবা অন্য কোন আত্মীয়, মৃত পতি পার্শ্বে শায়িতা রমণীকে প্রাণহীন স্বামীদেহের মমতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিতেন। (১)

পরবর্ত্তী মন্ত্রের "মৃতেভ্যঃ" র স্থানে কোন কোন পুস্তকে "ঋতেভ্যঃ, আছে।

"ঋতেভ্যঃ" হইলে ঐ মন্ত্রের অর্থ হইবে "অগ্নিতে" এবং উহার অনুবাদ হইবে I looked and saw one youthful dame, escorted, the living to the fire. (২)

সুতরাং "মৃতেভ্যঃ" এর স্থানে "ঋতেভ্যঃ" হইলে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বুঝা যায়। কিন্তু ঋগ্বেদের

কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ। কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ।

১০।৪০।২ ঋক্এ ঋষিকা ঘোষাব অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের প্রতি, "যেরূপ বিধবা নারী দেবরকে এবং পত্নী স্বামীকে

১। অশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্র—৪।২ দ্রষ্টব্য।

২। To the dead : mritebhyah, as given in Whitney's Index Verborum, instead of "ritebhyah" of Mss and Text. If the latter reading be retained, the meaning may perhaps be as Ludwig suggests, to the fire.

—Griffith's Av. 18.3.3 note.

সুখী করিতে শয্যায় আকর্ষণ করে, তদ্রূপ আমি তোমাদিগের সেবা করিতে ইচ্ছা করি” উক্তি হইতে অনুমান হয় যে বিধবা নারী মৃত পতির চিতা পার্শ্ব হইতে উত্থিত হইয়া দেবরের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন,এবং বাস্তবিক পক্ষে কোন পতিবিয়োগ বিধুরা নারীকে জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হইত না।

যাহা হউক, ঋক্‌মন্ত্রের অর্থবিভ্রাট বশতঃই হউক অথবা প্রাচীন প্রথার অনুসরণেই হউক “সতীদাহ” প্রথা অতি প্রাচীনকালে ভারতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকাল পর্য্যন্ত ইহা হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে এ নিষ্ঠুর প্রথা যে কত লক্ষ লক্ষ রমণীর প্রাণ গ্রহণ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

পরলোকের কল্পিত সুখের আশায় অনেক রমণী স্বেচ্ছায় পতির অনুগামিনী হইতেন, এবং কখন কখন বিধবা নারীকে শাস্ত্রবিহিত সতীদাহ প্রথার নামে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধনলোলুপ আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাদের অর্থগৃধ্নুতা চরিতার্থ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ব্বলমনাঃ নারীগণ চিতাপার্শ্ব হইতে উত্থিত হইয়া দেবরের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উভয়ে স্বামীস্ত্রীরূপে বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। পশ্চিম ভারতের কোন কোন স্থলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার প্রথা এখনও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা সেই প্রাচীন প্রথার শেষ নিদর্শন।

প্রাচীন সমাজে নারীর আসন

প্রাচীন যুগে বিবাহিতা নারী, স্বামীগৃহে দাসদাসী লোক পরিজন সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। (১)

অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দুগ্ধ মন্থন ও নিদ্রিত দাস দাসীগণকে জাগরিত করা গৃহিণীগণের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। (২)

তাঁহারা দৈনন্দিন গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া সূঁচী কার্য্য, বস্ত্রবয়ন, সিঁকা প্রস্তুত প্রভৃতি নানাকার্য্য সম্পাদন করিতেন। (৩)

নিত্য গৃহাগ্নির অর্চ্চনায় ও যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যে তিনি স্বামীর অনুগামিনী হইতেন (৪)

নারীগণ বিদ্যাশিক্ষা, শাস্ত্রপাঠ ও মন্ত্র রচনা করিয়া ঋষিত্বলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। বিশ্ববরা, ঘোষা, অপলা, লোপ-মুদ্রা, মমতা, সূর্য্যা, ইন্দ্রাণী,

১। ঋঃ ১০।৮৫।৪৬

২। ঋঃ ।৭৯।১, ১।১১৩।৫ ; অঃ ১২।৩।১৩ ;
ঋঃ ১।২৮।৪ ; ১।৪৮।৬

৩। ঋঃ ২।৩।৬ ; ২।৩৮।৪ ; ৫।৪৭।৬

৪। ঋঃ ১।৭২।৫, ১।১৩১।৩, ১০।৮৫।২৪

শচী, সর্পরাজ্ঞী, বাক্‌, শ্রদ্ধা প্রভৃতি বৈদিকযুগের অতি বিদুষী নারী ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের রচিত মন্ত্র বেদ সূক্তে স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রাচীনকালে অবরোধ প্রথার প্রচলন ছিল না, এবং যজ্ঞাদি সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সুন্দরী রমণীগণ মনোজ্ঞ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া কবরীতে সুগন্ধি পুষ্প ও পুষ্প মালা ধারণ পূর্ব্বক রূপচ্ছটায় দর্শক-গণের চক্ষু ঝলসিত করিয়া মঞ্চে উপবিষ্ট থাকিতেন। * (১)

নারীগণ সাধারণতঃ পতিপরায়ণা ছিলেন এবং স্বামীকে শিব নত করিয়া ভক্তি ভরে প্রণিপাত করিতেন। নারীগণের পক্ষে অপরের গৃহে রাত্রি যাপন করা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত। (২)

বেদে, বরুণপ্রঘাসস্‌ যজ্ঞ, ও যজ্ঞের পূর্ব্বরাত্রে পরদার গমন নিষেধ প্রভৃতির উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে প্রাচীন আর্য্যসমাজও ব্যভিচার পাপ ও গোপন অভিসার প্রভৃতি হইতে একেবারে অকলুষিত ছিল না। (৩)

১। ঋঃ ১০।৮৬।১০, ১।১২৪।৮, অঃ ২।৩৬।১, ঋঃ ১।৯২।৬

২। ঋঃ ১।১২৪।৭, ১০।৮৬।৭, ১০।১০।১৩, ৪।৮০।৬, অঃ ১৪।২।৬৪

৩। ঋঃ ৯।৯৬।২২

সাম কৃপ্বনৎ সামন্যো বিপশ্চিৎক্রন্দন্নেত্যভি সখ্যুর্জামিং ॥

অর্থাৎ ,, ,, ,, লম্পট যেরূপ বন্ধুর (ভগ্নীকে) স্ত্রীকে উপভোগ করে ॥

অঃ ৪।৫,

"প্র বোধয়া পুরন্ধিং জার আ সসতীমিব। প্র চক্ষয় রোদসী বসয়োষসঃ শ্রবসে বাসয়োষসঃ। ঋঃ ১।১৩৪।৪

"বল্মীক স্তূপে নিক্ষিপ্ত শিশু অগ্রূর (অগ্রূ মুনির) ইন্দ্র কর্ত্তৃক উদ্ধার ও প্রাণ রক্ষার উপাখ্যান হইতে অনুমান হয় যে তৎকালীন সমাজ জারজ সন্তানগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এবং ব্যভিচারাদি গুপ্ত পাপ সমাজের নিকট ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। (১)

অর্থাৎ, (প্রণয়ীর) উপপতির ? চিন্তায় কপট নিদ্রা মগ্না যুবতীকে যেরূপ উপপতি ? (প্রণয়ী) সঙ্কেত স্থানে গমন করিবার নিমিত্ত জাগ্রত করে তদ্রূপ তুমি (বায়) যজমানকে হবিগ্রহণ জন্য জাগরিত কর।

"অপ্সরা জারমুপসিষ্মিয়ানা যোষা বিভর্ত্তি পরমে ব্যোমন্।
চরৎপ্রিয়স্য যোনিষু প্রিয়ঃ সনৎসীদৎপক্ষে হিরণ্যয়ে স বেনঃ॥"

যদ্রূপ রূপবতী নারী (প্রিয়তম) উপপতি ? সমীপে উপনীত হইয়া ঈষদ্ধাস্যকরতঃ তাহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া আনন্দিত করে, তদ্রূপ বিদ্যুৎ বেন অর্থাৎ অন্তরীক্ষের নিকট গমন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিতেছে। ঋঃ ১০।১২৩।৫

"অপঘ্নন্নেষি পবমান শত্রূন্প্রিয়াং ন জারো অভিগীত ইন্দুঃ"। (অর্থাৎ উপপতি যেরূপ অন্য উপপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া প্রণয়িণীকে লাভ করে) ? Chasing our foes thou comest as lover to his darling

ঋঃ ৯।৯৬।২৩

১। ঋঃ ৪।১৯।৯ ; ৪।৩০।৬

ধৃতব্রতা আদিত্যা ইষিরা আরে মৎকর্ত্ত রহসূরিবাগঃ। শৃণ্বতো বো বরুণ মিত্র দেবা ভদ্রস্য বিদ্বাঁ অবসে হুবে বঃ॥ ঋঃ ২।২৯।১

তোমরা আমার অন্যায় কার্য্য জনিত পাপদূর কর। যদ্রূপ ব্যভিচারিণী গর্ভপাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে।

অসভ্য ও বর্ব্বরাবস্থার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আর্য্যগণের মধ্যে ভ্রাতা ভগ্নীর যৌনমিলন পূর্ব্বে নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত তাঁহাদিগের সমাজে এ প্রথা অপ্রচলিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের ১০।১০ সূক্তে যম ও যমী অর্থাৎ মিথুনভূত অহঃ ও রাত্রি রূপ ভ্রাতা ও ভগ্নীর কথোপকথনে ভগ্নী যমীর

"ঔচিৎসখায়াং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরু চিদর্ণবং জগন্বান।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ॥

মন্ত্রে, পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত প্রার্থনায় ভ্রাতা যমের

"আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ"॥

মন্ত্রে, মিলনাকাঙ্খিণী ভগ্নীকে অন্যপতি ভজনার উপদেশ প্রদানের দৃষ্টান্ত হইতে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদের উপমায় পুরুষের একাধিক বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। (১)

(১) ঋ ১০। ০১।১১,

ঋঃ ৭।২৬।৩

জনীবিব পতিরেকঃ সমানো নি মামৃজে পুর ইন্দ্রঃ সু সর্ব্বাঃ॥

একস্বামী যেরূপ বহু স্ত্রীকে সমানভাবে দেখেন ইন্দ্রও তদ্রূপ একক শত্রুপুরীগুলিকে (সমানভাবে) ভূমিসাৎ করিয়াছেন।

ঋঃ ১।১০৫।৮

"সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।

সপত্নীগণের মত চতুর্দ্দিক হইতে আমার পঞ্জরাস্থি সকল আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চপতির বিবরণ উল্লিখিত থাকিলেও, এক স্ত্রীর বহুপতিত্ব সম্বন্ধে বেদে কোন স্পষ্টোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৈদিক যুগে Polyandry অর্থাৎ এক স্ত্রীর বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশের মতে উহা গৌরবে বহুবচন বা "Majestis Majestici" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কাহার কাহারও অনুমান যে বৈদিক যুগে গণিকা বা বেশ্যা ছিল (১) এবং তাঁহারা, ঋগ্বেদের ১।১৬৭।৩-৪ ঋক্ এ অগস্ত্য ঋষি কর্ত্তৃক মরুত বর্ণনায় প্রযুক্ত "যব্যা সাধারণ্যেব" শব্দ কয়েকটী হইতেই এ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

তাঁহাদিগের মতে এ শ্লোকের ব্যাখ্যা এই যে "যুবকগণ যেরূপ সাধারণ্যা অর্থাৎ বেশ্যাগণের সহিত মিলিত হয়, মরুতগণও তদ্রূপ বিদ্যুতের সহিত মিলিত হইয়া জল বর্ষণ

ঋঃ ৭।২৬।৩, ১০।১৪৫।১৩, অঃ ৩।১৮।২।৬

(২) ঋঃ ১।১২৪।৭, ১৮৭।১

"মিম্যক্ষ যেষু সুধিতা ঘৃতাচী হিরণ্যনির্ণিগুপরা ন ঋষ্টিঃ।
গুহা চরন্তী মনুষো ন যোষা সভাবতী বিদথ্যেব সং বাক্॥
"পরা শুভ্রা অয়াসো যব্যা সাধারণ্যেব মরুতো মিমিক্ষুঃ।
ন রোদসী অপ নুদন্ত ঘোরা জুষন্ত বৃধং সখ্যায় দেবাঃ"॥

ঋঃ ১।১৬৭।৩ ৪

করিতেছে, ইত্যাদি। কিন্তু যে বৈদিক সমাজে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিকার্য্যই যজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইত, সে সমাজে গোপন অভিসার, ব্যভিচার প্রভৃতি অপরের অসাক্ষাতে অনুষ্ঠিত গুপ্ত পাপাদি প্রশ্রয় লাভ করিলেও প্রকাশ্যভাবে গণিকার অবস্থিতি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

যুবকগণ বলিতে যৌবদশাপ্রাপ্ত সমুদয় যুবককে বুঝায়, সুতরাং যুবকমাত্রেই যে "সাধারণ্যা" বা বেশ্যা" অভিগমন করিতেন অর্থাৎ "যৌবনাবস্থার ইহা যেন একটি স্বাভাবিক রীতি ছিল, তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

যৌবনোন্মেষ কালে অদম্য আসঙ্গলিপ্সা যুবকগণের সৌন্দর্য্য জ্ঞানকে অভিভূত করে, এবং তাহারা সাধারণ সৌন্দর্য্য সমন্বিতা (modest looking, or of ordinary looks) যে কোন যুবতীর সহিত মিলনোৎসুক হয়। সম্ভবতঃ এই ভাবার্থেই এস্থলে "সাধারণ্যা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধারণ্যা অর্থে "অনার্য্য রমণীও' হইতে পারে, কিন্তু ইহার 'বেশ্যা" অর্থ সঠিক বলিয়া মনে হয় না।

সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত মিঃ আরঃ টিঃ এইচ্ গ্রিফীত এই ঋকদ্বয়ের অনুবাদ করিয়াছেন।

Close to them clings one moving in seclusion, like a man's wife, like a spear carried rearward.

Well grasped, bright, decked with gold, there is Vak also, like to a courtly, eloquent dame, among them. Far off the briliant, never-weary Maruts cling to the

বৈদিকযুগে, ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা স্বরূপ কখন কখন নারীরত্ন প্রদান করা হইত, এবং এরূপভাবে রাজা ত্রসদস্যু কাণব ঋষিকে পঞ্চাশটি এবং রাজা অভ্যাবর্ত্তী ভরদ্বাজ ঋষিকে পঞ্চাশটি স্ত্রী দান করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। (১)

ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে নারী প্রকৃতির নিন্দাবাদ দৃষ্ট হইলেও প্রাচীন যুগে নারীগণ অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। (২)

young maid as a joint-possession. The fierce Gods drave not Rodasi before them, but wished for her to grow their friend and fellow.

পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকদ্বয়ের অর্থ হইতে ইহাই সঠিক বলিয়া বোধ হয়।

(১) ঋঃ ৮।১৯।৩৩.

অদান্ মে পৌরু কুৎস্যঃ পঞ্চাশতং ত্রসদস্যুর্বধূনাম্।
মংহিষ্ঠো অর্যঃ সৎপতিঃ॥

ঋঃ ৬।২৭।৮

দ্বযা অগ্নে রথিনো বিংশতিং গা বধূমন্তো মঘবা মহ্যং সংরাট্।
অভ্যাবর্ত্তী চায়মানো দদাতি দূর্ণাশেয়ং দক্ষিণা পার্থবানাম্॥

(২) ঋঃ ৮।৩৩।১৭

"ইন্দ্রশ্চিদ্‌ঘা তদব্রবীৎস্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ।
উতো অহ ক্রতুং রঘুম্॥

ঋঃ ১০।৯৫।১৫ :—

"ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা॥

ঋষিগণ নারীকে সমাজচক্র পরিচালনে পুরুষের “অর্দ্ধাঙ্গিনী” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং বেদবিহিত সকল ধর্ম্মকার্য্য “সস্ত্রীক” সম্পাদনের বিধান করিয়া গিয়াছেন।

বেদে যজমান ও যজমান পত্নী যথাক্রমে “যজ্ঞ” ও “যুগ্ম দেবতা” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (৩)

পুরুষের সকল সাধনায় প্রেরণাদানের শক্তিটি নারীর, এবং সেই মহীয়সী নারী শক্তির অভাবে পুরুষের সকল সাধনা ও সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পরিণত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা উপলব্ধি করিয়াই তাঁহারা মানব জীবনের সকল অনুষ্ঠানেই নারীকে পুরুষের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন, এবং এ নিমিত্তই বোধ হয় ত্রেতাযুগে ভগবানরূপী শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানকালে কনক সীতাকে পত্নীরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

আর্য্যরমণীগণের অপার সৌন্দর্য্য ভোগবিলাস বিমুখ তপশ্চরণশীল ঋষিগণেরও অন্তর মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং তাঁহারা নারীবক্ষের অতুলনীয় শোভা বর্ণনায় অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বেদসূক্তকে অমূল্য উপমা-সম্পদে পূর্ণ করিয়াছেন।

---

(৩) ঋঃ ১৯।১৮৩

ঋঃ ১। ২৪।৪

উষা অদর্শি শুন্ধ্যুবো ন বক্ষো নোধা ইবাবিরকৃত প্রিয়াণি।

The dawn hath been beheld like the bosom of a bright maiden.

সৌন্দর্য্যপ্রতিমা আর্য্যনারী কমনীয় দেহা কোমলাঙ্গী হইলেও শৌর্য্যবীর্য্যে অপ্রতুলা ছিলেন না। বৈদিক যুগে বীরা মুদ্‌গলানী রণক্ষেত্রে স্বামীপার্শ্বে রথ চালনা করিয়া অদ্ভুত সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালেও তাঁহারা প্রয়োজন বোধে জাতি ও দেশের

ঋঃ ১।১২৩।১০-১১

"কন্যেব তন্বা শাশদানাঁ এষি দেবি দেবমিয়ক্ষমাণাম্।
সংস্ময়মানা যুবতিঃ পুরস্তাদাবির্বক্ষাংসি কৃণুষে বিভাতী॥
সুসঙ্কাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষাবিস্তন্বং কৃণুষে দৃশে কম্।
ভদ্রা ত্বমুষো বিতরং ব্যুচ্ছ ন তত্তে অন্যা উষসো নশন্ত॥

In pride of beauty, like a maid thou goest, o Goddess to the God who longs to win thee.

And smiling youthful, as thou shinest brightly, before him thou discoverest thy bosom.

Fair as a bride embellished by her mother thou showest forth thy form that all may see it. Blessed art thou, Dawn, shine yet more widely. No other Dawns have reached what thou attainest.

ঋঃ ১।১২৪।৭

"জায়েব পত্য উশতী সুবাসা উষা হস্রেব নি রিণীতে অপ্সঃ॥

Dawn, like a loving matron for her husdand, smiling and well attired, unmasks her beauty,

ঋ ১।১২৪।৮

"ব্যুচ্ছন্তী রশ্মিভিঃ সূর্য্যস্যাঞ্জ্যঙ্ক্তে সমনগা ইব ব্রাঃ॥

She decks her beauty, shining forth with sunbeams, like women trooping to the festal meeting"

সম্মান রক্ষার্থ মস্তকের কুঞ্চিত-চিকুরদাম সাহায্যে ধনুর জ্যা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অরাতির রণতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পরাঙ্মুখী হন নাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুনারী, সাবিত্রীর ন্যায় পতিপ্রেম, ধরিত্রীর ন্যায় সহিষ্ণুতা, মাতার ন্যায় শুশ্রূষা, ও কন্যার ন্যায় সেবার জন্য জগতে আদর্শস্থানীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইয়া আসিতেছেন। এতদিন তাঁহারা আদর্শ মাতা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ ভগ্নীরূপে হিন্দুসন্তানগণকে বর্ম্মের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আজ ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই হিন্দুনারী জীবন্মৃতা ও সন্তান প্রসবের যন্ত্রমাত্রে পরিণতা হইয়াছেন।

ভারতের এ জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে, আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির নিমিত্ত মৃতকল্পা হিন্দুনারীকে পুনর্জীবিতা করিয়া শক্তির আসনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

"শক্তিরূপিনী হিন্দুনারীর তপস্যার জ্যোতিতে প্রাচ্যের আত্মা জাগিবে, আমাদিগের মৃতপ্রায় আচার ও ভারগ্রস্ত সত্য তাঁহাদের সাধনার বলে প্রকাশিত হইবে। নিত্য সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আবার জাগিবে এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট ভারতে স্বর্গের পুণ্য আলোক আবার শান্তিসুধা বিকীরণ করিবে"।*

---

* মানসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২, সংখ্যায় মৎ লিখিত "নারী ও হিন্দু সমাজ" নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। (রবীন্দ্রনাথ—করাচীনগরে নারীসভায় বক্তৃতা)।

ধর্ম্মাচরণ

(অগ্নিহোত্র)

প্রাচীন আর্য্যগণ প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। প্রকৃতির যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু উজ্জ্বল তাহাকেই তাঁহারা উপাস্য জ্ঞানে পূজা করিতেন। আর্য্য দেবতাগণের মধ্যে মিত্র, বরুণই সর্ব্বপ্রাচীন দেবতা, এবং কালে সূর্য্য, অগ্নি, দ্যাব, পৃথ্বী, দ্যুঃ, বল, অত্রি, মরুৎ, উষা, পর্য্যন্য প্রভৃতি দেবতা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

আর্য্যেতর জাতিগণের মধ্যে "শিশ্ন" বা লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, এবং আর্য্যগণ ইহার বিরোধী ছিলেন। সম্ভবতঃ বর্ব্বরাবস্থায় প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তিকে মনুষ্যের জননশক্তির সহিত তুলনা করিয়া মনুষ্যগণ ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কালক্রমে পরস্পর সংমিশ্রণে "শিব" আর্য্যগণেরও দেবতা রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, এবং তদবধি "শিশ্ন পূজা" হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধতা লক্ষিত হয়।

কৃষি কার্য্যাবলম্বী আর্য্যগণের মধ্যে অগ্নি ইন্দ্র উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারা দেবগণের মুখ স্বরূপ

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। (১)

যজ্ঞের মধ্যে কতকগুলি 'নিত্য' ও কতলগুলি 'কাম্য' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছিল। নিত্যযজ্ঞ সম্পাদনে ক্রুটী হইলে প্রত্যবায় ঘটিত।

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী, আচার্য্যগৃহবাস কালে প্রতি সন্ধ্যায় গুরুর অগ্নিতে একখণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া "সমিৎ" হোম সম্পাদন করিতেন।

সমাবর্ত্তনান্তে গৃহপ্রত্যাগমনের পর তিনি স্বয়ং অগ্নি স্থাপন করিতেন, এবং পত্নী গ্রহণকালে সেই "গৃহ্য বা স্মার্ত্ত" অগ্নিতেই লাজ হোমাদি সম্পন্ন হইত।

গৃহস্থাশ্রমের সমুদয় স্মার্ত্ত কর্ম্ম তৎকালে এই গৃহ্য অগ্নিতেই সম্পাদনের রীতি ছিল, এবং বর্ত্তমান সময়ে দেশ হইতে যাগযজ্ঞাদি একরূপ লুপ্ত হইয়া গেলেও, উপনয়ন, বিবাহ, বৃক্ষ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি স্মার্ত্ত কর্ম্মে এই অগ্নিতেই এখন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত "শ্রৌত কর্ম্ম" নামে আর এক শ্রেণীর বৈদিক কর্ম্ম ছিল, এবং ইহা সম্পাদনের নিমিত্ত বিবাহের পর "শ্রৌত অগ্নি" স্থাপিত হইত।

(১) ঋঃ ১।১।১

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্, যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্, হোতারং রত্নধাতমম্!

গার্হস্থ্য জীবনের সম্পূর্ণতা লাভের নিমিত্ত এই শ্রৌত অগ্নি স্থাপন আবশ্যক, এবং এই অগ্নি স্থাপন বা অগ্নি প্রতিষ্ঠার নাম "অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয়। (১)

অগ্ন্যাধানকালে অগ্নিশালায় একটি চতুষ্কোণ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পশ্চিমে গার্হপত্য, পূর্ব্বে আহবনীয়, এবং দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করিতে হইত।

গার্হপত্যের স্থান চতুর্ভুজাকার, আহবনীয়ের বৃত্তাকার, ও দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্দ্ধবৃত্তাকার। তিনেরই ক্ষেত্রফল এক হাত দীর্ঘ এক হাত বিস্তৃত ক্ষেত্রের সমান।

এই তিন অগ্নিকেই শ্রৌত অগ্নি বলে, এবং বিশেষ নিয়ম ও বিধি অনুসারে একটি অশ্বের উপস্থিতিতে এই অগ্নি স্থাপন করার রীতি ছিল।

ইহার মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধি স্বরূপ, আহবনীয় অগ্নি দেবগণের অগ্নি, এবং দক্ষিণাগ্নি পিতৃগণের অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

শমীবৃক্ষের পরগাছারূপে যে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মে উহার কাষ্ঠ "অগ্নিমন্থন" জন্য ব্যবহৃত হইত। (১)

উক্ত কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত "অরণি" ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ অগ্নি গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি স্থানে যথাবিধি স্থাপন পূর্ব্বক গৃহী "অগ্ন্যাধান কর্ম্ম"

(১) শুঃ যজুঃ—তৃতীয় কাণ্ড।

(১) শুঃযজু—২য় কাণ্ড,

সমাপন করিতেন, এবং "আহিতাগ্নি" নামে অভিহিত হইতেন।

গার্হপত্যের অগ্নি দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হইত, এবং উহা কোনও প্রকারে নিবিয়া গেলে প্রত্যবায় ঘটিত।

আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত রাখিবার কোন বিধান ছিল না। আবশ্যকমত গার্হপত্য হইতে অগ্নি আনয়নপূর্ব্বক উক্ত দুই অগ্নি জ্বালান ও তাহাতে পিতৃগণের উদ্দেশে যাগযজ্ঞাদি সম্পাদিত হইত। অগ্ন্যাধানের পর আহবনীয় অগ্নিতে প্রতিদিন যাগ করার বিধি ছিল।

অগ্নিহোত্র যাগ গৃহীর নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল (২) এবং ইহা সম্পাদনের নিমিত্ত গৃহস্থ একটি গাভী রাখিতেন, তাহার নাম অগ্নিহোত্রী গাভী। তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ অগ্নিহোত্রী গাভীর দুগ্ধ মৃৎপাত্রে গার্হপত্য অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ছোট স্রুব (হাতা) দ্বারা চারি পাঁচ বারে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ "অগ্নিহোত্র হবনীতে" (বড় হাতায়) গ্রহণ পূর্ব্বক, সস্ত্রীক প্রজ্জ্বলিত আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিয়া, ইহা সম্পন্ন করিতেন।

---

(২) শুঃ যজুঃ ৩য়

আহবনীয়ে আহুতি অন্তে গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিতে হইত। আহবনীয়ে প্রথম আহুতি অগ্নির উদ্দিষ্ট, দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি।

গার্হপত্যে প্রথম আহুতির দেবতা অগ্নি গৃহপতি, দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি।

দক্ষিণাগ্নিতে প্রথম আহুতির দেবতা অগ্নি অন্নপতি, দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি।

প্রত্যেক আহুতি জ্বলন্ত সমিধের উপর অর্পণ করিতে হইত, এবং আহুতি প্রদানের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া প্রত্যেক অগ্নিতে তিন তিনটী সমিৎ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তিন অগ্নির উপস্থানান্তর গৃহস্থ অগ্নিশালা হইতে বহির্গত হইয়া আসিতেন। ইহাই সায়ংকালের "অগ্নিহোত্র"।

প্রাতঃকালের অগ্নিহোত্রের বিধি সায়ংকালেরই অনুরূপ, কেবল মাত্র দেবতা, অগ্নির পরিবর্ত্তে সূর্য্য।

নিত্য সম্পাদ্য এই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন না করিলে প্রত্যবায় ঘটিত, সুতরাং কোনও কারণে দুগ্ধ না মিলিলে কিঞ্চিৎ দধি বা চাউল বা তদভাবে অন্য কিছু আহুতি প্রদান করিতে হইত।

এমন কি কোন কিছুরই সংস্থান করিতে অক্ষম হইলে, "অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি" অর্থাৎ আমি শ্রদ্ধাই আহুতি দিতেছি এই মন্ত্রে সংকল্প করিয়া শ্রদ্ধাহোম করিবার বিধান ছিল।

পত্নীর মৃত্যু হইলে, দারান্তর গ্রহণ না করিলে পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতি কাহারও দ্বারা "অগ্নিহোত্র" চালাইতে হইত, কিন্তু ইহা বর্জ্জন করিবার কোনও উপায় ছিল না।

সম্ভবতঃ পিতা বর্ত্তমানে পুত্রকে কোন "শ্রৌত কর্ম্মের" অনুষ্ঠান করিতে হইত না, কেবল পিতার অনুপস্থিতিকালে তিনি পিতার প্রতিনিধিরূপে "অগ্নিহোত্র" সম্পাদন করিতেন।

প্রাচীন যুগে এই অগ্নিকেই অবলম্বন করিয়া গৃহস্থালী ধৃত ছিল।

তিন অগ্নির মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধি-স্বরূপ। একপক্ষে গৃহস্থ, অন্যপক্ষে দেবগণ, এবং পিতৃগণের মধ্যে তিনি মধ্যস্থরূপে বিরাজ করিতেন।

গার্হপত্যের অগ্নি তুলিয়াই আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি জ্বালান হইত এবং এই দুই অগ্নিতে গৃহস্থ যথাক্রমে দেবযজ্ঞ ও পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন।

এইরূপে এই অগ্নির সাহায্যে গৃহের অবিছিন্নধারা রক্ষিত হইত, সুতরাং এই অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানকে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে।

গৃহী, অগ্নি রক্ষা করেন বলিয়াই তিনি পৈতৃক ধন সম্পত্তির ভোগে অধিকারী, এবং ধন সম্পত্তির অধিকারী বলিয়াই সমাজে অন্যান্য গৃহস্থের সহিত তাঁহার আদান

প্রদানের সম্বন্ধ। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হন বলিয়াই তাঁহাকে সাহায্য দেন, এবং এইরূপেই রাষ্ট্রের সহিতও তাঁহার সম্পর্ক ঘটে।

সম্ভবতঃ এই তাৎপর্য্যবশতঃই, "অগ্নিহোত্র" প্রাচীন যুগে গৃহস্থ জীবনের প্রধান অনুষ্ঠান ও সর্ব্বপ্রধান নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত।

আহিতাগ্নি গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্যায় ও প্রত্যেক পূর্ণিমায় "ইষ্টিযাগ" নামে আর একটী স্বতন্ত্র যাগ করিতে হইত, এবং ইহা যাবজ্জীবন, বা ন্যূনপক্ষে ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত করার বিধি ছিল।

এতদ্ব্যতীত প্রতিবৎসর বর্ষাকালে, পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় "নিরূঢ পশুবন্ধ" নামক পশুযাগ অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। এই সকল যাগে, গৃহস্থকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আরও "ঋত্বিক্" (যাজক্), "হোতা" অর্থাৎ যিনি যজ্ঞস্থলে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবগণকে আহ্বান করেন, "অধ্বর্য্যু" অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিক্ যিনি অগ্নিতে আহুতি" প্রদান করেন, "উদ্গাতা" বা সামগানকারক্ ঋত্বিক্, "ব্রহ্মা" বা পরিদর্শক প্রধান ঋত্বিক্ প্রভৃতির প্রয়োজন হইত।

ইষ্টিযাগে আহুতির দ্রব্য "পুরোডাশ" বা যব অথবা চাউলের রুটী, এবং পশুযাগে নিহত পশুর বপা, পশুর মাংস ও পুরোডাশ। সকল যজ্ঞেই যজ্ঞান্তে সকলে মিলিয়া হবিঃ শেষ বা ইড়া ভক্ষণের রীতি ছিল, এবং এই হবিঃ শেষ

ভক্ষণ ব্যতীত কোন যজ্ঞই সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইত না।

যজ্ঞোক্ত প্রত্যেক কর্ম্ম ও যজ্ঞে আহুতির নিমিত্ত ব্যবহৃত "পুরোডাঁশাদি" প্রত্যেক দ্রব্য প্রস্তুত জন্য যজুর্ব্বেদোক্ত নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিতে হইত, এবং যূপ স্থাপন, পশুবন্ধন পশুব বপা নিষ্কাসন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র রচিত হইয়াছিল। *

* ৺ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত যজ্ঞকথা হইতে সংগৃহীত

সোমযজ্ঞ, সোমপান, ও সমুদ্রমন্থনের ইতিহাস।

সোমযজ্ঞ নামে আর এক প্রকার যাগ প্রচলিত ছিল। ইহার অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত জটিল, ও ইহাতে অনেক সরঞ্জাম, বহু ঋত্বিক্ ও ব্যয় বিধানের আবশ্যক হইত বলিয়া এ যাগ সম্পাদন সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

গৃহস্থের অগ্নিশালায় সোম যজ্ঞের স্থান সংকুলান হইত না, এবং এ নিমিত্ত গ্রামের বহির্ভাগে "দেব যজনভূমি" নামে "যজ্ঞস্থান" নির্দ্দিষ্ট করা হইত।

তথায় শাস্ত্রোক্ত বিধানে বেদি, যজ্ঞশালা, মণ্ডপ, যূপস্থান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যজমান, ষোলজন ঋত্বিক্‌কে লইয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেন।

প্রকার ভেদে এই সোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে একদিবস হইতে এক বৎসরের প্রয়োজন হইত। একদিনের যজ্ঞকে ঐকাহিক যজ্ঞ, দুই হইতে বার দিনে সম্পাদ্য যজ্ঞকে "অহীন, এবং বারর অধিক হইলে তাহাকে "সত্র" বলিত। এইশ্রেণীর সোমযাগের সাধারণ নাম "জ্যোতিষ্টোম", এবং "জ্যোতিষ্টোম" অন্ততঃ সাত রকমের ছিল, যথা অগ্নিষ্টোম, উকথ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অত্যগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্য্যাম এবং বাজপেয়।

ইহার মধ্যে অগ্নিষ্টোমই প্রকৃত এবং অন্যগুলি তাহার বিকৃতি মাত্র।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বহু অঙ্গ ছিল, এবং তৎসমুদয় সম্পাদন জন্য পূর্ণ পাঁচদিবসের প্রয়োজন হইত। প্রথম দিনে সপত্নীক যজমানের দীক্ষা এবং সেই প্রসঙ্গে দীক্ষনীয় ইষ্টি যাগ।

দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নে যজ্ঞের আরম্ভ সূচনায় প্রায়ণীয় ইষ্টিযাগ, সোম ক্রয়পূর্ব্বক যজ্ঞশালায় আনয়ন এবং সোমের সংবৃদ্ধনার্থ আতিথ্য ইষ্টিযাগ ও প্রবর্গ্য যজ্ঞ এবং উপসদিষ্টি যাগ। এই দিনে তানূন পত্রদ্বারা যজমান ও ঋত্বিক্‌গণের সন্ধি-বন্ধন" হইত।

তৃতীয় দিনে, প্রবর্গ্য ও উপসৎ যাগ ও মহাবেদি নির্ম্মাণ।

চতুর্থ দিনে, দুইবার প্রবর্গ্য যাগ ও দুইবার উপসৎ যাগ সম্পাদনান্তর সোমাহুতির নিমিত্ত, "অগ্নি প্রণয়ন", এবং অগ্নি ও সোমের সংবর্দ্ধনার্থ অগ্নিষোমীয় পশুযাগ, ও সন্ধ্যায় "বসতীবরী জল আনয়ন।

পঞ্চমদিন সোম যাগের দিন। এইদিন ভোরে হোতা "প্রাতরনুবাক্" মন্ত্র পাঠ করেন, এবং ঋত্বিক্‌গণ "একধনা" জল আনয়নপূর্ব্বক সোম প্রস্তুত করিতে থাকেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থালীতে বা চমসে করিয়া এই সোমের আহুতি দেওয়া হয়। প্রধান আহুতির পূর্ব্বে সামগায়ী ঋত্বিক্‌গণ সমস্বরে স্তোত্র গান, এবং হোতা বা তাঁহার সহকারী শস্ত্র পাঠ করেন। এক

শুঃ যজুঃ—৪র্থ ও ৫ম কাণ্ড

এক শস্ত্র মধ্যে বহু ঋক্ থাকে। শস্ত্র পাঠের পর সোমাহুতি ও সোমপান, তৎপরে চমসাহুতি ও চমস পান হইত।

এইরূপভাবে তিনটী "সবন" হইত, এবং তিন সবন ব্যাপিয়া "সবনীয় পশুযাগ" নামে একটি পশু যাগের অনুষ্ঠান করিতে হইত।

তিন সবনের পর সপত্নীক যজমান অবভৃথ স্নান সমাপন পূর্ব্বক বরুণের উদ্দেশে পুরোডাশ প্রদান করিয়া যজ্ঞশালায় ফিরিয়া আসিতেন, এবং যজ্ঞসমাপ্তিসূচক উদনীয় ইষ্টি যাগ তৎপরে অনুবন্ধ্য পশুযাগ সম্পাদন করিয়া মন্থন দ্বারা নূতন অগ্নি প্রজ্জ্বলন পূর্ব্বক তাহাতে উদবস্যানীয় ইষ্টিযাগ সম্পন্ন করিলে যজ্ঞ সমাপ্ত হইত।

এই যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ঋত্বিক্‌গণকে এক শত গাভী প্রদানের বিধি ছিল। ব্যয় বাহুল্য ও সোমলতার দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন সোমযাগ ক্রমশঃ আর্য্য সমাজ হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয় রাজাগণ অশ্বমেধ,* রাজসূয় প্রভৃতি যে সকল যজ্ঞ মহাড়ম্বরের সহিত সম্পাদন করিতেন তাহাও সোম যজ্ঞের অন্তর্গত।

প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের মতে সোম একজন দেবতা, এবং রাজা।

ইন্দ্র, যম, বরুণ যথাক্রমে যেরূপ পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম

* শুঃ যজু, ৪র্থ কাণ্ড ও ৮ম কাণ্ড

দিকের অধিপতি ছিলেন, সোমকেও তদ্রূপ উত্তরদিকের অধিপতি বলিয়া অভিহিত করা হইত।

দেবতা সোম দ্যুলোকে অবস্থান করিতেন, এবং পার্থিব সোম মর্ত্যলোকে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ পার্ব্বত্য উদ্ভিদ্‌রূপে মুজবান পর্ব্বতে বিরাজমান ছিলেন।

ঋক্‌ সংহিতায় সোমকে ওষধিপতি চন্দ্র বলা হইয়াছে।

চন্দ্র যেরূপ দিবাভাগে নিস্প্রভ থাকেন ও সন্ধ্যার আঁধার ঘনীভূত হইলে উজ্জ্বল হইয়া উঠেন, অমাবস্যায় লুপ্ত হইয়া পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্ররূপে গগনে প্রকাশিত হন, বর্ষজীবি উদ্ভিদ সোমলতা তদ্রূপ নিশাকালে সকল ওষধির ন্যায় ঔজ্জ্বল্য (phosphorescence) লাভ করে, এবং বর্ষমধ্যে আপনি জন্মে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও পুনঃ শুষ্ক হইয়া যায়। (১)

আকাশের চন্দ্র যেরূপ লুপ্ত হইয়াও লোপ প্রাপ্ত হয় না, পৃথিবীর সোমও তদ্রূপ মরিয়াও মরে না। উভয়েই স্বরূপতঃ এক, উভয়েই অমৃত স্বরূপ। স্বর্গের সোম, দেবগণের নক্ষত্ররূপ গৃহে গৃহে বিচরণ করেন, এবং তাহারা তাহা পান করেন। পানের পর সোমপাত্র রিক্তপ্রায় হইলে সোমের পুনঃ আপ্যায়ন বা পূরণ হয়।

পৃথিবীতে ওষধি সোম দ্যুলোকে স্থিত সেই সোমেরই প্রতিরূপ।

(১) "ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যাম্‌ অতৈলপূরাঃ সুরত প্রদীপাঃ।"
—কালিদাস, কুমারসম্ভবম্‌।

যজমান্ ও ঋত্বিক্‌গণ পাত্র পূর্ণ করিয়া সোমরসের গ্রহ পান করেন কিন্তু সে সোম নিঃশেষিত হয় না, সেই নিমিত্ত তাঁহারা সোমের আপ্যায়ন অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।*

স্বর্গের রাজা সোমের প্রতিরূপ, মর্ত্যের ওষধি রাজা সোম যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিলে ঋত্বিক্‌গণ উঁহার সম্মানার্থ আতিথ্য ইষ্টিযাগ সম্পাদন করিতেন।

এককালে দেবগণের নিকটও সোম দুর্লভ ছিলেন, এবং তাঁহারা ইহার সন্ধান লাভ করিয়া কৌশলে ইহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন।

সোম আনয়ন সম্বন্ধে বেদ ও পুরাণ সমূহে নানা আখ্যায়িকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বর্গের কোন সুউচ্চ গুপ্ত দেশ হইতে সুপর্ণ বা শ্যেন পক্ষী দেবগণের নিমিত্ত সোম আহরণ করিয়াছিলেন। আবার নগ্না কুমারী বেশে বাগ্দেবী স্ত্রীপ্রিয় গন্ধর্ব্বগণকে প্রতারিত সোম হরণ করিয়াছিলেন এরূপ বিবরণও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সুপর্ণী বা শ্যেনীকে গায়ত্রী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গায়ত্রী ও বাগ্দেবী অভিন্না। বেদের মন্ত্রই বাক্, এবং বেদের সারভূতা গায়ত্রীমন্ত্র বেদের শ্রেষ্ঠ বাক্য। গায়ত্রীই বাক্‌দেবতা, সুতরাং স্বয়ং বাক্ দেবতা সোম আনয়ন করিয়া দেবগণকে অমরত্ব দান করিয়াছিলেন।

* শুঃ যজুঃ ৫ম কাণ্ড

ঋষিগণও অমরতা লাভের নিমিত্ত সোমপান করিতেন, এবং অমরতা দান করে বলিয়াই সোম যজ্ঞের এত মাহাত্ম্য ছিল।

দেবগণ সোমপানে তৃপ্ত হন্ বলিয়া আর্য্যগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে সোমরস অর্পণ করিতেন।

বেদে সোমরস প্রস্তুতের বিস্তৃত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে দুই খণ্ড প্রস্তরে পেষণ পূর্ব্বক সোমলতা হইতে মাদক রস নির্গত করা হইত।

আর্য্যগণ, ঐ রসকে দধি বা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রথমে কুশ নির্ম্মিত পরে মেষ লোম নির্ম্মিত ছাকনায় ছাঁকিয়া পানার্থ কলসীমধ্যে আহরণ করিতেন।

(১) ঋঃ ৯।৬৫।১৫

যস্য তে মদ্যং রসং তীব্রং দুহংত্যদ্রিভিঃ স পবস্বাভিমাতিহ॥

ঋঃ ৯।৬।৬

(২) তং গোভির্বৃষণং রসং মদায় দেববীতয়ে। সুতং ভরায় সং সৃজ॥ দেবগণ পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া অভিযুত এবং অভীষ্টবর্ষী সেই সোমরসে সংগ্রামার্থ গব্য মিশ্রিত কর।

(৩) "এতে পূতা বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।

সূর্য্যাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে॥" ঋঃ ৯।১০১।১২

ইহারা শোধিত হইয়াছে, ইহারা দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহারা চলিতেছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করে না।

এই ক্ষরণশীল সোমকে বেদে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার নাশক এক প্রকাণ্ড শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করা হইযাছে। পুরাণকারগণ এই দীপ্তিমান্ সোমকে, সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন চন্দ্র বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। (১)

সোমের গুণ ঋষিগণ নানাভাবে বর্ণনা করিয়াও তৃপ্তি লাভ করেন নাই।

পরিকোশং মধুশ্চ্যুতমব্যয়ে বারে অর্ষতি।

অভিবাণী ঋষীণাং সপ্তনূষত। ঋঃ ৯।১০৩।৩

মধুপূর্ণ কলসের উপর মেষ লোম আছে, তাহাতে সোম যাইতেছেন। ঋষিগণ সপ্তছন্দের স্তবের দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিলেন।

ঘৃতং পবস্বধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ।

অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব॥ ঋঃ ৯।৪৯।৩

হে সোম, তুমি দেবতাগণের সমাগম প্রার্থী, অতএব যজ্ঞেতে ঘৃত ধারা ক্ষরণ কর। আমাদিগের নিকট বৃষ্টি উপস্থিত কর।

ঋঃ ৯।২৯।৩

সুবহা সোম তানি তে পুনানায় প্রভূবসো বর্ধা সমুদ্রমুকথ্যং।

হে প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোম! শোধনকালে তোমার সেই তেজঃ সকল অত্যন্ত অভিভবপর হয়, অতএব তুমি সমুদ্র সদৃশ স্তুতিযোগ্য দ্রোণ কলসকে পূর্ণ কর।

(১) "পবমান ঋতং বৃহচ্ছুক্রং জ্যোতিরজীজনং কৃষ্ণা তমাংসি জংঘনং॥ ঋঃ ৯।৬৬।২৪

এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইনি এক প্রকাণ্ড শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উৎপাদন করিলেন; সেই জ্যোতিঃ যথার্থ, তাহা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সমূহকে নষ্ট করিল।

সোমকে সৌভাগ্যের আকর, ক্ষমতা ও স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধক, কবিগণের রচনাশক্তি বর্দ্ধক সুমিষ্ট মদিরা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ১)

ক্ষরণশীল সোমের পতনবেগ লক্ষ্য করিয়া ইহাকে ঋষিগণ সুচারু ঘোটক বলিয়াছেন, এবং ইহা হইতে সমুদ্র মন্থনে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটকের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। সোম মদস্রাবী, এবং কল্পতরুর ন্যায় বস্ত্র, গাভী, সুন্দরী রমণী প্রভৃতি দান করে। কালে, এই বর্ণনা হইতে ইন্দ্রের ঐরাবত, কৌস্তুভমণি, সুরভি গাভী, অপ্সরা প্রভৃতির সমুদ্র মন্থনে উৎপত্তিরূপ কাহিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঔষধির জন্য ক্ষরিত হয় বলিয়া সোমকে ওষধিপতি বলা হয়, এবং ইহা হইতেই ধন্বন্তরির জন্ম কল্পিত হইয়াছে। ২)

(১) ঋধক্ সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবঃ কবিঃ।
পবস্ব সূর্য্যো দৃশে। ঋঃ ৯।৬৪।৩

হে সোমরস! তুমি কর্ম্মকুশল, তুমি দীপ্যমান ও বলশালী, তুমি দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হইয়া আমাদিগের মঙ্গল কর।

(২) "আবিশন্‌কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ।
শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি। ঋঃ ৯।৬২।১৯

সোম নিষ্পীড়িত হইয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন, সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন এবং বিপক্ষের গোযূথ মধ্যে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

"যো ধারয়া পাবকয়া পরিপ্রস্যংদতে সুতঃ।
ইংদুরশ্বো ন কৃৎব্যঃ। ঋ ৯।১০১।২

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে ক্ষরিত সোম-রস আহরণের নিমিত্ত ব্যবহৃত কলসীই ক্ষীরোদ সমুদ্র, সোম-

---

সেই সোম, যিনি যজ্ঞকর্ম্মে নিতান্ত উপযোগী, যিনি ঘোটকের ন্যায পবিত্রধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন।

(২) এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে।
দধদ্রত্নানি দাশুষে। ঋঃ ৯।৩।৬

মেধাবীগণ এই সোমের স্তব করিলে, ইনি হব্যদাতাকে রত্নদান করতঃ জলমধ্যে প্রবেশ করেন।

ঋঃ ৯।৮৬।১০

জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ং পিতা দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ।
দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ।

এই সোম যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদক আলোক স্বরূপ, ইনি সুমিষ্ট মধুর ন্যায ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি দেবতাদিগের জন্মদাতা পিতা, ধনের অধিপতি। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ রত্ন দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী অতি চমৎকার রস. ইহার মাদকতা শক্তি নিরূপম।

ঋঃ ৯।১০৭।১২

প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতং॥

মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ, তোমার লতার রস লইয়া মধুক্ষরণকারী কলসের মধ্যে তুমি[illegible]তেছ।

মন্থন দণ্ডই মন্দর পর্ব্বত, এবং বেদের সোমমন্থনই পুরাণকারগণের সমুদ্রমন্থন।

১ বর্ত্তমান সময়ে সোমযজ্ঞ হিন্দুগণের মধ্যে অপ্রচলিত হইলেও পারসীকগণের মধ্যে উহা প্রচলিত আছে। তাঁহারা

ঋঃ ৯।৮৬।৩৯

"গোবিৎ পবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্য বিদ্রেতোধা ইংদো ভুবনেষর্পিতঃ"

হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যেন আমরা গাভী ও অশ্ব ও স্বর্ণ লাভ করি। তুমি ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ সংস্থাপিত আছ।

"স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্বতে।

শং রাজন্নোষধীভ্যঃ।" ঋঃ ৯।১১।৩

হে রাজা, তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও, পুত্রাদির জন্য সুখে ক্ষরিত হও, অশ্বের জন্য সুখে ক্ষরিত হও, ওষধিগণের জন্য সুখে ক্ষরিত হও।

"প্রসোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনঃ।

সুতা বিদথে অক্রমুঃ॥ ঋ ৯।৩২।১

সোম সমূহ অভিষুত ও মদস্রাবী হইয়া যজ্ঞে হব্যদাতার অন্নার্থ গমন করিতেছেন।

অয়ং ত আঘৃণে সুতো ঘৃতং ন পবতে শুচি।

ত্বা ভক্ষৎ কন্যাসু নঃ॥ ঋঃ ৯।৬৭।১২

হে তেজঃপুঞ্জ! তোমার নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হইয়া ঘৃতের ন্যায় নির্ম্মলভাবে এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছে। আমরা যেন বহুসংখ্যক নারী প্রাপ্ত হই।

(পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব প্রণেতার অ)

এখনও "হুম" নামক উদ্ভিদের রস দ্বারা সোমযাগ করিয়া থাকেন।

প্রাচীন ইরাণীদিগের মধ্যে সোম যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, এবং তাঁহারা সোমকে "হোমা" বলিতেন।

জার্ম্মাণ ও গ্রীকগণের মধ্যেও উপাখ্যান আছে যে ঈগল পক্ষী দেবরাজ (zeus)এর নিমিত্ত মধু আনয়ন করিয়াছিলেন।

এই ঈগল পক্ষীই বেদের শ্যেন বা সুপর্ণ, এবং এই মধুই সোম।

ফলতঃ সোম একেবারে বেদপন্থীগণের ও সমগ্র আর্য্য-জাতির দেবতা ছিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই এই দেবতার উদ্দেশে "সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন।

* কালে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণের পক্ষে সোমপান নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞাদিশেষে বটের রস, ও বৈশ্যগণ দধিপান করিতেন।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ, হবিঃশেষ পান ও যজ্ঞ শব্দের তাৎপর্য্য।

বেদপন্থী সমাজে কালে এই সকল যাগযজ্ঞ নানা ভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই সকলের যথাযথ সম্পাদন জন্য শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি নানা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

বেদপন্থী সমাজে মানব জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম যজ্ঞাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইত, এবং তাঁহারা মানবকে জন্মমাত্রেই পঞ্চঋণে আবদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

দেবগণ মানুষের ভাগ্যবিধাতা, পিতৃগণ তাঁহাকে মানব-জন্ম দিয়াছেন; ঋষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করিয়াছে; বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। পশু পাখী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত কোন না কোনরূপে তাঁহার জীবন রক্ষার সাহায্য করিতেছে, অতএব ইঁহাদের সকলের নিকটই তাঁহার ঋণ আছে।

এই এক একটা ঋণ শোধের চেষ্টাই যজ্ঞ।

দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে অন্ততঃ একখণ্ড সমিৎ নিক্ষেপ করিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। পিতৃগণের উদ্দেশে একগণ্ডূষ জল দান করিলেও পিতৃযজ্ঞ, ভূতগণের অর্থাৎ . ও পক্ষীর উদ্দেশে

কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ,ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু অন্ন দিলেই মনুষ্য-যজ্ঞ, এবং বেদাধ্যয়ন করিলে,অন্ততঃ একটি ঋক্ একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

গৃহস্থের এই নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোনরূপ জটিলতা নাই ; কার্য্যতঃ বেদপন্থী সমাজের অধিকাংশ গৃহস্থ অদ্যাপিও এই পাঁচটী যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আর্য্যগণ, প্রাণ ধারণের নিমিত্ত নিত্য যে অন্ন ভোজন করিতেন তাহাকেও তাঁহারা "প্রাণাগ্নি হোত্র" বলিতেন।

কারণ জীবন ধারণের নিমিত্ত শৃগাল কুকুরের মত অন্নের গ্রাস গলাধঃকরণ করায় কোন বিশিষ্টতা নাই ; কিন্তু ঐ পাশবিক কর্ম্মকে নিত্য সম্পাদ্য অগ্নিহোত্ররূপে দর্শন করিলে উহাতে আর পাশবিকতাব ক্লেদ থাকে না, উহা মানবিকতার গৌরবে মণ্ডিত হয়।

অন্নের যে প্রথম গ্রাস উপস্থিত হয়, তাহা হোমদ্রব্য। শাস্ত্রে আছে "প্রাণায় স্বাহা" বলিয়া সেই অন্নের গ্রাস আহুতি দিবে, প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হইবে। কেবল নিজের প্রাণ কেন, বিশ্বের প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হইবে।

অন্ন গ্রাস গ্রহণের মন্ত্র হইবে—প্রাণে নিবিষ্ট : অমৃতং জুহোমি, প্রাণায় স্বাহা"

অর্থাৎ আমি প্রাণে নিবিষ্ট হইয়া প্রাণাগ্নিতে যে আহুতি দিতেছি, ইহা অ[illegible]তি ; এই যে অন্ন ইহা অমৃত। প্রাণ

অপানাদি পঞ্চ প্রাণের উদ্দেশে ঐরূপ পাঁচটি আহুতির পর বলা হইবে "ব্রহ্মাণি মে আত্মা অমৃতত্বায়"

অর্থাৎ আমার আত্মা ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া অমৃত লাভ করুক।

অনুষ্ঠানরত গৃহস্থেরা এখনও ভোজনকালে এইরূপে পঞ্চ গ্রাস লওয়ার প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণাগ্নিতে, অন্নের অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুর সমর্পণ করিয়া জীবের প্রাণ অর্থাৎ বিরাট পুরুষ প্রজাপতির প্রাণের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকেন।

যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ, সুতরাং কাহারও নিকট দ্রব্য-ত্যাগই যজ্ঞ।

কাহারও বা তপস্যা যজ্ঞ, কাহারও যোগ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জনই কাহারও নিকট যজ্ঞ।

কেহ বা যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন, কেহ বা রূপ রসাদি ভোগ্য দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন, আবার কেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। ফলে কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ—ত্যাগাত্মক কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞ, দেবতার উদ্দেশে সম্পাদিত যজ্ঞ।

কে, কাহার উদ্দেশে কোন দ্রব্য আহুতি দেয়? উক্ত আছে যে

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্,
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।"

—কৃষ্ণগীতা

অর্থাৎ জীবনযজ্ঞ ব্রহ্মকর্ম্ম, ব্রহ্মই এখানে ঋত্বিক্, ব্রহ্মই এখানে অগ্নি, ব্রহ্মই এখানে হোমদ্রব্য, ব্রহ্মই এখানে দেবতা, এবং এই ব্রহ্ম কর্ম্ম সম্পাদনে ব্রহ্মলাভই ঘটে। তাই আর্য্য ঋষিগণেব কল্পনায় জগৎসৃষ্টিব নিমিত্ত বিরাটপুরুষ প্রজাপতি আপনাকে যজ্ঞদেবতাব উদ্দেশে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনাকেই আহুতি দিয়াছিলেন।

প্রজাপতি, নিজেই যজ্ঞপুরুষ, ও যজ্ঞ দেবতা। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপাবে তাঁহাব কোন ইষ্টলাভ থাকিতে পারে না; তিনি সৃষ্টিব জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ত্যাগের জন্যই ত্যাগ স্বীকাব কবিয়াছিলেন। ইহাই লীলা কৈবল্য।

ঋগ্বেদের বিখ্যাত পুরুষ সূক্তে ইহাই রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এবং এই পুরুষ যজ্ঞই বিশ্বমধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম যজ্ঞ। বিবাট পুরুষেব এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞ ঋষিদিগের কল্পনাকে অভিভূত কবিয়াছিল।

এ যজ্ঞ সম্বন্ধে বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করা হইতেছে-

"কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানম্ আজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ, ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমকথম: যদ দেবা দেবম্ অ[illegible] বিশ্বে।"

অর্থাৎ এই যে যজ্ঞ হইয়াছিল, ইহার পরিমাণ কি ছিল, প্রতিমা কি ছিল, উহার সঙ্কল্প কি ছিল ?

বিশ্ব মধ্যে দেবতারা যজ্ঞ পুরুষেব যে যাগ করিয়াছিলেন তাহাব আজ্য কি ছিল, পবিধি কি ছিল, ছন্দ কি ছিল, শস্ত্রই 'বা কি ছিল ?

তদুত্তরে বলা হইতেছে—

যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভি স্তত এক শতং দেব কর্ম্মেভি রায়তঃ। ইমে বয়স্তি পিতরো আযজুঃ, প্র বয় অপ বয় ইত্যাসতে ততে। চা কপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যাঃ যজ্ঞে যাতে পিতরো নঃ পুরাণে। পশ্যন্ মন্যে মনসা চক্ষসা তান্, য ইমং যজ্ঞং অযজন্ত পূর্ব্বে।

অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিয়া এই যে যজ্ঞরূপ বস্ত্র বয়ন করা হইতেছে, দেবগণের যাবতীয় 'কর্ম্ম তাহাতে তন্তুস্বরূপ হইয়াছে।

"সম্মুখের দিকে বয়ন কর, বিস্তারেব দিকে বয়ন কর" বলিতে বলিতে পিতৃগণও আসিয়া সেই বয়ন কার্য্যে যোগ দিতেছেন। সেই পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে তাহারই অনুকরণে আমাদের পিতৃগণ মনুষ্যগণ এবং ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন এখনও যেন মানস চক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি"।

বস্তুতঃই এই সৃষ্টি যজ্ঞ কখন [illegible] হইবার নহে।

কাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। দেবগণ, পিতৃগণ এবং নরগণ এই যজ্ঞ ব্যাপারেই লিপ্ত রহিয়াছেন; এই সৃষ্টিযজ্ঞে সাহায্য করিবার জন্যই তাঁহারা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতা নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাট্‌পুরুষ স্বয়ং এই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছেন। সেই মুক্ত পুরুষই স্বেচ্ছায় আপনাকে যূপে বদ্ধ করিয়া আপনাকে যজ্ঞিয় পশুতে পরিণত করিয়াছেন; তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্ব-জগতের নির্ম্মাণ কবিতেছেন। সনস্ত জগৎটাই সেই যজ্ঞিয় পশুর দেহ; যাবতীয় জীবের হিতার্থে ইহা যজ্ঞে নিযুক্ত হইয়াছে। যাবতীয় জীবের পক্ষে ইহা ভোগ্যরূপে অন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যাবতীয় জীব হবিঃশেষরূপে ইহাকে আত্মস্থ এবং আত্মসাৎ করিয়া সেই বিবাট পুরুষের শরীরে আপনাব শরীর মিশাইতেছে। বিরাট পুরুষ কেবলই আপনাকে ত্যাগ কবিতেছেন, কেবলই আপনাকে নষ্ট করিতেছেন. কেবলই আপনাকে নিহত করিতেছেন, অথচ তিনি নষ্ট বা নিহত হইতেছেন না। তাঁহার এই যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহা একদিনের অনুষ্ঠান নহে, মহাকাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। এই যজ্ঞের প্রায়ণও নাই, উদয়নও নাই, আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই; কেন না এই যজ্ঞইত বিশ্বব্যাপার।

যজ্ঞ সম্বন্ধে এই সংস্কার লইয়াই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান ক[illegible] এবং এখনও যে যজ্ঞ করা হয় তাহাও

সেই আদিম যজ্ঞের অনুকরণে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেবতাকে তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি,এবং এই নিমিত্তই পূজক পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার, নৈবেদ্য প্রভৃতি দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। পূজা দেবতার নিকট দৈন্যতা বা বশ্যতা স্বীকার, এবং দেবোদ্দেশে কোনও দ্রব্য উৎসর্গ করা স্বার্থত্যাগ।

তাই স্বার্থ ত্যাগের পরিচয় স্বরূপ ভক্ত, চিরদিন আপনার প্রিয়বস্তুকে দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া থাকেন, এবং দেবতাকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বা প্রিয়তম বস্তু প্রদানের প্রথা হইতেই মানব সমাজে পশুবলি, নরবলি প্রভৃতি উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল।

ঈহুদী, গ্রীক্, রোমান, ফিনিক, সেমেটিক প্রভৃতি সুসভ্য হইলেও তাঁহারা নরবলি দিতেন। দেবতাকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠপুত্রকে, পিতার একমাত্র পুত্রকে পছন্দ করা হইত। রোম সম্রাট্ এলাগাবেলাস নূতন করিয়া নরবলিব প্রচলন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে সাম্রাজ্যের অতি উচ্চবংশজাত বালকগণকে ধৃত করিয়া আনিয়া বলি দেওয়া হইত।

ব্যাপারটি অতিমাত্র ভীষণ ও লোমহর্ষকর হইলেও ইহার মূলে ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল।

দেবতা নরমাংস ভোজনে তৃপ্ত হন্ ইহার এরূপ তাৎপর্য্য নহে। ত্যাগস্বীকার তাৎপর্য্য। যাহা সবচেয়ে মূল্যবান্, সব-

চেয়ে প্রিয়, তাহাকে উৎসর্গ করিতে পারিলে তবেই প্রকৃত ত্যাগস্বীকার হয়, অন্যথা সে ত্যাগস্বীকার মূল্যহীন। যজ্ঞ সম্বন্ধে এই সংস্কার আর্য্যগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু মানবের শ্রেষ্ঠ উপহার নর যজ্ঞের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ঋগ্বেদে, শুনঃশেপের উপাখ্যান পাঠ করিলে প্রথমেই সন্দেহ জন্মে যে প্রাচীনকালে নরবলি প্রচলিত ছিল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শুনঃশেপের গল্প; গল্পমাত্র, উহা প্রকৃত ইতিহাস নহে।

শুনঃ শেপ অর্থাৎ পৃথিবীর শয়ানভাবে বক্রগতি, এবং এই গতি অনুসারে বৎসর গণনা অপ্রচলিত করিয়া নূতন পদ্ধতিতে বৎসর গণনা প্রবর্ত্তনই এই শুনঃশেপ উপাখ্যানের মূল বিষয়।

শুনঃশেপ উপাখ্যান আর্য্য কবিগণের রূপক বর্ণনা হইলেও শুনঃশেপ বধের নিমিত্ত লোকাভাবই প্রাচীন আর্য্যগণের নরবলি বিমুখতার পরিচয় প্রদান করে।

অতিথি সৎকার, ও ব্রহ্মোদনম্।

প্রাচীনকালে অতিথি সৎকার পরম পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

অতিথিকে বেদে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলে দেব গণ যেরূপ তৃপ্ত হন, অতিথিকে সৎকার করিলেও তাঁহারা তদ্রূপ তৃপ্ত হইয়া হইয়া থাকেন। (১)

এ নিমিত্ত তৎকালে অতিথির নিমিত্ত গৃহীর গৃহদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত, এবং গৃহে অতিথি সমাগত হইলে তাঁহারা পাদ্য অর্ঘ্য যোগে তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে সাদরে ভোজন করাইতেন ও গৃহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষে সুকোমল শয্যা রচনা করিয়া তাঁহার বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ "শ্রোত্রিয়", ও দীর্ঘ শ্মশ্রু গৈরিকধারী ব্রাত্যগণই শ্রেষ্ঠ অতিথিরূপে পরিগণিত হইতেন। (২)

যিনি অতিথি ভোজন না করাইয়া একাকী ভোজন করেন বেদে তাঁহাকে পাপাত্মা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (৩)

গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হইয়া গেলে দেবতা রুষ্ট হন্ এবং গৃহীর অকল্যান ঘটে, এ সংস্কার আজিও ভারতবাসীর

(১) অ: ৯।৬।১—৩ (২) ঋ: ১।১২৮।৬ (৩) ...।৩।১

অন্তরে পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতিথি সংকার নিমিত্ত আর্য্যগণ স্ত্রী পুত্র এমন কি আত্ম বলিদানেও কুণ্ঠিত হন্ নাই এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

গৃহীর পক্ষে, ব্রাহ্মণগণকে পক্বমাংস, ঘৃতান্ন ও সোম দান অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশিত ছিল।

এই ব্রহ্মভোজ্য অন্নকে "বিশ্‌তরী বলিত। অথর্ব্ব বেদের ৪ কাণ্ড ৩৪ শ্লোকএ বিশ্‌তরী রন্ধন ও দানের অশেষ ফল কথিত হইয়াছে।

যিনি জীবদ্দশায় "বিশ্‌তরী" রন্ধন করেন তিনি সর্ব্বসুখের অধিকারী হইয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে সক্ষম হন, এবং সংকার কালে জাতবেদ অগ্নি তাঁহাব শিশ্ন দহন করেন না।

কেহ কেহ ব্রাহ্মণগণকে এতৎসহ গৃহজাত বস্ত্র ও স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি দান করিতেন, এবং অধিক পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত "পঞ্চোদনম্" "শতোদনম্" প্রভৃতি সম্পাদনের প্রথা ছিল।

দেবতাতত্ত্ব

বা

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বেদে, ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সূর্য্য, রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি তেত্রিশ শত তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ থাকিলেও প্রাচীন আর্য্যগণ প্রকৃত প্রস্তাবে "একেশ্বরবাদী" ছিলেন। বৈদিক যুগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্র, সমগ্র দেবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেও তিনি ও অপর সকল দেবতা যে এক ও অভিন্ন, এবং সকলই যে এক অনন্ত ঐশী শক্তির স্বতন্ত্র বিকাশ তাহা তাঁহাদিগের নিকট অবিদিত ছিল না।

ঋগ্বেদের—

"মম দ্বিটা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য বিশ্বায়োর্বিশ্বে অমৃতা যথা নঃ।
ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজামি কৃষ্টেরূপমস্য বব্রেঃ॥

(১) ত্রীণিশতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্য্যন্

—ঋঃ ৩।৯।৯

(২) ঋঃ ১০।৯২।৪ ; ৪।৪২।০, ১।১৭০।১৭১, ঋঃ ৪।৩০।৩ ;
ঋঃ ৮।৫১।৭ ; ৭।২১।৭,

ঋঃ ৭।৮২।২

অহং রাজা বরুণো মহ্যং তান্যসূর্য্যাণি প্রথমা ধারয়ন্ত।
ক্রতুং " " " " বব্রেঃ ॥
অহমিন্দ্রো বরুণস্তে মহিত্বোর্বী গভীরে রজসী সুমেকে।
ত্বষ্টেব বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্তসমৈরয়ং রোদসী ধারয়ং চ ॥

—৪।৪২।২-৩

ঋক্এ দেবতা বরুণ বলিতেছেন যে তিনিই ইন্দ্র, তিনিই ত্বষ্টা, এবং তিনিই সর্ব্বলোকের অধীশ্বর, ইত্যাদি। (১)

ঋগ্বেদের—

"স সূর্য্যঃ পর্য্যুরু বরাংস্যেন্দ্রো ববৃত্যাদ্রথ্যেব চক্রা।

—১০।৮৯।২

---

(১) I am the royal ruler, mine is Empire, as mine who sway all life are all Immortals.

Varuna's will the Gods obey and follow.

I am the king of men's most lofty cover.

I am king Varuna. To me were given these first existing, high celestial powers.

Varuna's will : the Gods obey and follow. I am the king of men's most lofty Cover.

I Varuna, am Indra in their greatness, these the two wide deep fairly fashioned regions.

These the two world-halves have I, even as Tvastar knowing all things, joined and held together.

ঋক্‌এ বেদের ঋষি বলিয়াছেন যে ইন্দ্রই সূর্য্য—ইত্যাদি, (১) এবং পুনঃ

"প্র শোশুচত্যা উষসো ন কেতুরসিন্বা তে বর্ত্ততামিন্দ্র হেতিঃ।

ঋক্‌এ ইন্দ্রের উদ্দেশে বলিয়াছেন যে প্রভাতের অগ্রদূত রূপে তাঁহারই কিরণ রশ্মি প্রথম প্রতিভাত হয়। (২)

"অহং সূর্য্যস্য পরি যাম্যাশুভিঃ প্রৈতশেভির্বহমান ওজসা।

—১০।৪৯।৭

ঋক্ এ ইন্দ্র দেবতা বলিতেছেন যে তিনিই সূর্য্যের রশ্মি বাহিত রথে ভ্রমণ করেন। (৩)

আবার, অথর্ব্ববেদের—

"ঈড়চং নাম হ্য ইন্দ্রং প্রিয়ঃ সমানানাং ভূয়াসম্।
উদিহ্যুদিহি সূর্য্য বর্চসা মাভ্যুদিহি।
ত্বমেব বিষ্ণো বহুধা বীর্য্যাণি।"

—১৭।১।৫—৬

(১) Surya is he: Throughout the wide expenses shall Indra turn him, swift as carwheels, hither.

(২) Forward, as herald of refulgent morning, let thine insatiate arrow fly Indra.

(৩) I travel round about borne onward in my might by the fleet footed dappled horses of the sun.

মন্ত্রে বলা হইতেছে যে ইন্দ্রই সূর্য্য, ইন্দ্রই বিষ্ণু। (১)

পুনঃ অথর্ব্ববেদের :—

“অব তাং জহি হরসা জাতবেদো বিভ্যদুগ্রোচিষা
দিবমা রোহ সূর্য্য।
—১৯।৬৫

মন্ত্রে জাত বেদ অগ্নিকেই সূর্য্য বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। (২)

ঋগ্বেদের—

ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্ধো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শঙ্গয়স্ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা॥
ত্বমগ্নে দ্রবিণোদা অরঙ্কৃতে ত্বং দেবঃ সবিতা রত্নধা অসি।
ত্বং ভগো নৃপতে বস্ব ঈশিষে ত্বং পায়ুর্দমে যস্তেঽবিধত্॥

ঋক্‌এ অগ্নির উদ্দেশে বলা হইতেছে তিনিই রুদ্র, তিনিই মরুত, পুষাণ, সবিতা, ভাগ ইত্যাদি। (৩)

(১) Indra by name, adorable I call : may equals love me well.

Rise up, o Surya, rise thou up ; with strength and splendour rise on me.

Manifold are thy great deeds, thine, o Vishnu.

(২) Beat down, o Jatavedas, with thy fury. The strong hath feared : to heaven mount up with light, o Surya.

(৩) [illegible] thou, the Asura of mighty heaven : thou art the Marut host, thou art the Lord of Food.

ঋগ্বেদের

"এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।

একৈবোষাঃ সর্ব্বমিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্ব্বম

—৮।৫৮।২

ঋক্ এ মেধ্য কাণ্ব ঋষি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে "এক" হইতেই "বহু" উৎপন্ন হইয়াছে। (১)

ঋগ্বেদের

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥

ঋক্ এ দীর্ঘতমা ঋষি প্রকাশ করিয়াছেন যে ঋষিগণ সেই "একেকেই" অর্থাৎ এক বিরাট পুরুষকেই বহু নামে অভিহিত করিয়াছেন। (২)

As Pushan, thou thyself protectest worshippers . . ... thou art God Savitar, granter of precious things.

As Bhaga, Lord of men, thou rulest over wealth, and guardest in his house him who served thee well.

(১) Kindled in many a spot, still one is Agni; Surya is One, though high over all he shineth.

Illumining this all, still one is Ushas. That which is One hath into All developed.

(২) They call him Indra, Mitra, Varuna, Agni, and he is heavenly nobly winged Garutman.

To what is one, sages give many [illegible] they call it Agni, Yama, Matarisvan.

ঋক্‌বেদের ১।৮৯।১০ ঋক্‌এ গোতম ঋষি বলিয়াছেন

"অদিতির্দ্যৌরদিতি রন্তরীক্ষ মদিতি র্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥"

অর্থাৎ, অদিতি স্বর্গ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতিই মাতা অদিতিই পিতা এবং অদিতিই পুত্র।

অথর্ব্ববেদের ১৩।৪ শ্লোকে আর্য্য ঋষি বলিয়াছেন যে :—

"সবিতৃদেবই সৃজন ও পালন কর্ত্তা, তিনিই বায়ু, তিনিই রুদ্র, মহাদেব, আর্য্যমন ও বরুণ, তিনিই অগ্নি, তিনিই সূর্য্য, তিনিই মহাযম. এবং তাঁহাতেই সব দেবতা এক হইয়া যায়।

যাঁহারা ইঁহাকে এক ও একমাত্র দেবতা বলিয়া জানেন তাঁহাদের নিকট আর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম নাই।

তিনিই সর্ব্ব জীব, সর্ব্ব প্রাণী ও সর্ব্ব বস্তুর উপর বিরাজ করেন। পৃথিবীতে সর্ব্বলোক তাঁহাকে পূজা করে, এবং স্বর্গের গ্রহ উপগ্রহ সমুদয় তাঁহার নির্দ্দেশেই চালিত হয়। তিনি দিবা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, এবং দিবা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি রাত্রি হইতে, এবং রাত্রি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

Aditi is the heaven, Aditi is midair, Aditi is the Mother and the sire and son.

Aditi is all Gods, Aditi five classed men, Aditi all that hath been and shall be born.

এইরূপে তিনি, বায়ু, স্বর্গ, মর্ত্ত্য; অন্তরীক্ষ, অগ্নি, অপ, শ্লোক, যজ্ঞ, হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাহারাও উহা হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে।

তিনিই স্বর্গে বিজলীর রেখা প্রকাশিত করেন, তিনিই স্থাবর জঙ্গম, বৃক্ষ লতাদি সৃষ্টি করেন, তিনিই বৃষ্টি দ্বারা সকলের হিত করেন, এবং তিনি অসীম হইতেও অসীম, মৃত্যু হইতেও বলবান্, তিনিই সর্ব্ব শক্তিমান্ শ্রেষ্ঠ প্রভু ইন্দ্র, তাঁহাকে আমরা প্রণিপাত করি।

"ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে শব্দব্রহ্মরূপী বাক বলিয়াছেন :—

"আমি রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি, আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি। মিত্র এবং বরুণ উভয়কেই আমি ধরিয়া বাখিয়াছি, ইন্দ্রকে ও অশ্বিদ্বয়কে আমি ধরিয়া রাখিয়াছি। আমি ব্রহ্মদ্বেষীর নাশের জন্য রুদ্রের ধনু বিস্তার করি, আমি জন হিতার্থে সংগ্রাম করি, আমিই দ্যাবা পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট আছি।

আমি উর্দ্ধভাগে পিতা দ্যৌকে প্রসব করিয়াছি; সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে; বিশ্বভুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি; দ্যুলোককেও আমি স্বদেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি। বিশ্বভুবন নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বায়ুর মত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হই।

পৃথিবীর পরে, দ্যুলোকের পরে যাহা কিছু বিদ্যমান সর্ব্বত্র আমি আমার মহিমাদ্বারা সম্ভূত হই।”

ঋগ্বেদের এই সূক্তটির নাম দেবীসূক্ত। প্রতি বৎসর শরৎকালে দেবীপূজায় উহা হিন্দুর গৃহে গৃহে পঠিত হইয়া থাকে। হিন্দুর শক্তিপূজা বেদের এই সূক্তটির উপরই প্রতিষ্ঠিত। *

ঋ: ১০।১২৫

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি, অহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি, অহম্ ইন্দ্রাগ্নী অহম্ অশ্বিনোভা।
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি, ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উঁ।
অহং জনায় সমদং কৃণোমি অহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্ মম যোনিরপ্স্ব অন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা, উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি॥
অহম্ এব বাত ইব প্রবামি, আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা এতাবতী মহিমা সম্বভূব॥

* (যজ্ঞ কথা)

Mr. Wallis observes, “The other hymn (R. V. X .71) illustrates the constant assimilation of the Varied phenomena of nature to the sacrifice; all that has a voice in nature, the thunder of the storm, the re-awaking of life at dawn, with songs of rejoicing over the new birth of the world, are embodied in this Vac in the same way as it is said of Brihaspati,

স্বষ্টিতত্বের বিশ্লেষণ করিলেও অবগত হওয়া যায় যে"জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহার কার্য্যের নিমিত্ত মূল প্রকৃতি আদ্যা-শক্তি' হইতে উৎপন্ন সত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটি গুণ তিনটি শক্তি লইয়া কার্য্য করিতেছেন।

এই ত্রিগুণের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, অর্থাৎ ইঁহারা এক প্রকট ঈশ্বরের ত্রিগুণ বিভাগ। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে এই দেবতাত্রয়কে জানিতে হইবে কারণ ইঁহারা ঈশ্বরের বিকাশিত গুণের স্বতন্ত্র পূর্ণভাবময় শক্তির স্বতন্ত্র বিকাশ ত্রিমূর্ত্তি।

রজোগুণোৎপন্ন ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে, স্বত্বগুণোৎপন্ন বিষ্ণু স্থিতিকার্য্যে ও তমোগুণোৎপন্ন শিব সংহার কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকেন।

কথিত আছে যে নারায়ণরূপী ভগবানেব নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে।

অর্থাৎ, প্রকট চৈতন্য স্বরূপ নারায়ণ জগতের কারণ স্বরূপ। প্রলয়কালে তিনি কারণবারিতে প্রসুপ্ত ছিলেন। সেই

that he embraces all things that are. It is thus another expression for that idea of unity of the world, which we have seen 'crowning' the mystical speculations of all the more abstract hymns of the collection" Cosmology of the Rigveda, page 85.

(See also, Weber, Vac and Indische Studien IX 473, and Maxmuller—Vedanta Philosophy ... 144.

কারণে জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি এবং সেই কারণ জগৎই পদ্ম-স্বরূপ। পদ্ম অর্থে ব্রহ্মাণ্ডের আভাস। ব্রহ্মা স্বয়ং সমস্ত কারণ ও শক্তি সমূহের দ্বারা সৃষ্টি স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার অধিষ্ঠানরূপ জগতের সূক্ষ্ম আভাস পদ্ম লইয়া সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি, সেই পদ্মকে জগৎরূপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তন্মধ্যে আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ অথবা পুরাণের পৃথিবীলোক, পিতৃ বা প্রেতলোক ও স্বর্গলোক এই ত্রিভাগে বিভাজিত করিয়াছিলেন। ভূলোকে জীবলীলা, পিতৃলোকে জীবের কারণ, এবং স্বর্গে স্ব শক্তিতে আত্মাবস্থান এই তিনটি অবস্থার দ্বারা জীব ভোগমাত্র করিতে পারে কিন্তু মুক্ত হইতে সক্ষম হয় না।

আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন এই পাঁচটি মায়া ধর্ম্মকে ভোগ বলে। জীবগণ, এই ভোগ দ্বারা জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া, লয় ও সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ভোগ ও বাসনা বিবর্জ্জিত না হইলে মোক্ষ লাভ করে না।

এইরূপে ভূর্ভুবঃস্বঃ ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং ইহাই ব্রহ্মার সৃষ্টি। ইহাতে ত্রিলোকের সূক্ষ্মভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং এই সূক্ষ্মভাগই জগতের উপাদান বা বীজ স্বরূপ।

পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চীকরণে স্থূল জগতের প্রকাশ হইয়াছে সুতরাং [illegible]ভূতের যাহা সূক্ষ্মাংশ তাহাই স্থূল

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতা, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মশক্তিই দেবতা।

এই দেবতার সূক্ষ্মাংশের মিশ্রণে স্থূলের উৎপত্তি, এবং সেই সূক্ষ্মের বিবর্ত্তনই স্থূল জগৎ।

আবার, বিবর্ত্তনে যে সকল ভূত ও যে সকল অদৃষ্টশক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাও দেবতা। জগতে যতপ্রকার স্থূল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন। হয়ত আমাদিগের স্থূল জগতের অমিশ্র মিশ্ররূপে তেত্রিশ কোটী পদার্থ আছে, এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের মূল সূক্ষ্মশক্তিকেই তেত্রিশ কোটি দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

যোগি ঋষিগণের ধ্যান ধারণা ব্যতীত সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভারতের সুবর্ণযুগে যোগবলশালী আর্য্যঋষিগণ সূক্ষ্মান্তর দৃষ্টিশক্তি প্রভাবে অবগত হইয়াছিলেন যে প্রত্যেক শক্তির মূল দেশ সূক্ষ্ম জগতে চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট দেবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত, এবং তাঁহারা সূক্ষ্মজগৎ হইতে স্থূলজগতকে সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিয়া থাকেন।

এই অমিশ্র মিশ্র সূক্ষ্মশক্তিগুলিকেই পুরাণকারগণ, নাম ও রূপ দিয়া দেবতা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা রূপক হইলেও, রূপকের এমন ভাব ও তাৎপর্য্য আছে যাহা হইতে প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান লাভ করা যায়।*

* তত্ত্বমালা।

"পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দেবগণের স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শরীর বা রূপ নাই। তাঁহাদিগের মতে যে কোন পদার্থের বা যে কোন concept (বোধি জ্ঞান) বা idea (ধারণার) নাম দেওয়া যাইতে পারে, এবং সেই পদার্থই দেবতা। জগতে যাহা কিছু মননযোগ্য (object of thought) হইতে পারে তাহাই দেবতা, এবং যে দেবতাকে যে নাম দেওয়া যায়, সেই নামই তাঁহার শরীর।

এই অর্থে দেবতা মাত্রই শব্দময়ী ও বর্ণময়ী। তাই বেদ রচয়িতাগণ বলিয়াছেন যে "বাগবৈ ব্রহ্ম", এবং বাইবেলকার বলিয়াছেন "The word is God"।

ওঁ. অর্থে ব্রহ্ম। কিন্তু ওঁ এই একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দটার প্রাচীন অর্থ "হাঁ", অর্থাৎ আছে কি নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইত ওঁ, হাঁ আছে। ব্রহ্ম আছেন এ বিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ ছিল না, তাঁহারা এই "ওঁ" অক্ষরটিকেই ব্রহ্মের সব চেয়ে ব্যাপক ও প্রসিদ্ধ নাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই নিমিত্তই ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি।

তন্ত্রপন্থী দার্শনিকগণ, বেদপন্থীর এই ওঙ্কারের অনুকরণে বীজমন্ত্র বা অর্থশূন্য সাঙ্কেতিক নাম দ্বারা দেবতার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ করিতে চাহেন। সাঙ্কেতিক নামে নিজ অভিরুচি অনুসারে তাৎপর্য্য আরোপ করিয়া সাধক, নিজ মনোমত দেবতা গড়িয়া লইতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি তৃপ্ত হন না।

তন্ত্র পন্থী একাধারে দার্শনিক ও সাধক। তিনি প্রত্যেক নামকে একটা রূপ দিয়া realise অর্থাৎ অনুভব করিতে চাহেন। তাঁহারা, প্রত্যেক নামের একটি রূপ কল্পনা করিয়াছেন, এবং সেইরূপে দেবতাকে ধ্যান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।” (১)

আর্য্য ঋষিগণ, “সঙ্গীতের রাগরাগিণী গুলিকে পর্য্যন্ত সাকার কল্পনা করিয়া তাহাদের ধ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা হইতে প্রতিমাও প্রস্তুত হইতে পারে।

মূলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী, দীপকের পার্শ্ববর্ত্তিনী, রক্তবস্ত্রাবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দরী, চিত্র অনির্ব্বচনীয় সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্য ব্যতীত, ইহার আরও এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা, মূলতানী রাগিণী শ্রবণ করিলে অন্তরে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনেও ঠিক সেই রূপ ভাব জন্মে।

তদ্রূপ হিন্দুদিগের স্বর্গ, নরক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাসাদি সমস্তই অন্তর্জ্জগতের বিষয় স্থূল অবয়বে প্রকটিত এবং সূক্ষ্ম, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব স্থূল অবয়বে দেবদেবীরূপে প্রতীয়মান; ইহার সাকার প্রতিমা দর্শনে সে সূক্ষ্ম ভাব ধারণা হইবে।

এই সকল সাকার মূর্ত্তিতে সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্তর্জ্জগতের ঘটনা মানব হৃদয়ে অঙ্কিত হইতেছে।

(১) যজ্ঞকথা।

অতএব দর্শনের যাহা সূক্ষ্মতত্ত্ব, পুরাণের তাহাই দেব, এবং কার্য্যকারিণী তত্ত্ব সূক্ষ্মশক্তিই দেবীরূপে তাঁহার স্ত্রী। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি যাবতীয় দেবতাই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শক্তি মাত্র।

ব্রহ্মের তিনটী গুণ, ও তিন শক্তি। সুতরাং বেদের তেত্রিশ শত তেত্রিশ বা পুরাণের তেত্রিশ কোটী দেবদেবী ঐ তিনটী শক্তি ও গুণের ভগ্নাংশ মাত্র।

ইহার মধ্যে কতকগুলি সৃজন, কতকগুলি পালন ও কতকগুলি লয় সাধন কার্য্য করিতেছেন।

পালনাত্মিকা দেব দেবী অর্থে বিষ্ণু, সৃজনাত্মিকা অর্থে ব্রহ্মা এবং সংহারাত্মিকা অর্থে রুদ্র বা মহেশ্বরকে বুঝায়।

অর্থাৎ, তেত্রিশ কোটি দেবতার সমষ্টিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এবং ইহারাই সেই মহান ঈশ্বরেব তিনটী গুণ বিভাগ মাত্র।

যেরূপ কোন ব্যক্তি বিশেষের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, ধর্ম্ম জ্ঞান এবং দৈহিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা, পুত্র, কন্যা, গৃহ, বিষয় বিভব সম্বন্ধে সকল সংবাদ অবগত হইলে তাঁহাকে পূর্ণভাবে জানিতে পারা যায় তদ্রূপ ঈশ্বরেরও সমস্ত গুণ ও সমস্ত শক্তি অর্থাৎ তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর তত্ত্ব অবগত হইলে পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে জানা যায়। শাস্ত্রে আছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম:" অর্থাৎ হিন্দুর ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, এ নিমিত্ত সর্ব্ব বিশ্বকে সাধনা করিয়া হিন্দু ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। *

* তত্ত্বমা

হিন্দু বহু উপাসক নহেন, অধিকারী ভেদে আরাধনার প্রকার ভেদ মাত্র। যিনি যে ভাবে যাঁহাকে উপাসনা করেন না কেন সকলই সেই এক ভগবানকে আরাধনা করা হয়

গীতার (৯ম অধ্যায়ে) ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেননাতশ্চ্যবন্তি তে॥

অর্থাৎ, হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে,তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু ইত্যাদি।" যে তান্ত্রিক দেবতাতে রূপ গুণের আরোপ করিয়া তাঁহার সাধন ভজন করিতে চাহেন, তিনিই এক স্থলে বলিয়াছেন :—

"আত্মা ত্বং, গিরিজা মতিঃ, সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা, নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ,
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণ বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বাগিরঃ
যদ্ যৎকর্ম্ম করোমি তৎ তদখিলং শম্ভো তদারাধানম্"।

অর্থাৎ, হে শম্ভু, আমিই তুমি, তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই। আমার মতিই তোমার পত্নী পার্ব্বতী। আমার প্রাণ সকলই তোমার সহচর ভূতগণ; আমার শরীরই তোমার গৃহ। আমি যে বিষয়োপভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকি ইহাই তোমার পূজা। আমি যখন [illegible] যাই, তখন

তোমাতেই সমাধি লাভ করি। পৃথিবীতে পা ফেলিয়া এদিক্ ওদিক যে ভ্রমণ করি, ইহাতে তোমাকেই প্রদক্ষিণ করা হয়। আমি যে কিছু কথা কহি সে তোমারই স্তব। আমি যে যে কর্ম্ম করি সে সকল ত তোমারই আরাধনা।"

সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের সমস্ত সাধনা পথ একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মের সাধনা।

"ঈশ্বরোপাসনার নিমিত্ত সমস্ত বৃত্তির সমঞ্জসীভূত সংযম ও তৃপ্তি আবশ্যক তাই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির শুষ্ক হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ রোপণের নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ ও দানাদির বিধান করিয়াছেন। ধর্ম্ম জীবন লাভ করিয়া, পরে দেবশক্তি প্রাপ্তি ও জড়ত্বের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত দেবতা আরাধনা করা হয়।

সর্ব্বশেষে কর্ম্মের সংস্কার বীজ দগ্ধ করিয়া যোগাগ্নিতে জড়ত্ব গলাইয়া পূর্ণ চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত ব্যবস্থা আছে।

জ্ঞানী সাক্ষাৎ ভাবে, এবং হিন্দু সংসারী অসাক্ষাৎ ভাবে মুক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা চিরদিন ধর্ম্মপথে নিয়োজিত থাকিয়া, ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া পরম পবিত্র পুণ্য পথে বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে পরম তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হন্। সেই উচ্চদেশ হিন্দু ধর্ম্মের পরম নিবৃত্তি পথের সন্ন্যাস ধর্ম্ম।

সন্ন্যাসে আসিয়া সব এক হইয়া যায়। সমুদয় বিশ্ব ও ব্রহ্মে কোন ভেদাভেদ থাকে না। সাধক তখন পরিপূর্ণ ব্রহ্ম ভাবে উপনীত হন্। ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়, ক্ষুদ্রা নদী অনন্ত সাগরে লীন হয়। এইরূপ সমস্ত ক্ষুদ্র নদীর গতি পথই আত্মার গতি—অনন্ত সাগরে গতি, তাই হিন্দুগণের মূলমন্ত্র "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" (১)

(১) তত্ত্বমালা।

* "পঞ্চমহাযজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ" যজ্ঞকথা হইতে সংগৃহীত।

সৃষ্টিতত্ত্ব

বেদের ঋষিগণ, পৃথিবীকে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক গৃহের ন্যায় নির্ম্মিত, ব্রাহ্মণস্পতি কর্ত্তৃক ধাতুদ্রব্যের ন্যায় নির্ম্মিত, এবং প্রাণীগণকে আকাশ পিতা ও পৃথিবী মাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃহস্পতি ঋষির মতে

"দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি॥
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্দিতিঃ পরি॥

— ঋঃ ১০।৭২।৩ ৪

সৃষ্টির প্রথমে "অসত" হইতে "সত" উৎপন্ন হইয়াছিল, পরে উত্তানপদ হইতে অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী, এবং পৃথিবী হইতে অন্তরীক্ষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আবার অদিতি হইতে দক্ষ এবং দক্ষ হইতে অদিতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

* ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্ম্মার ইবাধমত
দেবা[illegible]র্ব্যুগেঽসতঃ সদজায়ত॥

এই ঋক্‌দ্বয়ে "অদিতি" শব্দের বহু ব্যবহার হেতু, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, এবং এই

* অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ংত ভদ্রা অমৃতবংধব ॥

হে দক্ষ (জল), যে অদিতি তোমার কন্যা (অর্থাৎ জল হইতে জাত ক্ষিতি) তাহা হইতে তেজস্বী অবিনাশী (এবং) বন্ধন (আকর্ষণ) দ্বারা রক্ষিত জ্যোতিষ্কগণ জন্মিল।

এই ঋকের অর্থ যাস্কের পূর্ব্ব হইতেই বিকৃত হইযাছে। ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় যাস্কের নিরুক্ত সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যা করিযাছিলেন যে "উত্তানপদ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন। যাস্ক, নিরুক্তে প্রশ্ন করিযাছেন যে "দক্ষকে আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে এবং আদিত্যদিগের মধ্যেও তাঁহাকে স্তুতি করা হয়। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছেন, আর দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিযাছেন, এই ঋক্‌ অনুসারে অদিতিকে "দাক্ষায়ণী" বলা হইযাছে। তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যাস্ক, এই প্রশ্নের মীমাংসায় বলিয়াছেন যে "তাঁহাদের সমান জন্ম হইতে পারে। কিম্বা দেব-ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর হইতে জন্মিয়া থাকিবেন এবং পরস্পরের প্রকৃতি পাইয়া থাকিবেন।

প্রথম অদিতি (১০।৭২।৫) শব্দের অর্থ, অৎ সতত গমন করা ইতি অর্থাৎ তেজ বা তাড়িৎ। দক্ষ শব্দের অর্থ, দক্‌ অর্থে জল—ষ অবশেষ। দ্বিতীয় অদিতি অর্থ অ—দো ছেদন করা—তি (ক্তি)-র্ম যাহাকে ছেদন করা যায়না, অর্থাৎ, অখণ্ডনীয় পৃথিবী বা ক্ষিতি।

"অদিতি" শব্দের অর্থবৈগুণ্য বশতঃ পরবর্ত্তীকালে পৃথিবী, দেব ও মনুষ্যগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতিতে নানা গল্প ও উপাখ্যান স্থানলাভ করিয়াছে।

অতএব তেজ (অদিতি) হইতে জল (দক্ষ), জল (দক্ষ) হইতে ক্ষিতি (অদিতি) জন্মিয়াছে এই অর্থ হইবে।

অদিতি—অর্থ (১) আন্তরীক্ষ তেজ (২) পৃথিবী (৩) দেবমাতা কশ্যপ পত্নী।

কাল ক্রমে অদিতির রূপক অর্থ সকল পরিত্যক্ত হইয়া "দেবমাতা বা ঋষি পত্নী অর্থই প্রচলিত হইযাছিল।

ঋগ্বেদে গয ঋষি ঋঃ ১০।৬৩।২এ বলিয়াছেন,

বিশ্বা হি বো নমস্যানি বংন্দ্যা নামানি দেবা উত যজ্ঞিয়ানি বঃ।
যে স্থ জাতা অদিতিবদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হবং॥

হে দেবগণ! তোমাদের নামকে নমস্কার করি, বন্দনা করি, পূজা করি। তোমরা অদিতি হইতে জন্ম লইয়াছ, অপ হইতে জন্মিয়াছ, পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছ, তোমরা আমার আবাহন শ্রবণ কর। কিন্তু এই অদিতি কে তাহা ঋষি পরের ঋকে বলিয়াছেন।

১। * যেভ্যো মাতা মধুমৎপিন্বতে পয়ঃ পীযুষং দ্যৌরদিতিরদ্রি বর্হাঃ।
উক্থশুষ্মান্ বৃষভরান্ত্স্বপ্নসস্তাঁ আদিত্যাঁ অনুমদা স্বস্তয়ে॥

ঋঃ ১০।৬৩।৩

যে আদিত্যের মাতা "দ্যৌঃ অদিতি" তিনি উচ্চে আকাশে থাকিয়া মধুর পীযুষ দান করিতেছেন। সেই সকল আদিত্য আমাদের সংকীর্ত্তনে উৎসাহিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলদায়ক, উগ্র,

সৃষ্টিতত্ব বর্ণনায় প্রজাপতি ঋষি বলিয়াছেন যে "সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন। (১)

এই সূক্তের প্রশ্নের উত্তরেই প্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্ত রচিত হইয়াছিল।

আমাদের সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য আনন্দিত হইয়াছেন। (বিশ্বকোষ)।

এখানে "দ্যৌঃ অদিতি" অর্থ আন্তরীক্ষ তেজ।

পরুচ্ছেপ ঋষি বলিয়াছেন :—

২। যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ স্থ।
অপসুক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থতে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বং ॥

ঋঃ ১।১৩৯।১১

"আকাশে যে একাদশ দেবতা থাকেন, পৃথিবী মধ্যে যে একাদশ দেবতা থাকেন, অন্তরীক্ষে যে পূজ্য একাদশ দেবতা থাকেন, তাঁহারা এই যজ্ঞে সেবার্থ আগমন করেন।

ইহারাই অদিতিপুত্র এবং তেজ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী (১০।৬৩।২ ও ৭।৩৫।১১ ঋক্) হইতে জন্মিয়াছেন! * পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব।

(১) "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥
(এই ঋকের, কাম ...) —ঋ ১০।১২৯।৪

এই সূক্তের প্রশ্ন ঋষিদিগের মনে উদয় হইলে তাঁহারা প্রথমে যে মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাই এই পুরুষ সূক্তে লিখিত হইয়াছে।

এই সূক্তে, নারায়ণ ঋষি পুরুষ দেবতার বর্ণনায় বলিয়াছেন ঃ—

"পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। বিশ্ব-ভুবন ব্যাপিয়া তিনি আছেন এবং তাহার উপরেও আরও দশ অঙ্গুলি ব্যাপিয়া আছেন। (১)

ঋঃ ১০।৯০। পুরুষ সূক্ত

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ॥ (১)
পুরুষ এ বেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্য।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনা তিরোহতি ॥ (২)
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ (৩)
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোহস্যে হাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্‌ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ (৪)
তস্মাদ্বিরাড জায়তে বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ (৫)
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিংদ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ (১৩)
নাভ্যাআসীদংতরিক্ষং শীর্ষো দ্যোঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ (১৪)

' এই বর্ত্তমান জগৎ এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ সকলই সেই পুরুষ। দেবতার অধিস্বামীও তিনি; যেহেতু তিনি সূক্ষ্মাবস্থা অতিক্রম করিয়া জীবগণের ভোগ্য অন্ননিমিত্তক স্থুল জগৎরূপে প্রকাশিত হ'ন্। (২)

সপ্তাস্যাসন্ পরিধিয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুং॥ (১৫)
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জংত দেবস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসম্।
তেহনাকং মহিমানঃ সচংত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সংতি দেবাঃ॥১৬
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসংতো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মং শরদ্ধবিঃ॥ (৬)
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানাবণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে॥ (৮)
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত সংভূতং পৃষদাজং!
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রামাশ্চ যে॥ (৮)
তস্মাদশ্বা অজায়ংত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্ত স্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥ (১০)
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অয়জংত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥ (৭)
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌবাহু কা উরু পাদা উচ্যেতে॥ (১১)
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ (১২)
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়[illegible] (৯)

তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। সমস্ত বিশ্বভূত তাঁহার একপাদ মাত্র, তাঁহার অন্য তিন পাদ বিশ্বভূত অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। (৩)

এই সমস্তই তাঁহার একপাদ মাত্র, তাঁহার আর তিন পাদ এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজন রহিত (অর্থাৎ চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন। (৪)

তিনি বিরাটরূপে জন্মিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন, এবং জাত হইয়াই পশ্চাদ্‌ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন। (৫)

মন হইতে চন্দ্র চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু হইলেন। (১৩)

নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌ ও ভুবন সকল নির্ম্মাণ করা হইল। (১৪)

দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষ স্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন, তখন সাতটি পরিধি নির্ম্মাণ করা হইল, এবং তিন সপ্ত সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হইল। (১৫)

দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। * (১৬)

* ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রণীত বেদের অনুবাদ (১)—(১৬), পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব প্রণেতা [illegible] (৬) (৮)। মহীধর ভাষ্য (২)।

" যখন হব্যরূপ দেবতাগণের দ্বারা পুরুষ কর্ত্তৃক যজ্ঞ আরম্ভিত হইল, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল। (৬)

সেই সর্ব্বহোম যুক্ত আদি যজ্ঞ হইতে জল ও জলে গমনশীল অর্থাৎ জলচর জীবসমূহ উৎপন্ন হইল। তিনি বায়ব্য, বন্য ও গ্রাম্য পশু সকল সৃষ্টি করিলেন। (৮)

তাহা হইতে ঘোটকগণ ও অন্যান্য দন্তপংক্তিদ্বয় ধারী পশুগণ গাভী, ছাগ ও মেষগণ জন্মিল। (১০)

যিনি সকলের অগ্রে জন্মিলেন সেই পুরুষ যজ্ঞাগ্নি সিঞ্চন করিলেন, তাহাতে দেবগণ, তৎপরে সাধ্য ও ঋষিগণ জন্মিলেন। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল। ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ কি হইল ? (১১)

ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল। (১২)

সেই সর্ব্ব হোম সম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম সমূহ উৎপন্ন হইল, ছন্দ সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, যজুও তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করিল।" (৯)

এতদ্ব্যতীত, সেই অনাদি পুরুষ নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতেও বিশ্ব সৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। *

---

* তমিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ।
ঋগ্বেদঃ ১০।৮২।৬ ॥

বেদ, পুরাণ ও মহাভারতাদিতে সৃষ্টি রহস্য বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু মূলে সকলই যে এক, এবং সমস্তই যে এক পরাৎপর পরমপুরুষ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ সম্যক্ অবগত ছিলেন।

অবতার বা অভিব্যক্তি বাদ

আর্য্য শাস্ত্রকারগণের মতে, কৃমি, মৎস্য, পক্ষী পশু, নর প্রভৃতি যোনি ভ্রমণ করিয়া শেষে ধার্ম্মিক মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে।

জগতে জীব সৃষ্টির ক্রম লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথমে কৃমি ও মৎস্যাদি (তির্য্যক স্রোতা—কৃমি, মৎস্য, কূর্ম্মাদি ও সরিসৃপ মৎস্য ও কূর্ম্ম অবতার), তৎপরে পক্ষী (উর্দ্ধস্রোতা) পশু (অর্ব্বাক স্রোতা বা বরাহ অবতার), নর (অনুগ্রহ বা নরসিংহ অবতাব) অবশেষে ধার্ম্মিক মনুষ্য (কৌমার বা বামন অবতার) জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহা অভিব্যক্তি বাদ সিদ্ধান্তেরই ফল।

কিন্তু কোন যুক্তি বলে আর্য্যঋষিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ বেদ, পুরাণ বা কোন শাস্ত্রগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু শুধু শেষ সিদ্ধান্তটিরই সন্ধান লাভ করা যায়।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রদেশে ডারুইন প্রমুখ পণ্ডিতগণও এই অভিব্যক্তিবাদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে।

আর্য্যজাতির জন্মান্তর ও অবতার বাদ এই অভিব্যক্তি-বাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবতারবাদের উৎপত্তির

মূলানুসন্ধান করিলে পুরাণোক্ত মধুকৈটভের যুদ্ধ, হিরণ্যকশিপু বধ প্রভৃতির প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান লাভ করা যায়। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় পৃথিবী যখন জলময় ছিলেন তখন সর্ব্বপ্রথম ত্রিদলক কীটের উৎপত্তি হইয়াছিল। মৃত কীটের মেদ হইতে মৃত্তিকা সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর এক নাম মেদিনী। জল অর্থাৎ মধু, ও জলজ কীট অর্থাৎ কৈটভের সহিত প্রকৃতি বা বিষ্ণুর যুদ্ধই মধুকৈটভের যুদ্ধ। এই যুগের সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে মৎস্যই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া এ যুগে মৎস্যাবতার হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

পরবর্ত্তী যুগে কচ্ছপ, শল্কযুক্ত সরীসৃপ, কুম্ভীর প্রভৃতি নূতন নূতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং তৎকালে পৃথিবীতে পূর্ব্বাপেক্ষা স্থল ভাগ অধিক হইয়াছিল বলিয়া ভগবান্ এ যুগের শ্রেষ্ঠাবতার কূর্ম্মরূপে ভাসমানা পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন এরূপ উক্ত হইয়াছে।

বরাহ অবতারে ভগবান্ নিমজ্জমানা ধরণীকে দন্তদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন ও মহাবল হিরণ্যাক্ষের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ যুগে পৃথিবী, জীব জন্তু, পুষ্প, বৃক্ষ প্রভৃতিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, এবং জীবগণের মধ্যে হিংসার অর্থাৎ খাদ্য খাদক সম্বন্ধের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল।

নৃসিংহাবতারে, কৃষ্ণবর্ণ বিরললোমা নরসিংহ অর্থাৎ পশু ও মানব এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী আকৃতি বিশিষ্ট জীবের জন্ম হইয়াছিল।

ইহাদিগের সাত্বিক সৃষ্টি নিরামিষ ভোজী বানর এবং তামস সৃষ্টি মাংসাসী দৈত্য। ইহারা হিরণ্যকশিপু বা কচ্ছপ বধ করিয়া আহার করিতে ভালবাসিত তাই এই অবতারে বিষ্ণু, নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপু বধ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

নরসিংহ পূর্ব্বসৃষ্ট জীবগণের অনুরূপ অথচ হস্তদ্বারা গ্রাস গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিলেন বলিয়া পুরাণকারগণ ইহাকে অনুগ্রহ সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব হইতে সংগৃহীত। বেদে অবতারবাদের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতি লেখক।

গ্রহতত্ত্ব

(গ্রহগণের উৎপত্তি ও সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষ)

বেদ সূক্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে সৃষ্টির আদিতে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল এবং সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন এবং তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিয়া ছিলেন।

তৎপরে অস্থিরচিতা (শক্তি) অস্থিযুক্ত (পরমাণুকে) আশ্রয় করিলে, নিষ্ক্রিয় পরমাণু ক্রীয়াশীল হইয়া প্রজ্জ্বলিত ও সচল অবস্থায় ভীষণবেগে ঘুরিতে লাগিল, এবং অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু, বিদ্যমান বস্তু হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল।

বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ (জল), অপ্ হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়াছিল।

বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন "ক্ষিতি হইতে তেজস্বী অবিনাশী বন্ধন দ্বারা রক্ষিত জ্যোতিষ্কগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।"

কতকগুলি জ্বলন্ত পরমাণু পরস্পর যুক্ত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীহারিকায় পরিণত হইয়া ঘুরিতে লাগিল এবং

ঐ সকল ক্ষুদ্র নীহারিকাপিণ্ড একত্র মিলিত হইয়া বৃহৎ তরলগোলকে পরিণত হইল এবং অন্তরীক্ষে মহাবেগে ঘুরিতে লাগিল।

যখন এই তরলগোলক এইরূপভাবে নৃত্য করিতেছিল তখন জ্যোতিষ্ক সকল উহা হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ও অঙ্গুরীয়কাকার ধারণ করিয়া সৌরজগত প্রসবিতা মূল গোলকের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছিল'।

ক্রমে ঐ সকলের বেগ বৃদ্ধি হইলে বায়ু দ্বারা তাহাদিগের নিরক্ষদেশ স্ফীত হইয়াছিল এবং তাহারা তেজোময় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক মূলগোলকের চতুর্দ্দিকে ধুরা অবলম্বনে রথচক্রের ন্যায় ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদিগের একটিই আমাদের পৃথিবী।

---

* ঋঃ ১০।১২৯

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥ (১)
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥ (২)
তম আসী তমসা গূঢ়হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং॥

(১) ঋঃ ১।১৬৪ ৪

কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক স্বিৎকো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥

এই সমস্ত গোলক হইতে আবার অঙ্গুরীয়ক বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে গোলকে পরিণত হইয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছিল। এইরূপে অসংখ্য তেজোময় পিণ্ড সৃষ্ট হইয়া এক নিয়মে মূল গোলকের চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। (১)

এই মূল গোলকের নাম সূর্য্য, এবং অন্যান্য পিণ্ডগণও সূর্য্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। (২)

(২) ঋঃ ১০।৭২।৩—৬

দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।

তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি॥

ভূর্জ্জ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত। অদিতের্দ্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি॥

আদিতির্হ্যজনিষ্ঠ দক্ষ যা দুহিতা তব। তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধ বঃ।

যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংবদ্ধা অতিষ্ঠত।

অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুব পায়ত॥

(গ) ঋঃ ১।১৬০।৪

অয়ং দেবানামপ সামপস্তমো যো জজান রোদসী বিশ্বশম্ভুবা।

বি যো মমে রজসী সুক্রতূয়যাজবেভিঃ স্কম্ভনেভিঃ সমানৃচে॥

(১) ঋঃ ১।৩৫।৬

"আণিং ন রথ্যমমৃতাধি তস্থুরিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ"।

(২) ঋঃ ১০।৭২।৭

যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত।

অত্রা সমুদ্র আ গূঢ়মা সূর্য্যমজভর্ত্তন

এ পর্য্যন্ত সৌর জগত মধ্যে নয়টি বৃহৎ পিণ্ড দেখা যায়, তন্মধ্যে সূর্য্য মধ্যে থাকিয়া অন্য ৮টি পিণ্ড এবং উপপিণ্ডগণকে আপনার চারিদিকে এক নিয়মে ঘুরাইতেছে। (১)

সূর্য্যের নিকটস্থিত পিণ্ডের নাম বুধ, তৎপরে ক্রমে শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। .....

বৃহস্পতি ঋষির মতানুসারে আর্য্যগণ প্রথমে চন্দ্রকে গ্রহ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু অত্রি ঋষি জানিতে পারিয়াছিলেন যে চন্দ্র মূলগোলক হইতে জন্মে নাই, পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছে।

গ্রহগণ যথাক্রমে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে (কক্ষায়) সূর্য্যের চারিদিকে নির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়া ঘুরিতেছে। ইহাদের সকলেরই জন্ম মূল গোলক সূর্য্য হইতে। এই জন্যই "সর্ব্বলোক প্রসবনাৎ সবিতা সম্ভ কীর্ত্ত্যতে" অর্থাৎ সূর্য্য সর্ব্বলোক প্রসব করিয়াছেন তাই তাঁহার নাম সবিতা। (ঋঃ ১।৩৫।২-৩)

গ্রহ অর্থ গ্রহণ করা বা গৃহীত হওয়া। যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সূর্য্য দ্বারা গৃহীত বা ধৃত অর্থাৎ আকর্ষিত, তাহারাই গ্রহ।

চন্দ্রের নিজের আলোক নাই, সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হইয়াই চন্দ্রের কিরণ প্রকাশ পায়। এ নিমিত্তই আর্য্যগণ চন্দ্র ও পৃথিবীকে স্বর্ভানু বলিয়াছেন। স্বঃ, স্বর্গীয় ভা দীপ্তি +'নু (নুদধাতু) প্রেরণ করা অর্থাৎ প্রেরিত স্বর্গীয় দীপ্তি

(১) ঋঃ ৫।৪০।৭

যে পায়। আর্য্যগণ মনে করিতেন, যেরূপ দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ চন্দ্রে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই প্রতিবিম্বই চন্দ্রের কলঙ্ক।*

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আর্য্যভট্টের পূর্ব্বে ভারতে কেহই সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষ অবগত ছিলেন না।

আর্য্যভট্ট কর্ত্তৃক ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং বিলাতে পিথাগোরাস্, কোপার্ণিকাশ, গ্যালিলয় প্রভৃতিও এমত প্রচার করিয়াছিলেন। আর্য্যভট্টের আবির্ভাব কাল খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

কিন্তু আর্য্যভট্টের বহু পূর্ব্বে বেদরচনা কালেই যে আর্য্য ঋষিগণ ইহা আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বেদসূক্ত হইতেই অবগত হওয়া যায়।

---

* ঋঃ ৫।৪০।৫ "যত্ত্বা সূর্য্য স্বভানু স্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অক্ষেত্রবিদ্যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ"॥

হে সূর্য্য। যখন স্বভানু (চন্দ্র) ভয়ঙ্কর অন্ধকার দ্বারা তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল (তখন) কি হইয়াছে বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তির ন্যায় সমস্ত ভুবন মুগ্ধ লক্ষিত হইয়াছিল।

ঋঃ ৫।৪০।৬

"স্বর্ভানোরধ যদিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্ত্তমানা অবাহন্।
গূঢ়ং সূর্য্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ"।

যখন ইন্দ্র আকাশে বিস্তৃত অধস্থিত স্বর্ভানুর (চন্দ্রের) মায়াতে পতিত হইয়াছিল তখন সতত গমনশীল (পৃথিবী) গতি দ্বারা কার্য্য বিঘাতক অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃহৎ সূর্য্যকে অবয়বীভূত অর্থাৎ প্রকাশ করিলেন।

ঋগ্বেদের ১০।৭২।৮-৯ ঋক্‌ এ উক্ত হইয়াছে যে

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্বস্পরি।
দেবাঁ উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্তাণ্ড মাস্যৎ ॥
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরূপ প্রৈতপূর্ব্যং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্তাণ্ড মাভরৎ ॥

অর্থাৎ,অদিতি হইতে যে আটটি দীপ্ত দেহ পুত্র জন্মিয়াছে (তাহার) ৭টী জ্যোতিষ্ক গ্রহ সমীপ (নিকট) হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। মার্ত্তণ্ড প্রাধান্য লাভ করিয়া সেই স্থানেই থাকিলেন।

পূর্ব্ব যুগে অর্থাৎ প্রথম যুগে অদিতি ৭ জন পুত্রকে (গ্রহকে) দূরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর জন্য অর্থাৎ দিবারাত্রি সংঘটন জন্য মার্ত্তণ্ডকে ধারণ করিয়াছিলেন।

ঋঃ ৪।৫৬।৩

"স ইৎস্বপা ভুবনেষ্বাস য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান।
উর্বী গভীরে রজসী সুমেকে অবংশে ধীরঃ শচ্যা সমৈরৎ ॥

অর্থাৎ, যিনি এই অতি বিস্তীর্ণা, বহু দূরব্যাপ্তা, ধুলিযুক্তা, সুরূপা, আধার রহিতা, ধৈর্য্যশীলা, শব্দযুক্তা, সমভাবে গমনশীলা দ্যাবা পৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছেন, তিনি অপ্‌ হইতে জাত, গমনশীল এবং ভুবনধারী।

পৃথিবী যে সূর্য্যপুত্র, তাহা ইহা হইতে প্রমাণিত হয়।

ঋঃ ১০।৮৫।১৬

"দ্বে তে চক্রে সূর্য্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্‌গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্‌বিদুঃ॥"

তাহার দুই চক্রে সূর্য্য কর্ত্তৃক ঋতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং থাকে ইহা জানা আছে। আর এক চক্র (বার্ষিকী) যাহা গুপ্ত, এই গুপ্ত চক্রই রাশিচক্র।

ঋঃ ৫।৮৪।২

অত্রি পুত্র ভৌম ঋষি বলিয়াছেন—

"স্তোমাসস্থা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভন্ত্যক্তুভিঃ।
প্র যা বাজং ন হেষন্তং পেরুমস্যর্জ্জুনি॥"

হে রাশি সমূহে বিস্তৃত ভাবে বিচরণকারিণী (পৃথিবী) তুমি শ্বেতবর্ণা। তুমি প্রতি স্তম্ভ (রাশি) ত্যাগ করিতে করিতে সশব্দে অশ্বের ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ কর।

ঋঃ ১০।৮৫।৮

"স্তোমা আসন্ প্রতিধয়ঃ কুরীরং চ্ছন্দ ওপশঃ।
সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎ পুরোগবঃ॥

রাশিসমূহ চক্রের পরিধি হইল। মেষ (রাশি) পুরোভাগে রক্ষিত হইল। অশ্বিনী (নক্ষত্র) প্রধান (অর্থাৎ প্রথম) হইল। অগ্নি (রশ্মি) সূর্য্যের অগ্রগামী হইল।

ঋঃ ১।১৮৫।২

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরূপস্থে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী
নো অভ্বাৎ॥

দ্যাবা পৃথিবী পদযুক্তা হইয়া পদ রহিতার ন্যায়, সচল হইয়াও অচলের ন্যায় গর্ভস্থিত বহু প্রাণীকে পিতা মাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় অহরহ ধারণ করিতেছে। সূর্য্য (দ্যাবা) পৃথিবীকে পতন হইতে রক্ষা করিতেছে।

বেদ রচনাকালে, আর্য্য ঋষিগণ সাতটি গ্রহ ও একবিংশতিটি নক্ষত্র আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পুরুষ সূক্তোল্লিখিত সপ্ত পরিধি, বুধ, শুক্র, চন্দ্র. পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতি সপ্ত গ্রহ ও সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তি পুরুষই এই ঋকের পুরুষ,এবং ত্রিসপ্ত সমিধ, একুশটী নক্ষত্র। (১).

এতদ্ব্যতীত শুক্ল যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদে যথাক্রমে সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ সংখ্যক নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (২)

(১) ঋঃ ১০ ৯০।১৫

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।

দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥

(২) শুঃ যঃ সং ৯।৭

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব।

কাল নিরূপণ ও ঋতু গণনা।

প্রাচীনকালে আর্য্যগণ সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রাদির উদয়াস্ত দর্শনে কাল নিরূপণ করিতেন এবং যাগ যজ্ঞাদির যথাযথ সম্পাদন নিমিত্ত বৎসর, মাস, অহন্, রাত্রি, যাম, দণ্ড প্রভৃতি বিভাগ করিয়াছিলেন। (১)

ত্রিশ দণ্ডে দিবা, ত্রিশ দণ্ড বা চারিযামে এক রাত্রি এবং তিনশত ষাইট অহোরাত্রে এক বৎসর গণনা করা হইত।

বৎসরের দ্বাদশ অংশের এক অংশকে মাস, এবং বিশেষ বিশেষ মাসের সমষ্টিকে ঋতু বলিত।

ঋগ্বেদে উক্ত আছে যে যে সূর্য্য ঋতুর বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। (২)

---

(১) অঃ ১০।৭

(২) ঋ ১।১৬৪।৪৮

"দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তস্মিন্ত্সাকং ত্রিশতা নশংকবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ॥

একচক্র দ্বাদশ পরিধি ও তিন নাভি। কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে? সেই সচল (চক্রে) ৩৬০টি শঙ্কুর ন্যায় সহগামী (অংশ) স্থাপিত হইয়াছে; তাহারা চলাচল নহে, অর্থাৎ চক্রের গতিতেই তাহাদের গতি। এইজন্যই সহগামী বলিয়া আবার গতি নাই বলা আবশ্যক হইয়াছে।

"শুনঃশেফ", অর্থাৎ পৃথিবীর গতি ও বক্রভাবে অবস্থানই ঋতুবৈষম্যের কারণ। অয়নগতি ও বিষুব সংক্রমণ দ্বারা ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়। (১)

আষাঢ় মাসে যখন পৃথিবীর কর্কটক্রান্তি সূর্য্যের সমসূত্রে আগমন করে, তখন উত্তরায়ণ শেষ হয়, এবং এই সময়কে গ্রীষ্ম কাল বলে।

দ্বাদশ পবিধি—দ্বাদশ রাশি। তিন নাভি—তিন সন্ধি বা মধ্য-স্থান। নক্ষত্র ও রাশির যুগপথ শেষ যেখানে হইয়াছে তাহার নাম ঋক্ষ সন্ধি।

প্রথম—অশ্লেষা নক্ষত্র ও কর্কট রাশির শেষ, এবং মঘা নক্ষত্র ও সিংহ রাশির আরম্ভ।

দ্বিতীয়—জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ও বৃশ্চিক রাশির শেষ, এবং মূলা নক্ষত্র ও ধনুরাশির আরম্ভ।

তৃতীয়—রেবতী ও মীনের শেষ, এবং অশ্বিনী ও মেষের আরম্ভ।

এই তিন সন্ধির মিলন স্থানকে নাভি বলে।

(বরাহকৃত বৃহজ্জাতক, ভট্টোৎপল টীকা) * পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব।

(১) "চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতিঁরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋকভির্যুবা কুমারঃ প্রত্যেত্যাহবং ॥২
ঋঃ ১।১৫৫।৬

দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন:—

বিষ্ণু চারিগুণ নব্বই নাম বিশিষ্ট গমনশীল বৃত্তাভাষ চক্রে বিশেষ সুরক্ষিত গতিতে গমন করেন।

সেই বৃহৎশরীর বিশিষ্ট অকুমার যুবা (সূর্য্য) অংশ দ্বারা পরিমিত হইতে হইতে প্রতিদিন যজ্ঞে (কার্য্যে) আগমন করেন অর্থাৎ উদয় হন।

পৌষ মাসে পৃথিবীর মকরক্রান্তি সূর্য্যের সমসূত্রে গমন করে, তখন দক্ষিণায়ণ শেষ হয়, এবং এই সময়কে শীত কাল কহে।

চৈত্র মাসে মহাবিষুব সংক্রমণকালে বসন্ত ঋতু হয়, এবং আশ্বিন মাসে জল বিষুব সংক্রমণকালে শরৎ ঋতু হয়।

বাসন্তিক সংক্রমণ হইতে সূর্য্যের উত্তরায়ণান্ত বিন্দুতে গমন ও তথা হইতে শারদীয় বিষুবে সংক্রমণ পর্য্যন্ত এই সময়েব মধ্যে বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা ঋতু হয়।

শারদীয় বিষুব সংক্রমণ হইতে দক্ষিণায়নান্ত বিন্দুতে সূর্য্যের গমন ও তথা হইতে পুনরায় বাসন্তিক বিষুব সংক্রমণ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শরৎ, হেমন্ত ও শিশির ঋতু হয়।

বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর গতি দ্বারা এইরূপে বসন্ত, গ্রীষ্ম বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির এই ছয় ঋতু হইয়া থাকে।

একই বিন্দুর উপরে যেমন পর বৎসর ক্রান্তিপাত হয় না,

ঋ: ১০।৮৬।১৮

পূর্ব্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীলন্তৌ পরি যাতো অধ্বরং।
বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ॥

অর্থাৎ "দুইটী শিশু মায়াবলে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিচরণকরতঃ ক্রীড়া করিতে করিতে স্বর্গপথে সম্যকরূপে গমন করেন। একজন অর্থাৎ চন্দ্র ব্যাপ্তভাবে প্রবেশ করতঃ ভুবনকে সম্যকরূপে আত্র করিতে করিতে অপর (সূর্য্য) ঋতুর বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

তেমনি অয়নগতি দ্বারা একবার যে সময় বিষুবরেখা সূর্য্যের সমসূত্রে আইসে তৎপর বৎসর ঠিক সেই সময়ে বিষুবরেখা সূর্য্যের সমসূত্রে আসিতে পারে না।

আর্য্যমতে তখনও ৫৪ "বিকলা পথ বাকী থাকে। এই-রূপে বিষুবরেখা প্রতি বৎসর ৫৪" বিকলা পিছাইয়া ৭২০০ বৎসরে ঘুরিয়া পূর্ব্ব স্থানে আইসে।

এইরূপে পৃথিবী ঘড়ীর পেণ্ডুলমের মত বিষুবরেখা হইতে বৎসরে একবার উত্তরে "কর্কটক্রান্তি" ও দক্ষিণে "মকরক্রান্তি" পর্য্যন্ত সমদূর পথ বৃত্তাভাষ চক্র গতিতে গমন করে, এবং এই বৃত্তাভাষ চক্রকেই ঋতুচক্র বলা হয়। দীর্ঘতমা ঋষি এই ঋতুচক্রেই অব্দ গণনা করিতেন। *

বেদে ঋতু গণনা সম্বন্ধে নানারূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্যগণ প্রথমে শরৎ ও হিম, পরে বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও হিম ঋতু গণনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত পঞ্চ, ষড ও সপ্ত ঋতুরও উল্লেখ আছে। (১)

ষড় ঋতু ও দ্বাদশ মাস ব্যতীত বৎসরে আরও একটি স্বতন্ত্র ঋতু ও স্বতন্ত্র মাস গণিত হইত কিন্তু কালক্রমে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রাচীন যুগে গ্রহতত্ত্বের আলোচনা পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং আর্য্যগণ গ্রহ নক্ষত্রগণের অবস্থান ও

(১) ঋঃ ১।১৬৪।২ ও ১।১৬৪।১৫, ১।১৬৪ ১২।
আর্য্যসভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র অধ্যায়, ৩৩, ৩৪, পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব।

গতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সমূহ আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে উক্ত আছে যে ইন্দ্র আকাশবৃত্তকে দ্বাদশ অংশে বিভাজিত করিয়া মাস সমুহের গতি নিরূপণ করিয়াছিলেন। আকাশমণ্ডলের এই দ্বাদশ অংশকে সূর্য্যের দ্বাদশ গৃহ বলা হইয়া থাকে।

সূর্য্যের উদয় ও বিভিন্ন সময়ে গগনের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতিবশতঃ তাঁহারা আদিত্যের যথাক্রমে মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ, অংশ, ইন্দ্র, (ইষ), বিবস্বান (উর্জ্জ), পুষা (সহ), সবিতা (সহস্য), ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নাম রাখিয়াছিলেন। (১-২)

এইরূপে, দ্বাদশ রাশি ও অষ্টাবিংশ নক্ষত্রের নামকরণ

(১) শৃণোতু মিত্রো অর্য্যমা ভগো নস্ত্ত বিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ।—ঋঃ ২।২৭।১

(২) ত্বযাহগ্নে বরুণো ধৃতব্রতো মিত্রঃ শাশদ্রে অর্য্যমা সুদানবঃ।

অর্থাৎ হে অগ্নি! তোমার সাহায্যে বরুণ স্বীয় ব্রত ধারণ করিয়াছেন, মিত্র অন্ধকার নাশ করেন, এবং অর্য্যমা দানশীল হন। ঋঃ ১।১৪১।৯

(৩) সদোদ্বা চক্রাতে উপমা দিবি সম্রাজা সর্পিরাসুতী।

অর্থাৎ গমনশীল (ভগ ও অংশ) দুইজন গমন করিতে করিতে দ্যুলোক সাম্রাজ্যসীমা অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি তুল্যরূপে পরিমাণ করতঃ প্রকাশ করেন।

ঋঃ ৮।২৭।৯

হইয়াছিল, এবং ঋষিগণ বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রে পৃথিবীর ভ্রমণ জনিত ফলাফল নিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(৪) যে তে শুক্রাসঃ শুচয়ঃ শুচিষ্মঃ ক্ষাং বপন্তি বিবিতাসো অশ্বাঃ।
অধ ভ্রমস্ত উর্বিয়া বি ভাতি যাতয়মানো অধি সানু পৃশ্নেঃ॥

অর্থাৎ, তোমার যে শুক্র ও শুচি নামক দীপ্তি পৃথিবীকে মুণ্ডিত (বন সমূহ ভস্ম করতঃ) করিতেছে তাহা বিষতুষ্ট রশ্মি। অধদেশ ভ্রমণশীল (তোমার) শিখা সমূহ পৃথিবীকে সুখদান পূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে বিশেষরূপে দীপ্তি পাইতেছে। ঋঃ ৬।৬।৪।

(৫) সপ্ত দিশো নানাসূর্য্যাঃ সপ্ত হোতার ঋত্বিজঃ।
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ সোমাভি রক্ষ ন ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব।
—ঋঃ ৯।১।৪।৩

অর্থাৎ, অনেক সূর্য্যের অধিষ্ঠান স্বরূপ যে সাতদিক আছে এবং হোম কর্ত্তা যে সাতজন পুরোহিত আছেন এবং সাতজন যে সূর্য্যদেব আছেন, হে সোম, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।' (রমেশ)

* অঃ ১৯।৭

* বাজসনেয়ী সংহিতা মতে

মধু মাধব	মাসদ্বয়ে	বসন্ত ঋতু
শুক্র শুচি	”	গ্রীষ্ম ”
নভঃ নভস্য	”	বর্ষা ”
ইষ ঊর্জ্জ	”	শরৎ ”
সহ সহস্য	”	হেমন্ত
তপঃ তপস্য	”	শিশির

বর্ষ ও যুগ বিভাগ

কালক্রমে আর্য্যঋষিগণের মধ্যে বর্ষগণনা ও যুগবিভাগ বিষয়ে নানা মতান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারা এ নিমিত্ত বিভিন্ন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ পৃথিবীর কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে যুগবিভাগ করিতেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মচক্র (১), বার্হস্পত্যমান, প্রজাপতিচক্র (২), ভচক্র, পিত্র্যমান প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছিল।

এক সৌর বৎসরে একমিথুন। বারমিথুন বা বার বৎসরে এক বার্হস্পত্য বৎসর, পাঁচ বার্হস্পত্য বৎসরে এক প্রাজাপত্য চক্র, বার প্রাজাপত্য চক্রে এক ভচক্র গণিত হইত।

---

(১) ঋঃ ১।১৫৮।৫

(২) "পঞ্চারে চক্রে পরিবর্ত্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্যতে সনাভিঃ ॥

—ঋঃ ১।১৬৪।১৩

অর্থাৎ, নিয়ত পরিবর্ত্তমান পঞ্চতার বিশিষ্ট চক্রে সমস্ত ভুবন বিলীন রহিয়াছে, উহার অক্ষ প্রভূত ভার বহনেও ক্লান্ত হয় না এবং উহার নাভি চিরদিনই সমান থাকে, কখন শীর্ণ হয় না।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে লৌকিক সার্দ্ধ দুই বৎসরে এক পিত্র্যমাস, এবং এক পিত্র্য বৎসরে এক দিব্যমাস, বার দিব্যমাসে বা ৩৬০ বৎসরে এক দিব্যবর্ষ, বার দিব্যবর্ষে এক দিব্যযুগ এবং এক সহস্র দিব্যযুগে বা ৪৩২০০০০ বৎসরে এক ব্রহ্মকল্প হয়।

এতদ্ব্যতীত বৃত্রবধাব্দ, দীর্ঘতমা চক্রাব্দ ও বলিচক্রাব্দ প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার গণনাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে অব্দগণনার নিমিত্ত নাক্ষত্র, চান্দ্র,সাবন সৌর, বার্হস্পত্য, প্রাজাপত্য, পিত্র্য, দৈব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি নয় প্রকার প্রণালী ব্যবহৃত হইত।

যখনই একটি প্রণালীকে অপ্রচলিত করিয়া নূতন গণনা প্রণালী প্রচলনের প্রয়াস হইয়াছে তখনই তাহা লইয়া ভীষণ গণ্ডগোল ও বাকবিতণ্ডার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং কবিগণ সেই সকল ঘটনাকে কাব্যে ও পুরাণে নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

পৌরাণিক সাহিত্যে এইরূপ ভাবেই ত্রিশিরা বিশ্বরূপের মুণ্ডচ্ছেদ ও বৃত্র সংহার, রাজা হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক নরমেধ যজ্ঞ ও শুনঃশেফের মুক্তিলাভ, এবং বামন ভিক্ষা ও বলির পাতাল গমন প্রভৃতি উপাখ্যান স্থান লাভ করিয়াছে।

কথিত আছে যে দেবগণ বৃহস্পতির সাহায্যে বৎসর গণনা করিতেন এবং তাহা রহিত করিয়া অয়ন দ্বারা বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মৃগ নক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে এই সময় উত্তরায়ণ শেষ হইয়া দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। মৃগ নক্ষত্রের এক নাম বিশ্বরূপ। বৃহস্পতি দ্বারা অব্দ গণনা কালে বাসন্তিক ক্রান্তি-পাত হইতে বৎসর গণনা হইত, এবং বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে শারদীয় ক্রান্তিপাত পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ, এবং শারদীয় ক্রান্তিপাত হইতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন ধরা হইত।

অয়ন দ্বারা বৎসর গণনা আরম্ভ হইলে মৃগ নক্ষত্র হইতে মূলা নক্ষত্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি হইতে মকর ক্রান্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ণ, এবং মকরক্রান্তি হইতে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ গণনা আরম্ভ হইল।

দেবগণের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

ইহাতে প্রত্যেক অয়নে দেবযান ও পিতৃযান পথ অর্থাৎ অসুরদিগের পথ দুই থাকিল। ইহাই বিশ্বরূপের হবিরূপ সূর্য্যকিরণের ভাগ অসুরদিগকে দেওয়া।

ইন্দ্র এই অপরাধে বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন অর্থাৎ মৃগনক্ষত্রের মস্তকমাত্র এই সময় নক্ষত্রচক্রে গৃহীত হইয়া মৃগশিরা নাম হইল।

দক্ষিণাগ্নি হইতে বৃত্রাসুরের সৃষ্টি অর্থ দক্ষিণায়নে সূর্য্যের তেজ হ্রাস। যতই সূর্য্য দক্ষিণে আইসে ততই তেজ হ্রাস হয়, বৃত্র কর্ত্তৃক তেজ নষ্ট হয়। অবশেষে মকরক্রান্তিতে সূর্য্য বা ইন্দ্র আসিলে সূর্য্যের তেজ অনেক হ্রাস হইয়া যায়।

বৃত্র বধ না হইলে এই তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই, তজ্জন্য ইন্দ্র দধীচি মুনির স্মরণ গ্রহণ করিলেন।

ধনু রাশিই দধীচি ঋষি, এই নিমিত্তই ধনু রাশিই অশ্ব-মূর্ত্তি। দধীচির অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত বজ্রই দক্ষিণ ছায়াপথ। এই স্থানে দক্ষিণায়ণ শেষ হয় এবং উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। বৃত্রবধ হইতে সূর্য্য বা ইন্দ্র স্বীয় তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উত্তর ছায়া পথে মৃগশিরার নিকট আসিলে বৃত্র বধ শেষ হয়, এবং সূর্য্য পূর্ণ তেজ বা বল প্রাপ্ত হন। এই সময় বৎসর গণনার আরম্ভ হইয়াছিল, ইহারই নাম "বৃত্র বধাব্দ।"

ঋক্ ১।৮৪।১৩

"ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্য প্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব।।"

অর্থাৎ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থিদ্বারা বৃত্রগণকে ৯০ × ৯ নবগুণনবতী অর্থাৎ ৮১০ বধ করিয়াছেন। অর্থাৎ ৮১০ বৎসর পর্য্যন্ত এই অব্দ গণিত হইয়াছিল।

এসম্বন্ধে ঋঃ ১।১৬১।১৩ উল্লিখিত আছে যে

"সুষুপ্বাংস ঋভবস্তদপৃচ্ছতাগোহ্য ক ইদং নো অবুবুধৎ।
শ্বানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ সংবৎসর ইদমদ্যা ব্যখ্যত।।"

পুনর্ব্বসু নক্ষত্র মধ্যে শ্বন্ ও প্রশ্বন্ নামক তারা আছে, ইহাদের অর্থ কুকুর। সুতরাং পুনর্ব্বসুই উপরোক্ত ঋকের শ্বানং।

দক্ষিণায়নে রাত্রি বড় এবং দিবস ছোট হইয়াছে। এইকালে সূর্য্য কিরণ (ঋভুগণ) যেন আদিত্যমণ্ডলে শয়ন করিয়াছিল, কুকুর দক্ষিণায়ন শেষে সেই নিদ্রিত সূর্য্যকিরণ বা ঋভুগণকে জাগরিত করিল, সুতরাং

দীর্ঘতমা চক্র অপ্রচলিত করিয়া বলিচক্রে গণনারম্ভই শুনঃশেপ উপাখ্যানের মূল বিষয়।

তখন হইতে সূর্য্যকিরণের তেজবৃদ্ধি হইতে লাগিল, দিন বড় হইতে লাগিল। এই হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইল। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে সমস্ত ঋতুগণ জাগরিত হইবে, তখন নূতন বৎসরও আরম্ভ হইবে। এই স্থানেই উত্তরায়ণ শেষ ও দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইবে।

"হে ঋতুগণ, তোমরা আদিত্যমণ্ডলে শয়ন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর হে আদিত্য কে আমাদিগকে কর্ম্মে জাগরিত করেন? আদিত্য বলিবেন কুকুর তোমাদিগকে জাগরিত করেন। সংবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার তোমরা জগৎ প্রকাশ কর। মহাভারতে উক্ত আছে যে বৃত্রাসুরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার সময় দেবগণ অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়াছিলেন যে শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু, প্রস্তর বা কাষ্ঠ, অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা দিবাভাগে কিম্বা রাত্রিকালে তাঁহারা তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেন না। সুতরাং একদা সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে সমুদ্রতীরে দর্শন করিয়া সমুদ্রসলিলোপরি ভাসমান পর্ব্বত সম না শুষ্ক না আর্দ্র ফেণরাশি দ্বারা ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন।

(* ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্বানং অর্থে "বায়ু" করিয়াছিলেন।)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে দক্ষিণ ছায়াপথ আকাশ সমুদ্রে ফেণের ন্যায় অবস্থিতি করে।

যখন উত্তর ছায়াপথে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয় তখন দক্ষিণ ছায়াপথে দক্ষিণায়ন শেষ হয়। দক্ষিণায়ন শেষই বৃত্র বধ।

ঐ স্থানটী না শুষ্ক না আর্দ্র, অর্থাৎ তখন গ্রীষ্মও নয় বর্ষাও নয়, আবার দিবাও নয়, রাত্রি নয়। অর্থাৎ দেবতাদিগের উত্তরায়ণ দিন

ঋঃ ১।২৪।১২-১৩ ঋক্ দ্বয়ে অজীগর্ত্ত পুত্র শুনঃশেপ ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন :—

"তদিন্নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে।
শুনঃশেপো যমহ্বদগৃভীতঃ সো অস্মান্ রাজা বরুণো মুমোক্তু॥
শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো বি মুমোক্তু
পাশান্॥

অর্থাৎ সেই গমনশীল রাত্রি সেই দিবসের পতাকা (বরুণকে) হরণ পূর্ব্বক গ্রাস করিয়াছে, তাহারা আমাকে ইহাই কহিয়াছে। পৃথিবী যৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ব্যাপ্তভাবে সতত

নহে এবং দক্ষিণায়ণ রাত্রিও নহে। সুতরাং ঐ সময় উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের সন্ধিস্থান। দক্ষিণায়ণ শেষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ এমন সময় বৃত্র বধ হইল অর্থাৎ দক্ষিণ গতি শেষ হইল, উত্তর গতি আরম্ভ হইল, এবং সূর্য্য, বৃত্র কর্ত্তৃক আবৃত তেজ আবার প্রাপ্ত হইলেন।"

(পৃথিবীর পুরাতত্ব)

রাত্রিতে ও দিবাযোগে লোকে আমাকে ইহাই কহিয়াছে, আমার হৃদয়স্থ জ্ঞানও এইরূপ প্রকাশ করিতেছে। আবদ্ধ হইয়া শুনঃশেপ যে বরুণকে আহ্বান করিয়াছে, সেই রাজা আমাদিগকে মুক্তি-দান করুন।

শুনঃশেপ ধৃত হইয়া ও তিনপদ কাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া অদিতির পুত্র বরুণকে আহ্বান করিয়াছিল; অতএব বিদ্বান ও অহিংসিত বরুণ তাহাকে মুক্তি দিন, তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদ)

গমন করিতেছে তিনি আমাদের দীপ্তিদাতা বরুণকে মুক্ত করুন।

পৃথিবী ক্রতগামী আদিত্যদ্বারা তিন স্থানে আবদ্ধ হইয়া ব্যাপ্তভাবে সতত গমন করিতেছে। জ্ঞাত অর্থাৎ বিখ্যাত সতত সমুদ্র মধ্যগামী দীপ্তিশালী বরুণ (পৃথিবীকে) সৃষ্টি করতঃ পাশ অর্থাৎ আকর্ষণ মোচন না কবিয়া অধোগমন হইতে রক্ষা করিতেছেন।

পৃথিবী যে বক্রভাবে গমন করে, তাহা সেই প্রাচীনকালে আর্য্যগণ অবগত ছিলেন। এখানে, পৃথিবী শয়ানভাবে গমন করে বুঝাইবার জন্যই শুনঃশেপ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহারা জানিতেন যে পৃথিবী আদিত্য দ্বারা তিন স্থানে অর্থাৎ কর্কটক্রান্ত (Tropic of cancer), বিষুবরেখা (Equator) ও মকরক্রান্তিতে (Tropic of capricorn) আবদ্ধ হইয়া শয়ান ভাবে গমন করে।

এই গল্পের ভাব এই যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময় দীর্ঘতমা চক্র শেষ হইলে শুনঃশেপ অর্থাৎ পৃথিবী নিজের বিপদ ভাবিয়া ভীত হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল তাহারও বুঝি এই শেষ। তাই প্রার্থনা করিয়াছিল :—

"উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত। অবাধমানি জীবসে।" ঋঃ ১।২৫।২১

অর্থাৎ "সর্ব্ব উপরের বন্ধন মোচন করিও না, মধ্যেরটি ছিন্ন করিও না, নিম্নেরটিও রক্ষা কর, যেন বাঁচিয়া থাকি।

পৃথিবী তিন স্থানে অর্থাৎ উপরে কর্কটক্রান্তিতে, মধ্যে বিষুব রেখায় ও নিম্নে মকরক্রান্তিতে আদিত্যে আবদ্ধ থাকে। এই তিনটি বন্ধন রক্ষা করার জন্য পৃথিবী (শুনঃশেপ) যেন আদিত্যের (বরুণের) নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, অপরপক্ষে শুনঃশেপ ও (অজীগর্ত্ত পুত্র) আত্মরক্ষার জন্য বন্ধন মোচনের প্রার্থনা করিতেছেন। এক ঋকেরই দুই বিপরীত অর্থ। ফল-কথা শুনঃশেপও রক্ষা পাইল, অর্ক গণনাও চলিতে লাগিল, রাজাকেও নরবলি দিতে হইল না। কিন্তু দীর্ঘতমা চক্র আর চলিল না, তৎপরিবর্ত্তে ব্রহ্মচক্রে দীর্ঘতমা ঋষি বৎসর গণনা আরম্ভ করিলেন। ঋঃ ১।১৫৮।৬

মোটকথা এই যে, প্রথমে দীর্ঘতমাচক্রই বলিচক্র নামে কথিত হইয়াছিল। দীর্ঘতমা ৫৪″ বিকলা গতি ধরিয়া বৎসর গণনা করিতেন, কিন্তু বলিচক্রে ৪৮০৬″ বিকলা গতি ধরিয়া বৎসর গণিত হইতে লাগিল। দীর্ঘতমাপন্থীগণ আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না, বলিচক্রই চলিল, ইহাই বলির স্বর্গ অধিকার, অর্থাৎ মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা দ্বারা কল্পিতচক্রে বৎসর গণনা।

ঋঃ ১।১৬৪।১৪ "সনেমি চক্রমজরং বি বাবৃত উত্তানায়াং দশ যুক্তা বহন্তি।

অর্থাৎ নেমিসহ সেই জরা রহিত চক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে। দশজন (যুগ) একযোগে তাহাকে ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে।

বামন ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। একপদে স্বর্গ,এক পদে পৃথিবী,তৃতীয় পদের স্থান কোথায় হইবে ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক। ঋগ্বেদের ১।১৫৪।২ ঋকে ঋষি দীর্ঘতমাই পুনঃ বলিয়াছেন যে বিষ্ণু মৃগ অর্থাৎ মকরে কুচরে অর্থাৎ কর্কটে এবং গিরি বা বিষুবরেখাতে অবস্থিতি করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে স্বর্গ কর্কটক্রান্তি, পৃথিবী মকরক্রান্তি এবং বলির মস্তক অর্থ বিষুব পর্ব্বতের শৃঙ্গ। বল্ অর্থ স্থৌল্য। পৃথিবীর যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম বলি।

বিষ্ণু দান গ্রহণ করতঃ বলিকে বন্ধন করিয়া সুতলে প্রেরণ করিলেন এবং বলির নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিলেন।

উপস্তুতিরৌচথ্যমুরুষ্যেন্মা মামিমে পতত্রিণী বি দুগ্ধাং।
মা মামেধো দশতয়শ্চিতো ধাক্ প্রযদ্বাং বদ্ধস্তমনি খাদতি ক্ষাং ॥

অর্থাৎ হে মহৎ অশ্বিদয়, (তোমাদিগকে) সম্মুখে অবস্থিত এই ঊর্দ্ধের তনয় (অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে অবস্থিত) যেন অধোগমন করে না। নিত্য প্রত্যাবর্ত্তনশীল (অহোরাত্রি) যেন আমাকে জীর্ণ করিতে না পারে। দশবার (দশযুগে) প্রজ্জলিত অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে, কারণ তোমার আশ্রিত পাশবদ্ধ এই ব্যক্তি ক্ষাণতাকে ভক্ষণ করিতেছে অর্থাৎ ক্ষীণ হইতেছে। ঋঃ ১।১৫৮।৪

ন মা গরন্নদ্যো মাতৃতমা দাসা যদীং সুসমুব্ধমবাধুঃ।
শিরো যদস্য ত্রৈতনো বিতক্ষৎ স্বয়ং দাস উরো অংসাবপি গ্ধ ॥

অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ অধঃ ও উর্দ্ধদেশে রক্ষিত এই দাসকে যেন পরিমিত সীমাবদ্ধ তমঃ (অন্ধকার) গ্রাস না করে, আকাশ ও যেন গ্রাস না করে। স্বয়ং দাস মস্তক, বক্ষ এবং অপর অংশে (পদে) গগনে ধৃত ও তিন স্থানে (ত্রৈতনে) আবদ্ধ রহিয়াছে। ঋঃ ১।১৫৮।৫

এই সুতল রাশিচক্রের নিম্ন বা দক্ষিণভাগ অথবা বিষ্ণুর দক্ষিণে অবস্থিত অংশ।

এই অংশের মূলা নক্ষত্রের ১০।১০ কলা + পূর্ব্বাষাঢ়ার ১৩।২০+উত্তরাষাঢ়ার ১৩।২০+শ্রবণার ১৩।২০+ধনিষ্ঠার ৩।২০ = ৫৪ অংশ লইয়া বলিচক্র কল্পিত হইল।

বিষ্ণুরূপী সূর্য্য সদা বলিচক্রে, বামন রূপে (অয়ন বিন্দু) উপস্থিত থাকিলেন।

এইরূপে বলিচক্রে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজত্বকালে দীর্ঘতমা চক্র শেষ হইলে, বৎসর গণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

রাজা অম্বরীষের সময় আবার কোন্ চক্রে বৎসর গণনা করা হইবে তৎসম্বন্ধে গোলযোগ হইয়াছিল। অবশেষে পুনঃ বলিচক্রে বৎসর গণনাই স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তীকালে রামায়ণাদিতে এই ঘটনাকেই শুনঃশেপের বলিদান নামে রূপকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এবারেও শুনঃশেপ মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তিনি,

"উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম॥"

ঋঃ ১।২৪।১৫

অর্থাৎ, "হে বরুণ, আমার সর্ব্ব উপরের ও নিম্নের বন্ধন অর্থাৎ আকর্ষণ রক্ষা কর, মধ্যের বন্ধন শিথিল করিও না। হে গমনশীল আদিত্য! তৎপরে অধোগমন হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমিও অচ্ছেদ্যভাবে তোমার বন্ধনের অর্থাৎ

আকর্ষণের অধীনে গমন করিতে থাকিব" এইরূপভাবে বরুণের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শুনঃশেপের প্রার্থনা পূর্ণ হইল। বলিচক্রে পুনরায় বৎসর গণনা আরম্ভ হইল। পৃথিবী পূর্ব্ববৎ সূর্য্যের আকর্ষণে থাকিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু দীর্ঘতমা ঋষি অকর্ম্মণ্য হইলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল না।

কথিত আছে, যে অন্ধ দীর্ঘতমাকে অকর্ম্মণ্য দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণ তাঁহাকে নদীজলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত ত্রৈতন নামক দাসকে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং তিনি নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইযাছিলেন। ত্রৈতন অর্থ ত্রেতাযুগ, এবং ত্রৈতন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হওয়ার তাৎপর্য্য এই যে ত্রেতাযুগে দীর্ঘতমাচক্র অপ্রচলিত হইয়াছিল। *

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব হইতে সংগৃহীত।

চিকিৎসাবিদ্যা ও অস্ত্রোপচার

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের হেতুভূত দেহের সুস্থ ও অসুস্থাবস্থার আলোচনায় দেহতত্ত্ব ও আয়ুর্ব্বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং আর্য্য ঋষিগণ রোগব্যাধির হেতু নির্ণয় ও তৎসমুদয় নিরাকরণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া "আয়ুর্ব্বেদ" নামে অপর একখানি স্বতন্ত্র বেদ রচনা করিয়াছিলেন।

প্রকৃতি জাত উপাদানে, দেহমধ্যস্থ যন্ত্রাদির সাময়িক পীড়া ও বিকৃতভাব নিরাকরণের চেষ্টা হইতেই অতি প্রাচীনযুগে চিকিৎসাবিদ্যা উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, এবং ভিষগগণ বনজাত ওষধি, মন্ত্র, মন্ত্রপূত বারি ও মন্ত্রশক্তি যুক্ত মাদুলী প্রভৃতি সাহায্যে তৎসমুদয় আরোগ্য করিতেন।

তৎকালে হরিৎ (পাণ্ডুরোগ), শ্বেতকুষ্ঠ, নানাজাতীয় ঔৎপাতিক জ্বর, যক্ষ্মা, কাশি, ক্রিমি, বাত, স্ফোটক, চক্ষুরোগ, আমাশয়, হৃদ-রোগ, শ্লীপদ, মসুরিকা বসন্ত, মূত্র ও জননেন্দ্রিয়ের রোগ দেশবাসিগণের মধ্যে প্রকাশ পাইত।

পীড়া ও পীড়ার চিকিৎসা প্রকরণ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদে, দেবভিষক্ অশ্বিনীকুমারগণ কর্তৃক চ্যবন মুনির নব যৌবন দানের বিষয় উক্ত আছে। চ্যবন ঋষি কর্তৃক

প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ আজিও ত্রিদোষনাশক স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক মহারসায়নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১)

প্রাচীনযুগের চিকিৎসকগণ গর্ভপাত নিবারণের নিমিত্ত যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিতেন শুশ্রুত সংহিতাতেও উক্ত ঔষধ সমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তৎকালে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে শলাকার পরিবর্ত্তে নলখাগড়া সাহায্যে মূত্র নির্গমন করান হইত, এবং জ্বররোগে তাপশান্তি নিমিত্ত রোগীর খট্টার সহিত তন্তু দ্বারা একটি ভেককে বন্ধন করিয়া রাখার রীতি ছিল। (২)

বর্ণ চিকিৎসাও প্রাচীন ভিষকৃগণের অবিদিত ছিল না। হরিৎ বা পাণ্ডুরোগে রোগীর চতুষ্পার্শ্বে রক্তবর্ণ দ্রব্যাদি স্থাপন দ্বারা পীড়ারোগ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৩)

প্রাচীন আর্য্যগণ, পীড়া ব্যাধিকে দুষ্কৃতির ফল ও দেবকোপ জনিত মনে করিয়া গ্রহদোষ শান্তি জন্য স্তবপাঠ, পূজার্চ্চনা, মন্ত্রপূত বারি সেবন ও মন্ত্রশক্তি যুক্ত মাদুলী বা মণি ধারণ করিতেন (৪)। মাদুলীগুলি লৌহ, শীষক, রৌপ্য ও স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করান হইত, এবং বিশেষ বিশেষ পীড়ার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ ধাতু নির্ম্মিত "মণি, ধারণের বিধি ছিল।

( ) ঋ: ১০।৩৯।৪

(২) অ: ১।৩।৬—৭। অ: ৭।১১।৬। (৩) অ: ১।২২

(৪) অ: ৬ ২২।৬৭

অ: ২।৩, ৪।৯।৬, ৪।১০, ১।১৬, ১।৩৫, ৫।২৮

এখনও কঠিন রোগ ব্যাধিকালে সুচিকিৎসার সহিত প্রায় রোগীই মাদুলী ধারণ ও গৃহে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

কোন বিশেষ নক্ষত্রে কোন বিশেষ পীড়ার সূচনা হইলে তাহার ভোগ কালের পরিমাণও অথর্ব্ববেদে উল্লিখিত আছে।

যজ্ঞাদির নিমিত্ত পশুদেহ ব্যবচ্ছেদ হইতে শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল।

বেদে অস্ত্র চিকিৎসা সাহায্যে চক্ষুরোগারোগ্য, ও বিশ্‌-পলার ছিন্নপদের পরিবর্ত্তে লৌহ নির্ম্মিত পদ সংযোজনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

তৎকালে অস্ত্রচিকিৎসকগণ, সিক্ত বালুকার বন্ধনী সাহায্যে রক্তপাত রোধ করিতেন, (২) এবং তাঁহারা শৈরিক রক্ত (অরুণা), ও ধামনিক রক্তের (লোহিনী) পার্থক্য পরিজ্ঞাত ছিলেন। (৩)

প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং অপরাপর ভিষক্‌গণের ন্যায় তাঁহারাও রোগা-রোগ্য করিয়া দক্ষিণা বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। (৪)

(১) ঋঃ ১।১১২।১০, ঋঃ ১০।৩৯।৮

ঋঃ ১।১১৬।১৫

"সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্‌।

(২) ঋঃ ৮।১ ১২, অঃ ১।১৭।৪। (৩) অঃ ১০।২।১১।

(৪) ঋঃ ১০।৯৭

যাদু বিদ্যা

প্রাচীনকালে চিকিৎসকগণ, রোগীর পীড়া উপশম জন্য যাদুমন্ত্র ব্যবহার করিতেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রয়োগের নিমিত্ত ইহা কালক্রমে একটি বিশিষ্ট বিদ্যা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এবং যাদুবিদ্যাবিদ্‌গণ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত ইহার বহুল ব্যবহার করিতেন।

যাদুবিদ্যা বলে দেব, রক্ষ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নর সমুদয় জগত বশীভূত হইত বলিয়া তৎকালে মানবগণের বিশ্বাস ছিল, এবং অথর্ব্ববেদের কাল হইতে ইহা, শত্রুদমন, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। (১)

শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূমিতে প্রোথিত বা জলে নিক্ষেপ করা হইত, এবং সাধারণের বিশ্বাস যে তদ্দ্বারা সেই ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক অনিষ্ট ঘটিত। (২)

যাদুমন্ত্র প্রভাবে অনৈকা অসুর রমণী ইন্দ্রকেও কিয়ৎকাল বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। (৩)

(১) অঃ ৮।৮।১—১৬

(২) অঃ ১০।১।১ (৩) অঃ ৭।৩৮।২

কথিত আছে, যে অমিত শক্তি লাভের নিমিত্ত স্বয়ং ইন্দ্র, বরুণ, মন্ত্রপূত মণি ধারণ করিয়াছিলেন, এবং নরপতিগণও সর্ব্বলোক বশের নিমিত্ত এরূপ মণি ধারণ করিতেন। (১)

বর্তমান কালেও দুরারোগ্য ব্যাধি উপশম ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভের নিমিত্ত সুসভ্য মানবগণও মণি বা কবচ ধারণ করিয়া থাকেন, এবং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে এখনও শত্রু কর্ত্তৃক "বাণমারা" প্রভৃতি সংস্কার প্রচলিত আছে। আসাম প্রদেশের কামরূপে গমন করিলে লোককে যাদুমন্ত্র দ্বারা ভুলাইয়া রাখে এ সংস্কার কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও বঙ্গের অপরাপর অংশবাসিগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

(১) অঃ ৪।৪।১, ৪.২২।৭

প্রকৃতি বিজ্ঞান ও রসায়ন চর্চ্চা

উজ্জয়িনীর রাজগ্রন্থাগার হইতে সংগৃহীত "অগস্ত্য সংহিতা" নামক একখানি হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে নিউ ইয়র্ক সহরের রসায়ন বিৎ (ভারতীয়) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভামন আব কোকাটনাব প্রমাণিত করিয়াছেন যে প্রাচীন যুগে অগস্ত্য ঋষি "মিত্র বরুণ" নামক রশ্মি অর্থাৎ তাড়িত শক্তি সাহায্যে জল হইতে "প্রাণ (Vital) ও উদান (Upfaced) নামক দুই প্রকার বাষ্প উৎপাদন করিতেন।

মৃণ্ময় আধারে, তুথচূর্ণ (তুঁতে) পূর্ণ পরিস্কার তাম্র পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক উহা সিক্ত কাষ্ঠ গুঁড়িকা দ্বারা আবৃত করিয়া তদুপরি পারদের খাদযুক্ত দস্তা পাত্র (mercury amalgamated zinc plate) স্থাপনান্তর তিনি উক্ত তাড়িত রশ্মি (caphode-anbde বা electricity) উৎপন্ন করিতেন।

তাড়িত কোষে, অর্থাৎ Dry cell এ পারদের খাদযুক্ত দস্তা নির্ম্মিত পাত্র স্থাপন দ্বারা যে মেরুদিগভিমুখতাধর্ম্ম সঞ্চারণ, অর্থাৎ polarisation রোধিত হয় ইহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু উপরোক্ত বিবরণ হইতে স্বতঃ উপলব্ধি হয় যে, বিজ্ঞানের এই গূঢ় রহস্য ঋষিবরের নিকট

অপরিজ্ঞাত ছিল না, এবং তন্নিমিত্তই তিনি তাড়িৎ শক্তি প্রজনন নিমিত্ত ঐরূপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন যুগের এই "প্রাণ ও উদান" বায়ুই বর্ত্তমান কালে "অক্সিজেন (oxygen) ও হাইড্রোজেন (hydrogen) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দুগ্ধের ন্যায় রস ক্ষরণকারী বৃক্ষ বিশেষের ত্বকের রসে একটি রেশম নির্ম্মিত থলী পুনঃ পুনঃ সিক্ত ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উহা পুনরায় এক প্রকার সঙ্কোচক গুণ বিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ পদার্থে (tannin) সিক্ত, ও শুষ্ক করণান্তর, বহির্ভাগে মধুত্থের (মোম) লেপ এবং তদুপরি একত্রিত শর্করা ও চূণের প্রয়োগ দ্বারা উহার বায়ু প্রবেশ পথ রুদ্ধ করা হইত।

এইরূপে প্রস্তুত থলী সমূহ ঐ "উদান" বায়ুতে পূর্ণ করিয়া যে কোন বায়ব যানের সহিত সংযোজিত করিয়া দিলে উহা শূন্যে উত্থিত হইতে পারিত।

রামায়ণ ও মহাভারতে যে সকল বিমানচারী রথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও যে এই উদান বায়ু চালিত প্রকৃত কোন বায়ব যান নহে তাহা কে বলিতে পারে?

অগস্ত্য ঋষি, উক্ত মিত্র বরুণ রশ্মি দ্বারা অম্লরস বিশিষ্ট (acidified) জল, ও সোরাসহ মিশ্রিত ধাতু বিশেষের সাহায্যে তাম্রকে স্বর্ণ বা রৌপ্য মণ্ডিত (electroplate) করিতেন। সম্ভবতঃ gold nitrate, gold chloride বা gold cyanide ধাতু ঐ সোরাসহ মিশ্রিত থাকিত।

বেদে মিত্র বরুণের সহিত অগস্ত্য ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যগিরি উল্লঘন পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং বৈদিক যুগে রসায়ন বিদ্যা যে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল ইহা হইতে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।*

মাত্র একশতাব্দী পূর্ব্বে, ইয়ুরোপ খণ্ডে Voltaic cell নামক তাড়িত কোষ, ও আরও অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পূর্ব্বে polarisation অর্থাৎ মেরুদিগভিমুখতাধর্ম্ম সঞ্চারণ প্রতিরোধের উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় পূর্ব্বকথিত "অগস্ত্য সংহিতার" প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেকের মনে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায়, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কোন ইংরাজী শিক্ষিত আধুনিক ভারতীয়ের পক্ষে "অগস্ত্য সংহিতার" ন্যায় গ্রন্থ-রচনা করা সম্ভবপর হইতে পারে কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার নিরাকরণ হয়।

"Sage Agastya is credited with being the discoverer of hydrogen and oxygen, the dry electric battery, electroplating, kites, hot airblimps and propelled balloons. In fact, he is named variously after his discoveries. Thus he is called pot-born (dry-electric battery), cathode-anode (electricity), conqueror of kites and blimps, and so forth".

* (Science and Engineering)—The chemist in Agastya.

Forward—Nov. 27. 1927.

"মিত্র" অর্থে বন্ধু, অর্থাৎ ঐ স্থানে কিছু স্থাপিত হয় (a deposit is made at the place) বলিয়া "cathode," এবং "বরুণ" জলবৎ কৃত অর্থাৎ, zinc দস্তার শত্রু বলিয়া "anode."

এরূপ বিপরীতার্থ বোধক শব্দদ্বয়ের একত্র সংযোজনা দ্বারা নাম রচনা কৌশলই গ্রন্থের মৌলিকতার পরিচয় প্রদান করে।

বিশেষতঃ "প্রাণ" বায়ু (vital to life) ও "উদান" বায়ু (up faced or upward moving) সম্বন্ধে জ্ঞান অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুগণের মধ্যে বিদ্যমান আছে। দ্বিজাতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিত্য ভোজনকালে যে মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাতে এতদুভয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে ভারতীয়গণ, দাহনধর্ম্মযুক্ত মৃদু ও তীব্র ক্ষার (mild and caustic alkali) ও স্বর্ণ দ্রাবক aqua regia in potentia এর প্রস্তুত প্রণালী অবগত ছিলেন, এবং অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত ধাতু বিশেষের আভা দর্শনে উহা চিনিতে সক্ষম হইতেন।

এতদ্ব্যতীত ইউরোপের বহুপূর্ব্বে ভারতে "দস্তা" একটি স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।

আর্য্যগণ জল ও বায়ুর ধর্ম্ম অবগত ছিলেন, এবং তাহাদের গতিপ্রবাহ সাহায্যে অনেক কার্য্য সম্পাদন

করিতেন। প্রাচীনযুগের পক্ষীবাহিত বিমানচারী (উদান বায়ু পূর্ণ থলী সংযুক্ত) রথগুলিই পালের সাহায্যে শূন্যপথে অভীষ্টানুরূপ ভাবে চালিত হইত।

খৃঃ পূঃ ৮০০ শতাব্দীতে রচিত পুস্তকাদিতে হিন্দুগণের প্রকৃতি বিজ্ঞান (physics) সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং উত্তাপ, আলোক ও শব্দে যে তরঙ্গ আছে তাহা তাঁহারা পরিজ্ঞাত ছিলেন।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

প্রাচীন অগ্নি উপাসক আর্য্যগণের মধ্যে শব সৎকার নিমিত্ত অগ্নিদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

বর্ত্তমানকালে মৃতের আত্মীয় পরিজনগণ শববহন করিলেও পূর্ব্বকালে মৃতদেহ বলীবর্দ্দবাহিত শকটে শ্মশান ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইত। (১)

শোক প্রকাশ জন্য মৃতের আত্মীয়বর্গের সহিত আলুলায়িত কেশা নারীগণ শবানুগমন করিতেন। শব সমভিব্যাহারে সকলে শ্মশানভূমিতে উপনীত হইলে শব জলে ধৌত ও নববস্ত্রে সজ্জিত করিয়া চিতায় স্থাপন করা হইত।(২)

অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বে শবের বদনমণ্ডলে নিহত গোর বপানুলেপন প্রদান, ও ছাগ মাংসদ্বারা শবদেহ আবৃত করার প্রথা ছিল।

পুরোহিত, জাতবেদ অগ্নিকে এই ছাগমাংসাহারে পরিতৃপ্ত হইয়া মৃতকে পিতৃগণ সান্নিধ্যে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রে স্তুতি করিতেন।

---

* ঋ: ১০।১৪—১৯, অ: ১৮।

(১) অ: ১৮।২।৫৬

(২) অ: ৮।১ ১৯, ১১।২।১১

বর্ত্তমান কালে সম্ভবতঃ এই প্রাচীন রীতি অনুসরণেই শ্রাদ্ধকালে বৃষোৎসর্গ করা হইয়া থাকে।

দাহনান্তে অস্থিসঞ্চয়ের বিধান ছিল, এ নিমিত্ত শবদেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে মৃতের চক্ষুকে সূর্য্য, ও প্রাণ বায়ু অর্থাৎ আত্মাকে বায়ুর সহিত মিলিত হইতে বলিয়া চিতা মধ্য হইতে অস্থি সংগ্রহ পূর্ব্বক ভূমিতে প্রোথিত করা হইত। (১)

প্রাচীনকালে ইহার উপর "স্মৃতি স্তম্ভ" নির্ম্মিত হইত বলিয়া জানিতে পারা যায়। (২)

স্নানদান দ্বারা মৃত সংকার জনিত কলুষ ধৌত করিয়া শ্মশান বহ্নি ও ইন্দ্রের পূজা সমাপনান্তর পবিত্র জাতবেদ অগ্নিকে আবাহন পূর্ব্বক শবদাহকগণ জীবিতগণের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। (৩)

প্রাচীনকালে শ্রাদ্ধকার্য্যকে "শান্তিকর্ম্ম" বলিত, এবং এই শান্তিকর্ম্ম সম্পাদন জন্য শুক্ল প্রতিপদ তিথি নির্দ্দিষ্ট ছিল।

বর্ত্তমানকালে সাধারণের সংস্কার যে শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি মৃত-ব্যক্তির ঔর্দ্ধদৈহিক মঙ্গল ও আত্মার সদ্গতির নিমিত্ত আবশ্যক, কিন্তু প্রাচীন যুগে ইহা পরলোকগত পিতৃগণের আশীর্ব্বাদ লাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইত। (৪)

কর্ম্ম বা জন্মান্তরবাদ ও মৃত্যুর পরপারে পরলোকের অস্তিত্বে আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল, এবং এ নিমিত্তই তাঁহারা

(১) ঋঃ ১০।১৮।১১—১৩ (২) ঋঃ ১০।১৬।৩ (৩) অঃ ১২।২ ৩৯—৫৪
(৪) ঋঃ ১০।১৫।৪।১১, অঃ ১৮।৪।৬২।৬৩ ঋঃ ১০।১৫।১

শবদাহ কালে মৃত ব্যক্তিকে নবদেহ ও নবসাজে সজ্জিত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের পথে ধাবিত হইতে অথবা কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের নিমিত্ত পৃথ্বি, অপ্ বা বৃক্ষাদিতে গমন করিতে আদেশ করিতেন।

মানব, নশ্বর জীবনের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলে স্বর্গ বা নরকে গমন করে এ বিশ্বাস অতি প্রাচীনকাল হইতেই আর্য্যগণের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। বেদ সূক্ত মধ্যে উল্লিখিত আছে যে যাঁহারা জীবনে কোন যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করেন নাই এবং সতত পাপাচারে আসক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা ঘোর অন্ধকার পূর্ণ নরকে গমন করিয়া বরুনদীতে বসিয়া কেশ ভক্ষণ পূর্ব্বক কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করেন। (১)

পুণ্যাত্মাগণ অব্যয় অক্ষয় তেজোময়দেহ ধারণপূর্ব্বক দিব্য রথে জলময় স্বর্গ (উদনবতী), তারকামণ্ডল (পুলুমতী) লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৃতীয় স্বর্গ "প্রদোষ" এ পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। (২)

অথর্ব্ববেদের ১৮।২।২৪ এর বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে আত্মা, চতুচক্ষুবিশিষ্ট বিশাল নাসা, পিঙ্গলবর্ণ যমানুচর সারমেয় যুগলের পার্শ্ব দিয়া মলয়ানিল সেবিত, চির উজ্জল

---

(১) অঃ ২।১৪।৩, ১৯।৩, ১৮।৩।৩, ঋঃ ৮।৫।৫

(২) অঃ ১৮।২।৪৮, ১৮।২।২৪,

শান্তিময় আনন্দধামে, অর্থাৎ বিষ্ণুর আবাসে পিতৃগণের নিকট উপনীত হন্। (১)

ঋগ্বেদের ১০।১৩৫ সূক্তে দেবতা যমের উদ্দেশে রচিত মন্ত্র হইতে আর্য্যগণের পরলোক সম্বন্ধে ধারণার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্বেদের এই বর্ণনা অবলম্বনেই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ও কঠোপনিষদ, মৃত্যুর পর মানবাত্মার পরিণাম সম্বন্ধে “নচীকেত ও যমের” কথোপকথনচ্ছলে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। (২)

(১) ঋঃ ১০।১৪।১০।১।১৩৫।১—৭, অঃ ৬।১২০।৩, ১২।৩।৬—১৭

(২) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৬।১১।৮

তৃতীয় খণ্ড।

(শাসন প্রণালী)

রাজা

নির্ব্বাচন ও অভিষেক

অগ্নি ইন্দ্র পূজা প্রবর্ত্তন লইয়া অনার্য্যগণের সহিত আর্য্যগণের যে ভীষণ ধর্ম্মবিরোধ চলিতেছিল, কালে তাহা ভীষণাকার ধারণ করিয়া উভয় পক্ষেরই ধন প্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

দস্যুগণ, আর্য্যগণের নিকট খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দুর্গম অরণ্য বা পর্ব্বত কন্দরে পলায়ন করিত, এবং সুযোগ প্রাপ্ত হইলে গোপনাবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর্য্যগণের গোধন অপহরণ, সোমবাবিরোধ ও যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদন করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইত না। সুতরাং তাহাদিগকে সম্মিলিতভাবে সম্মুখ সমরে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে একতাসূত্রে আবদ্ধ কয়েক গ্রামের অধিবাসী একত্রিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য চালনা জন্য আপনাদিগের মধ্য হইতে এক এক জন যোগ্য ব্যক্তিকে দলপতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, এবং কালক্রমে ইহা হইতেই নানা শাখা প্রশাখাযুক্ত জাঁকজমকশালী অভিষেক প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। (১)

(১) ঋ: ১০।১২৪।৮

"তা ঈ বিশো ন রাজান' বৃণানা বীভৎসুবো অপ বৃত্রাদতিষ্ঠন্ ॥

And they like people, who elect their ruler, have in abhorrence turned away from Vitra.

এইরূপে নির্ব্বাচিত দলপতিগণ, নিজ নিজ দলভুক্ত ব্যক্তিগণের ধনপ্রাণ রক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন, এবং কখন কখন নিজ পরাক্রমে অন্যান্য দলকে পরাভূত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারে বিরত হইতেন না।

ঋগ্বেদে, অনু, দ্রুহ্যু, ভারত, যদু, তুর্ব্বাসা, পুরু, সিমু, অজ সিগ্রু, যক্ষ প্রভৃতি নৃপগণের (১) রাজা সুদাসের সহিত যুদ্ধ, পুরপতি, রাজক, রাজা, স্বরাট্, সম্রাট্ প্রভৃতি (২) উচ্চ নীচ ক্রমের রাজশক্তির পরিচায়ক শব্দের উল্লেখ হইতে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঋগ্বেদীয় যুগে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজপদে মনোনীত পুরুষ পুঙ্গবের সুখ সমৃদ্ধি ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রপূত জলে অভিষিঞ্চন পূর্ব্বক দেবোদ্দেশে "অভিবর্ত্ত" প্রদান করিতেন। (৩)

ঋঃ ১০।১৭৩।১

"আ ত্বাহার্ষমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্ব্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধি ভ্রশৎ।"

অর্থাৎ "হে রাজন্! আমি তোমাকে আমাদিগের রাজ্যের প্রভু করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছি। তুমি আমাদিগের প্রভুরূপে এথায় অবস্থান কর। তোমাকে প্রজাগণ প্রভু বলিয়া মানিয়া লউক, এবং এ রাজ্য যেন তোমা হইতে বিচ্যুত না হয়।

(১) ঋঃ ৭।১৮
(২) ঋঃ ৮।২১।১৮; ২।২৪।১; ৪।১৯।২, ১।১৭৩।১০
(৩) ঋঃ ১০।১৭৩

অথর্ব্ববেদের ৩য় কাণ্ডের ৫ম সূক্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে সাধারণের পক্ষ হইতে "রাজকৃতগণ" রাজা নির্ব্বাচন করিতেন।

পরবর্ত্তীকালে রাজকৃতগণ "রত্নী" নামে পরিচিত হইতেন, এবং সেনানী; পুরোহিত, মহিষী, সূত, গ্রামণী, ক্ষত্রী; সংগ্রহিত্রী, ভাগদুঘ, অক্ষভাগ, গোভিকত্রী, পালাগল প্রভৃতি একাদশ জনকে "রত্নী" বলিত। (১)

"ভিশাঃ", অর্থাৎ সমবেত জনসঙ্ঘ রাজকৃতগণের নির্ব্বাচন অনুমোদন করিলে মনোনীত ব্যক্তি ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি দণ্ডায়মান হইয়া রাজকৃতগণকে অভিনন্দিত করিতেন। (২)

প্রাচীনযুগে ব্যাঘ্রকেই পশু শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করা হইত, এ নিমিত্ত রাজপদে মনোনীত ব্যক্তিকে সম্ভবতঃ পশু-রাজ্যেরও অধিপতি বলিয়া সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে অভিষেক কালে তাঁহার পদতলে শার্দ্দুলচর্ম্ম বিস্তার করিয়া দেওয়া হইত।

সমুদ্র, নদী, হ্রদ, তড়াগ প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত জলে স্নান সমাপন করিয়া তিনি "তর্প্য" অর্থাৎ রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয়, ও উষ্ণীষ প্রভৃতিতে দেহসজ্জা করিলে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চন দ্বারা তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতেন। (৩)

(১) Hindu polity

(২) অঃ ৪।৮।৪ ; শুঃ যজুঃ ১০।৫

(৩) শুঃ যজুর্ব্বেদ ১০।১-৪ ; ১০।৮

সাধারণের পক্ষ হইতে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাঁহাকে পুনরায় পূতবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিলে তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে "রাজা" বলিয়া পরিগণিত হইতেন, এবং তদন্তে তিনি দেবগণোদ্দেশে "অভিবর্ত্ত" প্রদান করিয়া "গর্ত্ত" অর্থাৎ স্বর্ণমণ্ডিত লৌহসিংহাসনে (১) সমাসীন হইলে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তদ্‌হস্তে ধনুর্ব্বাণ অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দিক্ সমূহে আরোহণ করিতে বলিতেন। (২) অর্থাৎ, তাঁহাকে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, ও দক্ষিণ সকল দিগ্‌দেশবাসিগণের অধীশ্বর বলিয়া অভিনন্দিত করা হইত।

এইরূপে অভিষেক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে, রাজা, শূকরচর্ম্ম নির্ম্মিত পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক চতুরশ্ববাহিত রথে নগর পরিভ্রমণে বহির্গত হইতেন, এবং ভ্রমণান্তে প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলে সর্ব্ব সাধারণের পক্ষ হইতে,

"ইয়ং তে রাট্। যন্তাসি যমনো ধ্রুবোঽসি ধরুণঃ
কৃষ্যৈত্বা ক্ষেমায়ত্বা রয়্যৈ ত্বা, পোষায়ত্বা॥"

মন্ত্রে তাঁহাকে রাজপদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইত।

অভিষেক ক্রিয়া উপলক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, এবং রাজা একে একে সমবেত রাজকর্ম্মচারী ও গ্রামবৃদ্ধগণকে যজ্ঞাস্ত্র গ্রহণে অনুরোধ করিতেন, এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারা

(১) ঋঃ ৫।৬২।৫-৭ (২) শুঃ যজুঃ ১০।১০-১৪

অনুরুদ্ধ হইয়া স্বয়ং উহা প্রতিগ্রহণ পূর্ব্বক অক্ষ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের দশম কাণ্ড, ও শতপথ ব্রাহ্মণে রাজ্যাভিষেকের বিশদ্ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, যে বেণের পুত্র পৃথু ই ভারতের সর্ব্বপ্রথম অভিষিক্ত রাজা।

অথর্ব্ব বেদের ৪র্থ কাণ্ডের দ্বাদশ সূক্তে "রাজানম্ রাজপিতরম্" এর উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে তৎকালে রাজপুত্রগণও উত্তরাধিকারসূত্রে রাজপদে অধিরোহণ করিতেন।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সর্ব্বসাধারণের সম্মতি গ্রহণ জন্য অভিষেক ক্রিয়ার আবশ্যক হইত, এবং এমন কি ভিন্ন দেশীয় নরপতিগণ অস্ত্রবলে কোন রাজ্য অধিকার করিলে তাঁহাদিগের পক্ষেও ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল।

রাজপদে মনোনীত ব্যক্তি অভিষেক কালে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজারঞ্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, প্রজাগণ, সর্ব্বদা তৎপ্রতি অনুরক্ত থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেন।

রাজানির্ব্বাচন ব্যাপারে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই অতি যত্ন ও আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেন, এবং প্রজার

Hindu theory of kingship was not permitted to degenerate into a divine imposture and profane autocracy: Sceptre of Hindu sovereign never became the wand of magician as it lay in the hands of those through whose

বিরাগভাজন হইলে রাজাকে রাজপদ হইতে অপসারিত হইতে হইত। (১)

শুক্ল যজুর্ব্বেদের ১৯ কাণ্ডে শ্রৌত্রামণি যজ্ঞ, ও অথর্ব্ববেদের ১।২৯ এ রাজ্যচ্যুত নরপতির পুনঃ রাজ্যলাভের নিমিত্ত প্রার্থনা হইতে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রজার শুভ ইচ্ছার উপর রাজার রাজপদে স্থায়িত্ব নির্ভর করিত বলিয়া তৎকালে রাজাগণ তাহাদিগের অনুরাগ লাভের নিমিত্ত মন্ত্রপূত মণিধারণ, ও দেবগণোদ্দেশে প্রার্থনা করিতেন। (২)

strength the king had become mighty or vested with power.

Hindu Polity, "K. P. Joswal.

(১) অঃ ৩।৪।১—৭

ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায় ত্বা মিমাঃ প্রদিশঃ পঞ্চদেবীঃ।

The tribesmen shall elect thee for the kingship, these five celestial regions shall elect thee.

জায়াঃ পুত্রাঃ সুমনসো ভবন্তু বহুং বলিং প্রতি পশ্যাসা উগ্রঃ॥

Let women and their sons be friendly minded. Thou mighty one, shalt see abundant tribute.

অঃ ৩।৩

(২) অঃ ৬।৭৩ ; ৬।৭৪ ; ৬.৯৪

রাজঐশ্বর্য্য, রাজসভা ও মন্ত্রী পরিষদ

রাজাগণ, সহস্রস্তম্ভ পরিশোভিত (১), সহস্রদ্বার বিশিষ্ট (২), নানাকারুকার্য্য খচিত (৩), কাষ্ঠনির্ম্মিত (৪) পুরমধ্যে (৫) বহু স্ত্রী পরিবৃত হইয়া (৬) বাস করিতেন।

রাজান্তঃপুরবাসিনী নারীগণের মধ্যে "মহিষী" সর্ব্বপ্রধানা ছিলেন (৭), এবং "কঞ্চুকী" নামধারী ক্লীবগণ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। (৮) নিরহঙ্কারা যুবতীগণ রাজার পরিচর্য্যার্থ পার্শ্বচারিণী রূপে অবস্থান করিতেন, এবং বহির্গমনকালে তাঁহাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সুবেশে সজ্জিত করিয়া দিতেন। (৯)

স্বর্ণখচিত (হিরণ্যদ্রাপি) সুশোভন রাজবেশে ভূষিত হইয়া (১০) রাজা রাজসভায় আগমন করিতেন, এবং সভাপ্রবেশকালে প্রতিহারীগণ পূর্ব্ব হইতে তাঁহার (১১) আগমন ঘোষণা করিত, ও স্তুতিকারকগণ তারস্বরে বন্দনাগীতি গাহিত। (১২)

(১) ঋঃ ২।৪১।৫, (২) ঋঃ ৭।৮৮।৬
(৩) ঋঃ ৪।৩২।২৩, (৪) ঋঃ ৪।১৬।১৩
(৫) ঋঃ ৫।৬২।৬ (৬) ঋঃ ৭।১৮।২
(৭) অঃ ২।৩৬।৩, ঋঃ ৫।২৫।৭, (৮) ঋঃ ১।৩৩।৬
(৯) ঋঃ ২।৪।৩।৪ (১০) ঋঃ ১।২৫।১০-১৩
(১১) ঋঃ ১০।৪০।৩, ১।১৭৩।১০, (১২) ঋঃ ৩।৫৪।১৪, ৯।১০।৩

" রাজপুরোহিত, সারথি, রথকার, অমাত্য, দূত, ও রাজকৃত্‌গণে পরিবৃত (১) হইয়া রাজা স্বর্ণমণ্ডিত লৌহ সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। স্বয়ং সভায় উপস্থিত থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল, এবং ঋগ্বেদের

"রাজা ন সত্যঃ সমিতীরিয়ানঃ।"

৯।৯২।৬ ঋক্‌এ ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের ৪।২১।২ ঋক্‌এ উল্লিখিত আছে যে রাজসভায় জনহিতকর প্রস্তারসমূহ আলোচিত হইত, এবং রাজার মতই সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিত।

সাধারণতঃ রাজাগণ নিজ অভিপ্রায়ানুসারে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। রাজকার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত সকল রাজ্যেই কয়েকজন করিয়া মন্ত্রী থাকিতেন, এবং রাজা রাজ্যসংক্রান্ত সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্য করিতেন।

সমগ্র প্রজাপুঞ্জের সুখ শান্তি বিধানার্থ মহাভারত রচয়িতা, ব্রাহ্মণ হইতে চারি, ক্ষত্রিয় হইতে অষ্ট, বৈশ্য হইতে একবিংশ, শূদ্র হইতে তিন এবং মিশ্রজাতি হইতে উৎপন্ন সূত হইতে এক, মোট সর্ব্বশ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত সপ্তবিংশ ব্যক্তির দ্বারা মন্ত্রী পরিষদ গঠনের বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

(১) অঃ ৩।৫-৭
(২) Like a true king who goes to great assemblies.

মনুসংহিতায় উক্ত আছে যে রাজা পৃথক পৃথক ভাবে সকল মন্ত্রীর অভিমত গ্রহণ করিয়া পরে সম্মিলিত মন্ত্রী-পরিষদের মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন। (১)

সুচতুর প্রবীণ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর উপর সকল কার্য্য ভার অর্পণের রীতি ছিল, এবং রাজা স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও মন্ত্রীসভা রাজনামে কার্য্য পরিচালন করিতেন। (২)

যে রাজা মন্ত্রীবাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করেন, যাজ্ঞবল্ক্যাদি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ, তাঁহাকে রাজপদের অযোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (৩)

শুক্রনীতি। ২।৩৬২-৩৬৯। হইতে অবগত হওয়া যায় যে মন্ত্রীগণের লিখিত অনুমোদন প্রাপ্ত হইলে, রাজা প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিতেন, এবং তৎপরে উহা পুন: মন্ত্রীগণের স্বাক্ষর ও ও মন্ত্রীপরিষদের মোহরাঙ্কিত হইয়া রাজবিধি মধ্যে পরিগণিত হইত।

(১) মনু স: ৭।৫৭

(২) বিরমিত্রোদয় ৩৯-৪২ পৃ:, ও মনু ৮।১।১৯

(৩) মনু ৭।৩০-৩১।

অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে" আত্যায়িকে কার্য্যে মন্ত্রিণো মন্ত্রিপরিষদঞ্চাহূয় ব্রূয়াৎ তত্র সভূয়িষ্ঠাঃ কার্য্যসিদ্ধিকরং বা ব্রূয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ॥ ইন্দ্রস্য হি মন্ত্রপরিষদৃষীণাং সহস্রং। তচ্চক্ষুঃ। তস্মাদিমং হ্যক্ষং সহস্রাক্ষমাহুঃ।

* Hindu Polity.

রাজ্যশাসন বিষয়ে পরবর্ত্তীকালে মন্ত্রীগণ এতদূর ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন যে দানাদি কার্য্যেও স্বয়ং রাজাকে তাঁহাদিগের মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইত।

মন্ত্রীবর্গের অনুমোদন সূচক স্বাক্ষর ব্যতীত কোন দানপত্র সিদ্ধ হইত না, এবং মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ অশোকের রাজত্ব কালে মন্ত্রী রাধাগুপ্ত রাজাদেশ অমান্য করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু-গণের দান ভিক্ষা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

শুক্রনীতি প্রণেতা, মন্ত্রী ও শাসনকর্ত্তাগণকে মাঝে মাঝে কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে ও স্থান হইতে স্থানান্তরে নিয়োগ করিবার বিধি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, (১) এবং যে মন্ত্রীগণের দ্বারা শত্রু বিনাশ হয় না, রাজ্যের প্রজাবল, অর্থবল ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না সেরূপ মন্ত্রী রাখার যে কোনই প্রয়োজন নাই তাহা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। (২) *

(১) পরিবর্ত্ত নৃপোহ্যে তান্যক্ষ্যাদন্যোন্যে কর্ম্মণি
নাধিকারং চিরংদদ্যাদ্যস্মৈকস্মৈ সদা নৃপঃ। (২।১০৭।১৩)

(২) রাজ্যং প্রজাবলং কোশঃ সুনৃপত্বং ন বর্দ্ধিতম্,
যন্মন্ত্রতোঽরিনাশস্তৈর্মন্ত্রিভিঃ কিং প্রয়োজনম্॥ ২।৮৩

* Hindu Polity.

কর ও রাজস্ব

বৈদিকযুগে প্রজাগণ, কর স্বরূপ রাজাকে গো, অশ্ব, ধন ও সম্পত্তির অংশ প্রদান করিত, (১) এবং এতদ্ব্যতীত তিনি ধনীগণের নিকট হইতে মাঝে মাঝে পর্য্যাপ্ত বলি সংগ্রহ করিতেন। (২)

এসম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১।৬৫।৪ এ উক্ত আছে যে অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহকে ভক্ষণ করেন, রাজাও তদ্রূপ 'ধনীগণকে শোষণ করিয়া থাকেন। অথর্ব্ববেদে, করভার হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত ঋষিগণের প্রার্থনা হইতে অনুমান হয় যে তপোবন-বাসী তাপসগণও করদান সম্বন্ধীয় রাজবিধির বহির্ভূত ছিলেন না।

অত্যধিক করভার যে প্রজাগণের অন্তরে অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত করে ও তাহাদিগের ভক্তির বন্ধন শিথিল করিয়া দেয় তাহা প্রাচীন যুগের রাজাগণ অত্যল্পকাল মধ্যে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; এবং পরবর্ত্তীকালে এ বিষয়ে তাঁহারা অতি সুবিবেচনার সহিত কার্য্য করিতেন।

এ সম্বন্ধে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (১২।৮৭।১৮) যে সকল উৎকৃষ্ট বিধান সমূহ উল্লিখিত আছে তাহা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) ঋঃ ১০।১৭৩।১, অঃ ৪।২২

মহাভারতকার বলিয়াছেন যে "মধুপ যেরূপে পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে রাজাও তদ্ভাবে প্রজার নিকট হইতে বলি সংগ্রহ করিবেন, অর্থাৎ তাহারা যেন উহা অনুভব করিতে না পারে।

বৎসের প্রাণধারণোপযোগী দুগ্ধের সংস্থান রাখিয়া মনুষ্যগণ যে ভাবে দুগ্ধ দোহন করে, রাজাও তদ্রূপভাবে স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনায় প্রজার অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজস্ব আদায় করিবেন।

শ্রমশিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ, মূলধন ও আয়ব্যয়াদি নিরূপণ পূর্ব্বক উহার লভ্যাংশের উপর কর ধার্য্য করিবেন।

কৃষিজাত দ্রব্য, পশু, সমর উপকরণ, ও অস্ত্রশস্ত্রাদির উপর কোন কর নির্দ্ধারণ করিবেন না, এবং দেশের বাহিরে ঐ সকল দ্রব্যের রপ্তানী নিষেধ করিয়া দিবেন।

আমদানী দ্রব্যের মূলধন, উৎপত্তিস্থানের দূরত্ব ও মাল আনয়নের ব্যয়, বিক্রয়ের পরিমাণ প্রভৃতি বিচার করিয়া শুল্ক ধার্য্য করিবেন।

যে সকল দ্রব্যের আমদানী দ্বারা প্রজার মঙ্গল সাধিত হয়, তৎসমুদয়কে করমুক্ত করিয়া, বিলাস ও মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক কর ধার্য্য করিবেন।"

সংহিতাকার মনু, ও অর্থশাস্ত্র প্রণেতাও এই নীতি অনুসরণে কর নির্দ্ধারণের বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রজা পালন

রাজা, নিজ আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত (১) বলির ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইতেন, এবং একপক্ষে সকল লোকের অধীশ্বর হইলেও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে জন সাধারণের বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র ছিলেন। (২)

প্রজাগণের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং সুসজ্জিত হস্তী বা স্বর্ণমুক্তাখচিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক গ্রাম পরিভ্রমণে বহির্গত হইতেন (৩), এবং গোপনে গুপ্তচর সাহায্যে রাজ্যের সংবাদাদি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের মঙ্গল বিধানে তৎপর থাকিতেন। (৪)

(১) "বলিষষ্টেন শুল্কেন দণ্ডেনাথা পরাধিনাম্।
শাস্ত্রানীতেন লিপ্সেথা বেতনেন ধনাগমম্॥
(২) স্বভাগভৃত্যা দাস্যত্বে প্রজানাং ত নৃপঃ কৃতঃ।
"ব্রহ্মণা স্বামিরূপস্ত পালনার্থং হি সর্ব্বদা॥
"এ রাজ্য ভোগীর নয় ত্যাগী সন্ন্যাসীর।"
—শিবাজীর প্রতি গুরু রামদাস।

(৩) অঃ ৩।২২।৪; ঋ ১।৫৭।৩; ১।৩৫।৪; ১।৬৬।৩; ৪।৩৭।৪

(৪) ঋঃ ২।৬।৭
"অন্তর্হ্যগ্নঈয়সে বিদ্বান্ জন্মোভয়া কবে।
দূতো জন্ত্যেব মিত্র্যঃ॥"

এতদ্ব্যতীত রাজাগণ, মাঝে মাঝে তপোবনে গমনপূর্ব্বক মনুষ্যসমাজের কল্যাণ চিন্তায় নিমগ্ন ঋষিগণের নিকট রাজ্যের সংবাদাদি নিবেদন করিয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। (৩)

প্রাচীনযুগে রাজা-প্রজার সম্পর্ক অতি মধুর ছিল, ও রাজাগণ প্রজাবৃন্দকে পুত্রবৎ পালন করিতেন। বিলাস ঐশ্বর্য্য ভোগের কোনরূপ ত্রুটী না থাকিলেও প্রজার সুখসমৃদ্ধি বিধানার্থ রাজাকে যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করিতে হইত, এবং প্রজাপুঞ্জের মন রক্ষার নিমিত্ত ত্রেতাযুগে রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নী জানকীকে অপাপবিদ্ধা জানিয়াও ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

রাজাগণ মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিগণের উপর নিজ প্রভাব বিস্তারের নিমিত্ত সম্রাট্ বা রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিয়া অশ্বমেধ ও রাজসূয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত

ঋ ১০।৭০।৩-৪; ১০।৯৭।১২।

"অতীতে দিবসে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ।
গুপ্তৈশ্চারৈরনুমতৈঃ পৃথিবী মনু সারয়েৎ॥
জানীত যদি মে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ।
কচ্চিদ্রো কচ্চিদ্রাষ্টে চ মে যশঃ॥—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

(১) আত্মানং সর্ব্বকার্য্যাণি তাপসে রাষ্ট্রমেব চ,
নিবেদয়েৎ প্রযত্নেন তিষ্ঠেৎ প্রহ্বশ্চ সর্ব্বদা॥

হইতেন, এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধনদান করিতেন। (১)

প্রাচীন আর্য্যগণ অতিমাত্র রাজভক্ত ছিলেন, এবং রাজাকে সকল সুখসম্পদের বিধানকর্ত্তা জানিয়া তাঁহার প্রতি দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতেন।

জন সাধারণ রাজকোপকে অতিমাত্র ভয় করিত, এবং তাহারা সাধারণতঃ নিয়মানুবর্ত্তী থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিত। (২)

(১) ঋঃ ৬।২৭।৮

"দ্বয়াঁ অগ্নে রথিনো বিংশতিং গা বধূমন্তো মঘবা মহ্যং সংরাট্।
অভ্যাবর্ত্তী চায়মানো দদাতি দূনাশেয়ং দক্ষিণা পার্থিবানাম্॥

অর্থাৎ, ভরদ্বাজ ঋষি অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন 'চয়নপুত্র রাজসূয়যাজী সম্রাট অভ্যাবর্ত্তী আমাকে বিংশতি সংখ্যক গোযুগল ও স্ত্রী সহিত রথ দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন। এরূপ দক্ষিণা দানে কেহ আর কখন সক্ষম হইবে না।'

(২) ঋঃ ৬।৪০।২

সভা সমিতি

অথর্ব্ববেদের "সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং
প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।—৭।১২

শ্লোকে, সভাকে প্রজাপতির যুগ্ম কন্যার একা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিশঃ অর্থে জনসাধারণ, এবং সম+ইতি=সমিতি হইতে অনুমান হয় যে নির্ব্বাচন দ্বারা সভ্য নিরূপিত হইত।

সভাস্থলে সভ্যগণ যাহাতে যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন্, এবং সমবেত সভ্যগণ যাহাতে তাঁহার মতের সমর্থন করেন তদুদ্দেশ্যে তাঁহারা দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

ঋগ্বেদের "যে সংগ্রামাঃ সমিয়ন্তেষু চারুবদেমতে"

১০।৭১।১০ ঋক্এ, ও অথর্ব্ববেদের
"বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ"॥

৭।১২ শ্লোকে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সভায় প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত সভ্যগণ, মণি ধারণ ও যাদুবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও ত্রুটী করিতেন না।

সভাস্থলে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইত তাহাকে "নরিষ্টা" বলিত। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য নরিষ্টা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে "সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত প্রস্তাব সকলের পক্ষে সমভাবে মাননীয়।"

ঋগ্বেদে "ধর্ম্মায় সভাচরম্", ও "বিদথস্যধীভিঃ ক্ষত্রং রাজানা প্রদিবো দধাথে" প্রভৃতির (১) উল্লেখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে সভায় বিচার, ধর্ম্ম ও সমরসংক্রান্ত বিষয় সমূহ আলোচিত হইত।

পরাস্কর গৃহ্যসূত্রের ৩।১৩ তে "সভা" অর্থে "সহধর্ম্মেণ সন্তির্বা ভাতীতি সভা" উক্ত হইয়াছে।

"নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ", ও "হে পিতরঃ পালকাঃ ....পিতৃভূতা" বা "হে সভাসদো জনাঃ" প্রভৃতি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সভায় গ্রামবৃদ্ধ সভাসদগণ ও সভাপতি উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। (২)

সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভাপতিকে "ইশান" বলিত। (৩)

(১) ঋঃ ৩।৩৮।৫ (২) Hindu Polity.
(৩) "অন্তাঃ পর্ষদ ঈশানঃ সহসা সুদুষ্টরো জন" ইতি
—গৃহ্যসূত্র ২।১৩ ৪

বিচার ও দণ্ডবিধি

ঋগ্বেদের ১০।৭১।১০ ঋক্এ জনগণের নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে সভা হইতে গৃহ প্রত্যাগমনের উল্লেখ হইতে অবগত হওয়া যায় যে রাজসভায় অপরাধী-গণের বিচার হইত।

প্রাচীন যুগে গোধন অপহরণ, ও পথিপার্শ্বে পথিকের সম্পত্তি লুণ্ঠন ব্যতীত বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধের অস্তিত্ব ছিল না। সাধারণতঃ তস্করগণ, নিশাযোগে সুপ্ত গ্রামবাসীর গৃহে প্রবেশলাভ করিয়া মূল্যবান্ দ্রব্য ও ধন-রত্নাদি অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিত। (১)

অথর্ব্ববেদের ১৯ কাণ্ড ৪৭-৪৮ সূঃ হইতে অবগত হওয়া যায় যে গৃহস্থগণ দস্যুতস্করের উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত নিশাদেবীর উদ্দেশে স্তব পাঠ করিয়া নিদ্রাগত হইতেন, এবং ধনরত্ন প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্যাদি মৃৎপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক অপরের অজ্ঞাতে ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। (২)

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে বাক্স, পেটারা, সিন্দুক আলমারী প্রভৃতির অভাব না থাকিলেও সুদূর পল্লীগ্রামে এখনও

(১) ঋঃ ৮।২৯।৬ (২) ঋঃ ১।১১৭।১২

বৃদ্ধগণের মধ্যে ভূমিতে ধন প্রোথিত করিয়া রাখা, ও শয়নের পূর্ব্বে মন্ত্রপাঠ করিয়া "ঘর বন্ধন" করার অভ্যাস প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

দস্যুগণ নির্জ্জন বনপথে পথিপার্শ্বে লুকায়িত থাকিয়া অসহায় পথিকগণের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

তৎকালে পথ ভ্রমণ আদৌ নিরাপদ জনক ছিল না বলিয়া, পথিকগণ, যাত্রার পূর্ব্বে বৃকের ন্যায় খলস্বভাবযুক্ত দস্যুগণকে পথ হইতে অপসারিত করিবার নিমিত্ত পথস্পতি পুষাণের নিকট প্রার্থনা করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। (১)

চোরগণ, নিশার অন্ধকারে গ্রাম হইতে গোধন অপহরণ করিয়া দুর্গম পর্ব্বতগুহা মধ্যে লুকায়িত থাকিত, এবং কখন কখন দিবাভাগেও জনসকলের গৃহ হইতে বসনাদি অপহরণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিত। (২)

চুরির বিষয় অবগত হইলে গ্রামবাসিগণ, চীৎকার শব্দে চোরের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক তাহাকে ধৃত করিতেন (৩), এবং দণ্ডস্বরূপ তাহার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে আবদ্ধ করিয়া মুখে বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক নির্ম্মম প্রহারে অস্থিচূর্ণ করিয়া দিতেন। (৪)

(১) ঋঃ ১।৪২।২-৩

(২) ঋঃ ১।৬৫।১ (৩) ঋঃ ৪।৩৮।৫ (৪) অঃ ৭।৭০।৫ ; ৪।৩।৫

রাজদ্বারে অভিযুক্ত গোধন অপহরণ কারীর পৃষ্ঠদেশ, ..স্তি স্বরূপ উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড সাহায্যে দগ্ধ করিয়া দেওয়া হইত। (১) ব্রাহ্মণস্বাপহরণকারীর কেশোৎপাটন ও জীবিতাবস্থায় চর্ম্মোন্মোচন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা সাহায্যে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইত (২)

ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত।

ঋগ্বেদের ১।১।৮।৪-৫ শ্লোক্এ অপরাধীর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের নিমিত্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ, অগ্নি ও জল পরীক্ষা, উচ্চস্থান হইতে ভূতলে নিক্ষেপ প্রভৃতি কঠোর বিধান সমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রূণহত্যা, নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত আরও অতি ভীষণতর পরীক্ষা সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

অপরাধীগণকে শৃঙ্খলিত করিয়া (৩) কারাগৃহে নিক্ষেপ করারও রীতি ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। (৪)

শুক্রনীতি নামক পুস্তক হইতে অবগত হওয়া যায় যে পরবর্ত্তীকালে বিচার পদ্ধতি বিশেষ উন্নততর অবস্থা লাভ করিয়াছিল, এবং শাসন ও বিচার ভার পৃথক্ পৃথক্ হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।

---

(১) স্মৃঃ ৫।৭৯।৯ (২) অঃ ১২।৫।৬৭-৭১ (৩) অঃ ৬।৬৩।২ ; ৮।১।৪

(৪) ঋঃ ৪।১২।৫

অর্থাৎ, দেশে শাসন ও শৃঙ্খলারক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির হস্তে বিচার ক্ষমতা প্রদানের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া হিন্দু রাজনীতিজ্ঞগণ তৎকালে Judiciary ও Executive পৃথক করিয়াছিলেন।

রাজ্যশাসক রাজাকে স্বয়ং কোন অভিযোগের বিবরণ শ্রবণ করিতে দেওয়া হইত না। বিচারকগণ, সভাসদ্ (অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের Jurors) গণের সাহায্যে অভিযোগের সত্যাসত্য নিরূপণ পূর্ব্বক দণ্ডাদেশের নিমিত্ত উহা রাজসদনে প্রেরণ করিতেন। বিচার সভায় উপস্থিত অযুগ্মসংখ্যক সভাসদ্গণের স্বাধীন মত পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত হইত, এবং অপরাধীর অনুকূল বা প্রতিকূলে উক্ত মতের সংখ্যা দ্বারা বিচারক তাহাকে দোষী বা নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিতেন। (১)

যিনি নিরপেক্ষ স্বাধীন মত প্রকাশে ইতস্ততঃ বোধ করিতেন তাঁহাকে অসাধু বিবেচনা করা হইত। (২) মৃচ্ছকটিকা নামক পুস্তকেও সভাসদ্ বা জুরীর সাহায্যে বিচারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ জাতকাদির যুগে একমাত্র ব্রাহ্মণগণই বিচার কার্য্যের নিমিত্ত নিযুক্ত হইতেন, এবং তৎকালে রাজদ্বারে

(১) শুক্রনীতি—৪।৫।৫-৬; ৫।৫।২৬-২৭ (২) নারদ—৩।১৮

Hindu Polity

উত্থাপিত প্রত্যেক অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত।

বৈদিক যুগে শালিশ মধ্যস্থ দ্বারাও অনেক বিবাদ বিসংবাদের মীমংসা হইত। (১)

---

(১) ঋঃ ১০।৯৭।১২

'যস্যৌষধীঃ প্রসর্পথাঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ।

ততো যক্ষ্মং বি বাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব।

From him ye drive away disease like some strong arbiter of strife.

রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ

প্রাচীন কালে আর্য্য নৃপতিগণকে প্রায়শঃই যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হইত।

অনার্য্য দস্যুগণকে বাধাপ্রদান, অথবা কোন পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যকে স্ববশে আনয়ন জন্য তাঁহারা কখন কখন অন্যান্য নরপতিগণের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সম্মিলিত শক্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন।

ঋগ্বেদের ১।১৬১ সূক্তে "দূতাঙ„ "দূতং„ ও "দূতো„ শব্দের উল্লেখ হইতে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদিক যুগে, অনু, দ্রুহ্যু, ভারত, যদু তুর্ব্বাসা, পুরু, সিমু, অজ, সিগ্রু, যক্ষ, ভেদ প্রভৃতি দশ নৃপ রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করিলে তিনি ও পৃথু, আলিন, পাকথ, ভালন, শিব, বিষাণী প্রভৃতি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত সম্মিলিত শক্তির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। (১)

কালক্রমে ইহা হইতেই রাজনীতির সামদান ভেদাদি কূট রীতি সকল উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, এবং মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে ইহার বিশদ্ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্যগণ, জয়লাভার্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমাহুতি প্রদান পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে সোম পান করিয়া রণযাত্রা করিতেন। (২)

(১) ঋঃ ৭।১৮ (২) ঋঃ ১০।১৬০।৩; ৯।৩১।৫

আঘাত প্রতিরোধের জন্য নানা অলঙ্কারে সজ্জিত সৈন্যগণ লোহবর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণে দেহ আবৃত করিয়া হস্তে চর্ম্মনির্ম্মিত (হস্তঘ্ন) ঢাল গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন।

অরাতিনিধন জন্য, ভল্ল, তরবারি, সতূণীর ধনুর্ব্বাণ, পরশু, ক্যাঁচা, শেল, ছুরিকা, পাশ, বিষ্টি, অঙ্কুশ, চক্র, ত্রিশূল, বধ্রি, ত্রিসন্ধি, অর্ব্বুদি প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহৃত হইত, এবং মন্ত্রপূত বাণের অগ্রভাগ বিষ লিপ্ত করার প্রথাও প্রচলিত ছিল। (১)

পুনঃ পুনঃ শরনিক্ষেপ কালে ধনুর জ্যা সংঘর্ষে অঙ্গুলিতে ক্ষতোৎপাদন রোধের নিমিত্ত সৈন্যগণ গোচর্ম্মনির্ম্মিত হস্তাবরণ ব্যবহার করিতেন। (২)

যুদ্ধে পতাকা ও দুন্দুভি ব্যবহৃত হইত, এবং রণমদে মত্ত রথাশ্বসমূহ পদাঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে গগনমণ্ডল আবৃত করিয়া আরোহীগণ সহ শ্যেন গতিতে শত্রুসৈন্যের মাঝে উপনীত হইত। (৩)

ঋগ্বেদের ১০।১০৬।৬ ঋক্ এ যুদ্ধে মত্তহস্তী ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজাকে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্য চালনা ও যুদ্ধ করিতে হইত, এবং ঋষি ও ব্রাহ্মণগণও সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে যোগদান করিতেন বলিয়া জানা যায়। (৪)

---

(১) ঋঃ ৬।৭৫।১-৭,১৩-১৬ (২) ঋঃ ৬।৬।৭৫।১৪

(৩) ঋঃ ১।১০৩।১ ; ঋঃ ১।৯২।১ ; ৬।৪৬।১৩ ১৪ (৪) ঋঃ ৭।৩৩।১

রাণী মুদ্‌গলানী, দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত গোধনান্বেষণে প্রবৃত্ত পতির রথচালক হইয়াছিলেন, এবং স্বয়ং সেনাপতিত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পতাকাবাহী ও অন্যান্য সৈন্যগণকে একযোগে ভীষণভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া স্বামীকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন।*

যুদ্ধকালে শত্রুগণকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সর্পের ন্যায় (১) বক্রগতিতে দেহ গোপন করিয়া গমন করিতেন, ও জলপ্রণালী সমূহের বাঁধ কর্ত্তন করিয়া শত্রুগণের বাস ভূমি প্লাবিত করিয়া দিতেন। (২)

বিজিত শত্রুগণের প্রতি, আর্য্যগণের ব্যবহার অতি নৃশংস ছিল। তাঁহারা তাহাদিগের ধন, সম্পত্তি ও নারীগণকে হরণ করিতেন, এবং তাহাদিগের গ্রাম সমূহ ভস্মীভূত করিয়া

---

* "উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্।
রথীরভূন্ মুদ্‌গলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা॥
—ঋঃ ১০।৯।১০২।২

"অস্মাক মিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষস্মাকং যাইষব স্তা জয়ন্তু।
অস্মাকংবীরা উত্তরে ভবন্তস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু॥
—ঋঃ ১০।৯।১০৩।১১

"গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্ত মোজস।
ইমং সজাতা অনুবীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনুসংরভধ্বম্॥
—ঋঃ ৬১০।৯।১৩০।

(১) ঋঃ ১।৬৪।৯; (২) ঋঃ ৭।১৮।৮-৯

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন, চর্ম্মোম্মোচন ও অস্থিবিদারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পশুর ন্যায় বধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। (১)

যুদ্ধশেষে মৃতদেহ সমূহ সুগভীর গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করা হইত। (২)

রণে জয়লাভ করিলে আর্য্যগণ ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমাহুতি প্রদান পূর্ব্বক বিশিষ্ট বীরগণকে পুরস্কৃত করিতেন। (৩)

---

(১) ঋঃ ১।৩২।৭ ঃ অঃ ৪।৩৭।৭ ; ৫।৮।৯ ; ৬।৬৫।২
শঃ ১২।৪।৬৮-৭০

(২) ঋঃ ১।১৫৭।৯

(৩) ঋঃ ১।৬৪।১০

পৌর জানপদ

বৈদিক যুগের "সভাসমিতির" অনুকরণে পরবর্ত্তীকালে রাজ্য সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত "পৌর জানপদ" সমূহ গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে মহাভারত ও রামায়ণেই সর্ব্বপ্রথম পৌর জানপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা অত্যল্পকাল মধ্যেই এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে ইঁহাদিগের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া রাজার পক্ষেও রাজকার্য্য পরিচালন করা সম্ভব ছিল না। (১)

মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে অবগত হওয়া যায় যে মন্ত্রীপরিষদ রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই রাষ্ট্রের অভিমত গ্রহণ করিতেন, এবং রামায়ণে রাজা দশরথ কর্ত্তৃক ইঁহারা "রাজ্যশাসক" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের তৃতীয় সর্গে সর্ব্বসাধারণের নিকট রাজা দশরথের, পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার প্রস্তাবে পৌর জানপদ, ভূপাল ও বিপ্রগণের

(১) "পৌর জানপদা যস্য স্বনুরক্তা অপোষিতাঃ।
রাষ্ট্রকর্ষকরাস্তে তে রাষ্ট্রস্য চ বিরোধিনঃ।
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে ব্রাহ্মণগণ পৌর জানপদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। সম্ভবতঃ ভূসম্পত্তির অধিকারী না হইলে কেহ পৌরজানপদের সভ্য হইতে পারিতেন না। (১)

পুর অর্থ নগর, ও জনপদ অর্থ রাষ্ট্রদেশ বা গ্রামসঙ্ঘ, সুতরাং পৌরজানপদ সভা, নগর ও গ্রাম সমূহের পূর্ত্ত ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিতেন।

মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের

"পৌরজানপদা যস্য ভূতেষু চ দয়ালবঃ
সধনাধান্যবন্তশ্চ দৃঢ়মূলঃ স পার্থিবঃ॥"

শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে দরিদ্রগণের দুঃখ-মোচন করাও পৌর জানপদের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল।

পৌর সভা, মৃতের সম্পত্তি রক্ষা, পৌষ্টিক কার্য্য, শান্তিক, পূর্ত্ত ও তীর্থস্থান সমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং পরবর্ত্তী-কালে ইতিহাসকার ষ্ট্রাবো ও মেঘাস্থিনিস, পৌরের পথিক সঙ্ঘের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

পালিজাতক অনুসারে বণিক সমিতিও পৌরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (২)

(১) ব্রাহ্মণ জনমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ।
সমেত্য তে মন্ত্রয়িতুং সমতাং গত বুদ্ধয়ঃ॥
—রামায়ণঃ, অঃ কাণ্ড।

(২) নৈগম্যঃ—পৌরবণিজঃ।

গৌঃ ধঃ শাঃ ১১।২০-২১ এ
"দেশজাতি কুলধর্ম্মাশ্চাম্নৈরবিরুদ্ধাঃ প্রমাণম,
কর্ষকবণিক পশুপাল কুশোদিকারতঃ স্বে স্বে বর্গ।"
প্রভৃতি বর্গ বা সমিতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্থশাস্ত্র প্রণেতা, পৌরজানপদকে তীর্থশালা সমবায়, পূগসমবায় ও জন সমবায়ের সম্মিলিত কার্য্যকরী সভা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গৌঃ ধর্ম্ম সুত্র (৬।৯।১১) ও অর্থশাস্ত্র (২য় অঃ ৭২৪ পৃঃ) হইতে অবগত হওয়া যায় যে নগর বৃদ্ধগণ "পৌর" এর কার্য্যাদি পবিচালন করিতেন, এবং "শ্রেষ্ঠীণ" তাঁহাদিগের পৌর সভার সভাপতি হইতেন।

মৃচ্ছ কটিকায় উক্ত আছে যে পৌর ও জানপদ উভয়ে রাজধানীতে একত্রিত হইয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেন।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (১২।৮৭।১৮) উল্লিখিত আছে যে রাজা নূতন কর নির্দ্ধারণকালে অতি বিনীত ভাবে পৌর জানপদের অনুমতি প্রার্থনা করিতেন। (১)

অর্থশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে দস্যুতস্করের অত্যাচারে কাহারও ধনসম্পত্তির হানি ঘটিলে রাজা তাহার যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণে তৎপর না হইলে পৌর জানপদ, দুর্ভিক্ষ নিবারণ ও সেঁচ প্রণালী খনন প্রভৃতির নিমিত্ত রাজ-

(১) ভবন্তিঃ সং গতৈঃ।

কোষ হইতে অর্থ-ব্যয়ের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতেন না। রাজা রুদ্রদমন সুদর্শন হ্রদের সংস্কার ব্যয় নিজে বহন করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

রাজা অশোক, নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনকালে পৌরজানপদের অভিমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তক্ষশীলা অনুশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার রাজত্বকালে পৌর জানপদ বিদ্রোহী হইয়াছিল,* এবং তিনি তাহা দমন করিবার নিমিত্ত রাজপুত্র কুনালকে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

"চিরকং নাম লিখিতং পুবাণৈঃ পৌর লেখকৈঃ। (১)

হইতে অবগত হওয়া যায় যে পৌর জানপদে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ লিপিবদ্ধ করার রীতি ছিল।

বিরমিত্রোদয় নামক পুস্তক (১২০ পৃঃ) হইতে অবগত হওয়া যায় যে গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে "সময়, ও তৎসমুদয়ের বলে প্রবর্ত্তিত আইনকে "সম্বিদ", এবং যাহাতে উহা লিখিত হইত তাহাকে "সম্বিদ পাত্র" বলিত।

রাজা, পৌরজানপদের মন্ত্রণাদি অবগত হইবার নিমিত্ত গুপ্তচর নিয়োগ করিতেন; কিন্তু সভ্যগণ প্রকাশ্য সভায় রাজার কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে সমালোচনা করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। দেশের আর্থিক অবস্থাকে করায়ত্ত

---

* এতেন প্রদেশেন রাজা পৌরজানপদান্ ভিক্ষেত।

(অর্থ ৫।২।৯০)

(১) Vasista edition by Fuehrer p 84

রাখিবার নিমিত্ত রাজমুদ্রাশালে পৌরজানপদ মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। (২)

(১) অর্থশাস্ত্র ৮৯ পৃঃ

(২) K. P. Jaswal's Hindu Polity হইতে সংগৃহীত

✱ গণতন্ত্র শাসন

রাজকার্য্য পরিচালন নিমিত্ত দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে যে সকল "পৌরজানপদ" গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে অনেক সভা বিশেষ শক্তিশালী হইয়া রাজতন্ত্র শাসন পদ্ধতির মূলোচ্ছেদনপূর্ব্বক গণতন্ত্র শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ইঁহারা নদী, দেশ বা স্থাপয়িতার নামে সাধারণে পরিচিত হইতেন, এবং বৈদিক যুগের রাজতন্ত্রাধিষ্ঠিত কুরু পাঞ্চালরাজ্য পরবর্ত্তীকালে গণরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। (১)

বৈদিক যুগ, ও মহাভারতীয় যুগের অন্তর্বর্ত্তী কালেই গণরাজ্য সমূহ উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে গণরাজ্যসমূহের বিচক্ষণ রাজনীতি, প্রচুর অর্থ, সৈন্যবল, রণ-নৈপুণ্য ও সুশাসন পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

গণরাজ্যসমূহ নিজ মুদ্রাশালায় উপযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের (লক্ষণাধ্যক্ষ) তত্ত্বাবধানে স্বকীয় লাঞ্ছনাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বিনয় পিটক, পালি পিটক, বির মিত্রোদয়, মহাভারত প্রভৃতি পুস্তকে গণরাজ্য সম্বন্ধে যে সকল

---

(১) অর্থশাস্ত্র; বিদেহ (Rys Davis.)

বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে "কুল" বা পরিবারের সমষ্টি লইয়াই গণরাজ্য গঠিত হইত, এবং সকল পরিবারই তূল্য রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতেন। (২)

কুলরাজ্যে "কুলিকাই" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং শাসনকার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত 'রাষ্ট্রীক, পেত্তানিক, গামগামনিক, পুগ-গামনিক প্রভৃতি নিযুক্ত হইতেন। প্রত্যেক কুলপুত্রই উপযুক্ত শিক্ষা ও গুণ লাভে সমর্থ হইলে ঐ সকল পদে এক-সময়ে অভিষিক্ত হইতে আশা করিতে পারিতেন।

কুলরাজ্যে, অষ্টজন কুলিক বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এবং ঐ রাজ্য কোন নৃপতির অধিকারভুক্ত হইলে দণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে পারিত। (২)

কুল ও গণরাজ্য কর্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়মাদিকে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ অবশ্যপালনীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

---

(২)"কুলানাং হি সমূহস্তু গণঃ সম্পরিকীর্ত্তিতঃ—(বিরমিত্রোদয় পৃঃ ৪২৬)

(১) কুলিকাঃ কুলশ্রেষ্ঠাঃ—বিরমিত্রোদয়।

(২) "গামগমনকি" নগর সম্মিলনের সভাপতি

"পুগগামনকি" শ্রমব্যবসায়ীদিগের সভাপতি।

রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরামর্শ সভা ছিল, এবং সভ্যগণ সভায় নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া উত্থাপিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

আসন নির্দ্দেশ জন্য সভায় "আসন প্রজ্ঞাপক" নামক এক জন কর্ম্মচারী থাকিতেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য সংগ্রহের নিমিত্ত বর্ত্তমান কালের শাসন পরিষদের whipএর ন্যায় এক জন "গণপূরক" ছিলেন।

আলোচ্য বিষয়ের বিজ্ঞাপনকে "জ্ঞাপ্তি" ও প্রস্তাবকে "প্রতিজ্ঞা" বলিত।

কোন বিষয়ের আলোচনা কালে প্রস্তাবের অনুমোদনকারিগণ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতেন, ও বিরুদ্ধবাদীগণ দণ্ডায়মান হইয়া তৎপ্রতিকূলে তীব্রভাষায় আপনাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।

কোন প্রস্তাব তিনবার পঠিত হইবার পরও কোন প্রতিবাদ উত্থাপিত না হইলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বলিয়া বিবেচিত হইত। (৪)

(১) বণিগ্ভিঃ স্যাৎ কতিপয়ৈঃ কুলভূতৈরধিষ্ঠিতম্"।

(২) নারদ, কাত্যায়ণ, বৃহঃ।

(৩) "কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণাঞ্জান পদানপি।
স্বধর্ম্মচ্চলিতান্ রাজা বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি॥—যাজ্ঞবল্ক্য
জাতি জানপদানধর্ম্মাঞ্চ্ছ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ
সমীক্ষ কুলধর্ম্মাংশ্চ সধর্ম্ম প্রতিপাদয়েৎ॥ ঐ ২।১৮৬

বিনয়পিটক

সভায় কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে অধিক সংখ্যক সভ্য যে অভিমত প্রকাশ করিতেন তদনুসারেই কার্য্য করা হইত, এবং মতানৈক্য ঘটিলে বিভিন্নবর্ণে রঞ্জিত শলাকাপাত দ্বারা সভ্যগণের মত নির্ণয় করার রীতি ছিল। যিনি, সভ্যগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শলাকা সংগ্রহ করিয়া কোন বিশেষ বর্ণবিশিষ্ট শলাকার সংখ্যাধিক্যানুসারে প্রস্তাব সম্বন্ধে সভার অভিমত জ্ঞাপন করিতেন তাঁহাকে "শলাকা গ্রাহক" বলিত।

এই শলাকাপাত দ্বারা মতামত প্রকাশ করাকে প্রাচীন কালের "ballot voting" বলা যাইতে পারে। Ballot সাহায্যে ভোট দানের অধিকার ভারতে ইংরাজের দান হইলেও, ইহা এদেশে নূতন নহে। জনসাধারণকে অপরের অজ্ঞাতে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুবিধা দানের উপযোগিতা ভারতীয় রাজনীতিবিৎগণ বহুকাল পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং যে কোন আকারে হউক ইহা এদেশে প্রচলিত ছিল। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে বহুকালব্যাপী চেষ্টা ও ভীষণ আন্দোলনের ফলে মাত্র ১৮৭২ খৃঃ এ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংরাজ জন সাধারণ এ অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

গণসভার কার্য্য বিবরণী সংগ্রহের নিমিত্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং তাঁহারা সভায় উপস্থিত থাকিয়া আলোচিত বিষয় সমূহের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন।

কোন বিষয় সম্বন্ধে একবার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ঐ বিষয়ের পুনরালোচনা নিষিদ্ধ ছিল, এবং কোন সভ্য গর্হিত আচরণ করিলে সভ্যগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে নিন্দা-বাদ প্রদান করা হইত। (১)

সভার কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত সভ্যগণের উপস্থিতির ন্যূনতম সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং তদভাবে অর্থাৎ Quorum অভাবে সভা স্থগিত থাকিত। (২)

প্রাচীন গণরাজ্য সমূহের মধ্যে মদ্র, বৃজ্জী, রাজন্য, অন্ধক বৃষ্ণী, শতবত ভোজ, লিচ্ছাভি প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য, এবং ইহাদিগের মধ্যে লিচ্ছাভিগণের গণসভার সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সেনাপতি ও কোষাধ্যক্ষকে যথাক্রমে রাজা, উপরাজা, সেনাপতি, ভংডাগারিকা বলিত। লিচ্ছাভিগণ সভার কার্য্যবিবরণী সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রাখিতেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

মহাবীর আলেকজান্দার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণকালে সিন্ধুনদের উভয়পার্শ্বে ক্ষুদ্রক, মালভ, শিবি, আয়ুধেয় প্রভৃতি বহু সমৃদ্ধিসম্পন্ন গণরাজ্য সমূহ বর্ত্তমান ছিল, এবং ইতিহাসকার Arrian তৎপ্রণীত পুস্তকে (৫।২৫)

(১) Chulla Vagga—4।14।9

(২) মহাভাগগ—৯।৪।১

আলেকজান্দার কর্ত্তৃক ঐ সকল রাজ্যের দূতগণের সংবৰ্দ্ধনার অতি সুন্দর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। *

সম্পূর্ণ

K. P. Jaswal's Hindu polity হইতে সংগৃহীত।

* বেদে, "পৌরজানপদের" কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিকযুগের "সভা সমিতি" গুলি পরবর্ত্তীকালে কতদূর উন্নততর অবস্থা লাভ করিয়াছিল, এবং হিন্দুগণ স্বায়ত্ত শাসনে কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন ইহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে শেষের এই দুই অধ্যায় এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল।—ইতি লেখক।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠায়	প্যারা	পংক্তিতে	এর স্থানে	হইবে
১	১	২	Veice	voice
৫	ঐ	২	গগণ	গগন
ঐ	ঐ	ঐ	সোপন	সোপান
৭	২	৩	নিঃসৃত	স্ফুরিত
৯	৩	৩	Consideradle	Considerable
২০	২	১	হিন্দুধর্ম্ম	হিন্দুধর্ম্ম
ঐ	ঐ	৪	যাব	যায়
২২	হেডিং	.	আর্য	আর্য্য
ঐ	১	১	প্রত্নতাত্বিকগণ	প্রত্নতাত্ত্বিকগণ
ঐ	১	৩	পুরাতত্বের	পুরাতত্ত্বের
ঐ	২	৭	মস্তিষ্ক	শীর্ষ
৪০	১	১০	মস্তিস্কের	মস্তিষ্কের
৪২	২	৪	হস্তিদস্তের	হস্তিদন্তের
৪৬	৩	৫	অর্য্যগণ	আর্য্যগণ
৭৩	নোট	২	প্রমস্থ	প্রমন্থ
৮৩	৩	২	ভূলোক	ভূর্লোক
ঐ	ঐ	ঐ	ভূবলোক	ভূবর্লোক
ঐ	৪	৩	ভূলোক	ভূর্লোক
ঐ	৬	১	স্বলোক	স্বর্লোক
৮৫	১	২	উদ্ভুত	উদ্ভূত

পৃষ্ঠায়	প্যারা	পংক্তিতে	এর স্থানে	হইবে
৯৫	৪	১	কার্পাশ সূত্র	কার্পাস সূত্র
৯৬	২	১	বৈদেশিক	বৈদিক
১০০	৪	২	আয্যগণ	আর্য্যগণ
১০১	১	৫	মধ্যমাগুলিব	মধ্যমাঙ্গুলির
১০৩	২	১	যজ্ঞীষ	যজ্ঞিয
১২০	নোট	১	উদ্ধত	উদ্ধৃত
১২০	২	১	Gymnosophits	Gymnosophists
১৪৭	৬	২	. ...	শেষে দাঁড়ি হবে
১৭৩	নোট	১৪	husdand	husband
১৮৬	৪	১	নিশ্প্রভ	নিষ্প্রভ
১৮৭	৫	৩	প্রতাবিত	প্রতারিত করিয়া
১৯০	১	৩	ইযাছে	হইযাছে
১৯৯	১	৯	সনস্ত	সমস্ত
২০২	৬	২	অকল্যান	অকল্যাণ
১০৯	২	১	অদিতি দৌরদিতি	অদিতিদৌর্রদিতি
২১৬	২	২	ধান	ধ্যান
২৪১	১	২	নিরুপণ	নিরূপণ
ঐ	৩	১	যে যে	যে
২৪৩	২	১	বসস্ত	বসন্ত
ঐ	৩	১	ঔত্তরায়নান্ত	উত্তরায়ণান্ত
২৪৫	২	২	সমূহের্	সমূহেব
২৫৬	৫	১	তৎসম্বন্ধে	তৎসম্বন্ধে

গ্রন্থকার প্রণীত অপর পুস্তক

সচিত্র

দার্জ্জিলিংএর পার্ব্বত্য জাতি।

বা

নেপালী পাহাড়িয়া, তিব্বতীয় নেওয়ার, কিরাত, লেপ্‌চা, ভুটীয়া প্রভৃতির অত্যাশ্চর্য্য সামাজিক কাহিনী। মোটা এণ্টিক কাগজে, সুন্দর পাইকা টাইপে ঝকঝকে ছাপা, উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, **১৬খানি নয়নমুগ্ধকর হাফটোন ফটো সহ,** মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক, অভিনব পুস্তক। একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইবে না।

এ পুস্তক সম্বন্ধে অমৃত বাজার পত্রিকা ৬।১০।২৬ বলেন:—It records the social history, manners and customs of the hill tribes of Darjeeling, the Tibetans, the Lepchas, the Napaleese, and Bhutias in a manner that is original and with the eye of an anthropologist. The style, is vivid and beautiful, and testifies to the ability of the author who never undercolours nor overcolours. The book in short has depicted the life of the hill tribes in a picturesque manner.

প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৫:—"গ্রন্থকার বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। আলোচনা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ছাপাই, বাঁধাই ও চিত্রগুলি সুন্দর"।

বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ন ১৩৩৩:—বর্ণনা কৌতুহলোদ্দীপক, সরল, সহজ ও চিত্তাকর্ষক। ছবির সাহায্যে পুস্তকের উপযোগীতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ফরওয়ার্ড ১০।১০।২৬।—In short, the getup of the book leaves nothing to be desired, and we have no hesitation in recommending it to all interested in the study of man.

হিন্দুসঙ্ঘ—৩০।১।২৬:—বাঙ্গলায় এরূপ মনোজ্ঞ বহি একান্তই বিরল।

ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৩৬:—"গ্রন্থকারের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। পুস্তকখানির রচনাও বেশ মনোহর হইয়াছে।

B9743